তিব্বে নববী

হাফিয আকরমুদ্দিন

www.pathagar.com

তিব্বে নববী

মূল ঃ হাফিয আকরমুদ্দিন, দিল্লী
অনুবাদ ঃ অধ্যক্ষ মুহাম্মাদ শামসুল ইসলাম সারুটি

আধুনিক প্রকাশনী
ঢাকা

www.pathagar.com

www.pathagar.com

প্রকাশনায়
এ. বি. এম. এ. খালেক মজুমদার
পরিচালক
আধুনিক প্রকাশনী
(বাংলাদেশ ইসলামিক ইনস্টিটিউট কর্তৃক পরিচালিত)
২৫, শিরিশদাস লেন
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন ঃ ৭১১৫১৯১, ৯৩৩৯৪৪২
ফ্যাক্স নং ঃ ৮৮-০২-৭১৭৫১৮৪

আঃ প্রঃ ৩৩২

১ম প্রকাশ

জমাদিউস সানি	১৪২৫
শ্রাবণ	১৪১১
আগস্ট	২০০৪

নির্ধারিত মূল্য ঃ ৪৬.০০ টাকা

মুদ্রণে
আধুনিক প্রেস
(বাংলাদেশ ইসলামিক ইনস্টিটিউট কর্তৃক পরিচালিত)
২৫, শিরিশদাস লেন,
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

TIBB-E-NAWBI by Hafez Akramuddin. Published by Adhunik Prokashani, 25 Shirishdas Lane, Banglabazar, Dhaka-1100

Sponsored by Bangladesh Islamic Institute.
25 Shirishdas Lane, Banglabazar, Dhaka-1100

Fixed Price : Taka 46.00 Only.

www.pathagar.com

www.pathagar.com

بسم الله الرحمن الرحيم

অনুবাদকের কথা

সীমাহীন তারিফ ঐ মহান আল্লাহ্ তাআলার, যিনি স্ব-ইচ্ছায় মানুষ সৃষ্টি করেছেন, স্বীয় দয়ায় তার কর্মজীবনের নির্ভুল পন্থা দান করেছেন।

দরূদ ও সালাম তাঁর সেই একান্ত প্রিয় মানুষের উপর, যার মাধ্যমে মানুষ নির্ভুল পথনির্দেশনা প্রাপ্ত হয়েছে। তাঁর দুর্জয় সাথীবৃন্দ, পরিবারবর্গ ও বংশধরগণের জন্য রহমত কামনান্তে মেহেরবান আল্লাহ্ তাআলার শোকর, যিনি তাঁর এক অদক্ষ বান্দার হাতে মানব জীবনের অতিব গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়ের উপর লেখা 'তিব্বি নববী' সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ভাষান্তর করার সুযোগ দান করেছেন। এ কাজটি কোনো দীনদার বিজ্ঞ চিকিৎসক করলে পুস্তকের মূল প্রতিপাদ্য বেশী পরিস্ফুট হতো। চিকিৎসা শাস্ত্র ও দ্রব্যগুণের অজ্ঞতা ও রূপান্তর ভাষার অদক্ষতা নিয়ে যা প্রকাশ করার চেষ্টা করা হলো তার আসল উদ্দেশ্য বাংলা ভাষাভাষীদের নিকটে খোদায়ী চিকিৎসা পদ্ধতির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা। এটা সম্ভব হলে পরবর্তীতে এ বিষয়ে সুদক্ষ হস্তের সুনিপুণ উপহার সমাজে আসবে বলে আমার বিশ্বাস।

অনুবাদের ধারার ব্যাপারে বক্তব্য এই যে, বাংলা শব্দ মিশ্রণের লক্ষে ও আরবী ভাষার ইলমে কেরাতের নিয়মানুসারে সহীহ্ উচ্চারণ বাংলায় লেখা হয়েছে। এতে পূর্বকালে এ ভাষার শব্দের উচ্চারণের সাথে অমিল দেখা দিয়েছে। ফলে সুধি সাহিত্যিকদের দৃষ্টিতে পড়ে অবশ্যই সমালোচনা হবে। তবু আমি সাহস করে এ পদক্ষেপ নিলাম, যাতে ভবিষ্যত প্রজন্ম এ বিষয়ে সঠিক পদক্ষেপ নিতে পূর্ব উদাহরণ কম হলেও খুঁজে পায়। যথেষ্ট ভুলভ্রান্তি এতে অবশ্যই আছে। তদুপরি অনুবাদ সারাংশ কেন্দ্রিক না করে অনিবার্য কারণে বাক্যার্থ কেন্দ্রিক করায় এটা সাহিত্য পাল্লায় ওজনে উঠবে না। তবুও বইটির মূল বক্তব্য জনমনমানসে স্পর্শিত হলে আল্লাহ তাআলার শোকর করবো। সহৃদয় সুধী সংশোধনী উপদেশ পাঠালে ইনশাআল্লাহ সংশোধন করা যাবে। যে দুজন মহৎ ব্যক্তিত্ব আমাকে এ কাজে প্রেরণা ও পরামর্শ দান করে কৃতার্থ করেছেন তাদের প্রথমজন আল্লাহ্ তাআলার বান্দা, উছওয়ায়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দুর্গম পথের নির্ভিক পথিক অশিতিপর বর্ষিয়ান

www.pathagar.com

ইসলামী গণ মানুষের মনের মানুষ খুলনা জিলার পাইক গাছা থানার মঠবাড়িয়া গ্রামের সম্ভ্রান্ত সরদার পরিবারের মরহুম মুন্সী কফিলুদ্দিন আহমদ হুজুরের জ্যেষ্ঠ পুত্র সাবেক পাকিস্তান জাতীয় পরিষদের প্রাক্তন এম. এন. এ. আলহাজ্জ শামসুর রহমান সাহেব, দ্বিতীয়জন কুমিল্লা জেলার হুজুরের পুত্র বাংলাদেশে ইসলামী সাহিত্যের দিশারী ও সার্থক গবেষক সুলেখক হযরত মাওলানা এ. বি. এম. এ খালেক মজুমদার মাদ্দাযিল্লাহুল আলী সাহেব উভয়ের জন্য মানব জীবনের একান্ত ও সবচেয়ে দুর্দিনে মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের মাধ্যমে নাজাত প্রাপ্তির কামনা করি। আল্লাহ তাআলা বাংলা ভাষাভাষী তাঁর বান্দাদেরকে খোদায়ী চিকিৎসা গ্রহণ করার তাওফিক দান করুন। আমীন!

মুহাম্মাদ শামসুল ইসলাম সারুটি
গ্রাম ঃ সারুটিয়া
পো ঃ ঘুনম বাড়ীয়া বাজার
থানা ঃ শৈলকুপা
জেলা ঃ ঝিনাইদহ
তারিখ ঃ ৩০/৯/১৯৯৯

www.pathagar.com

بسم الله الرحمن الرحيم

লেখকের ভূমিকা

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الَّذِىْ هُوَ يُطْعِمُنِىْ وَيَسْقِيْنِ وَاِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِيْنِ ـ وَالَّذِىْ يُمِيْتُنِىْ ثُمَّ يُحْيِيْنِىْ ط وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى خَيْرِ خَلْقِهٖ مُحَمَّدٍ وَّاٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ اَجْمَعِيْنَ ـ

"যাবতীয় প্রশংসা প্রতিপালক আল্লাহর যিনি আমাকে খাওয়ান ও পান করান, আমি যখন অসুস্থ হই তিনি রোগ মুক্ত করেন এবং যিনি আমার মৃত্যু দিবেন অতপর জীবিত করবেন। দরূদ ও সালাম রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর এবং তাঁর পরিবারবর্গ ও সাহাবীগণের উপর।"

অতপর প্রত্যেক মানুষের জানা দরকার যে, আল্লাহ্ তাআলা তাকে শুধু তাঁর ইবাদাতের জন্য সৃষ্টি করেছেন। কিন্তু আল্লাহ্ তাআলার ইবাদাত ততক্ষণ পর্যন্ত সঠিকভাবে সম্ভব নয় যতক্ষণ পর্যন্ত সুস্থতা অর্জন না হবে। সুস্থতা অর্জন এ অবস্থার উপর নির্ভরশীল যে, মানুষ স্বীয় শারীরিক সুস্থতার প্রতি খেয়াল রাখে। সাধারণভাবে এজন্য চারটি পদ্ধতি প্রচলিত আছে ঃ

১. দোয়া

২. দাওয়া

৩. কর্ম

৪. বর্জন।

কিন্তু শারীরিক রোগে কিছু চিকিৎসা যেমন জালিনুস ও অন্যান্যরা, যারা শুধু গবেষণার উপরই জোর দেয় এবং রোগ নিরাময়ের জন্য দোয়াকে যথেষ্ট মনে করে না। বরং মুসলমানদের সম্পর্কে বলে যে, এসব মানুষ যারা রোগ মুক্তির জন্য দোয়াকে কার্যকর বলে তাদের এটা একটা ধারণা। কারণ দোয়ার সম্পর্ক শুধু জবানের সাথে, শারীরিক অসুস্থতার উপর তা কার্যকর হয় না। কিন্তু এ ধারণা ত্রুটিযুক্ত। এটা এজন্য যে, কথার প্রতিক্রিয়া সবাই জানে। যেমন প্রবাদ আছে–তরবারীর আঘাত শুকিয়ে যায় কিন্তু জিহ্বার আঘাত শুকায় না। অনুরূপ কোনো ব্যক্তি যদি

www.pathagar.com

কাউকেও মন্দ বলে তবে সম্বোধিত ব্যক্তি আহত হয়ে যায় এবং ঐ ব্যক্তির অন্তরে প্রতিশোধ স্পৃহা সৃষ্টি হয়। এরূপে ভালোকথার প্রভাব মানুষের অন্তর পর্যন্ত পৌঁছায়। একজন সাধারণ মানুষের কথা যখন এ পরিমাণ প্রভাবশীল তখন আল্লাহ্ তাআলার কথায় প্রভাব কেনো হবে না। কিন্তু এটা ছাড়া যদি কোনো ব্যক্তি দোয়ার প্রভাব স্বীকারকারী না হয় তবে এটা তার অজ্ঞতা মূর্খতা ছাড়া আর কিছুই নয়। কারণ সে কুকথা ও সুকথার প্রভাব স্বীকারকারী কিন্তু আল্লাহ্র নাম ও কালামুল্লাহ্র স্বীকারকারী নয়। সারকথা এই যে, আল্লাহ মানুষকে শরীর ও আত্মা দুটো জিনিস দ্বারা সৃষ্টি করেছেন। রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেহেতু রাহমাতুল্লিল আলামীন সেহেতু তাঁকে আত্মার ব্যাধির চিকিৎসার সঙ্গে শারীরিক ব্যাধির চিকিৎসার কথাও বলে দেয়া হয়েছে। কারণ তাঁকে যদি শারীরিক ব্যাধির চিকিৎসা শেখান না হতো তবে ইসলামের শত্রুরা তাঁর জীবদ্দশায় ও তিরোধানের পরে ওলামায়ে উম্মতের সামনে বিরুদ্ধ প্রশ্ন উত্থাপন করতো যে, তাঁকে আল্লাহ্ তাআলা কিরূপে রাহমাতাল্লিল আলামীন বানিয়েছেন ? কেননা মানুষের শরীরও দুনিয়ার অধীন। বস্তুত তাঁর মানুষের শরীর সংশোধনের কোনো জ্ঞানই নেই। তাহলে তিনি শরীরের জন্য কোনো প্রকার রহমত হতে পারে না। এই কূট প্রশ্নের উত্তর দেয়া প্রত্যেকের জন্য দুসাধ্য হতো। এ কারণে আল্লাহ্ তাআলা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে শরীর ও আত্মা উভয়ের চিকিৎসা শিখিয়েছিলেন। কিন্তু অবশ্যই বুঝা দরকার যে, হাকিমগণ শুধু ঔষধ দ্বারা শারীরিক চিকিৎসা করেন এবং হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঔষধ ও দোয়া উভয় দ্বারা নিজের উম্মতকে চিকিৎসা করেন। এ ক্ষেত্রে প্রমাণ করে যে, বহু ব্যাধি এমন আছে যা ঔষধে সারে না। যেমন যাদুর আছর, নজর লাগা। এ ব্যাধিগুলো আল্লাহ্ পাকের নাম এবং দোয়াসমূহের দ্বারাই আরোগ্য হয়। বরং বহু চিকিৎসাকর্ম মানুষকে সতর্কতা স্বরূপ শিখান হয়েছে যাতে ঐগুলো ব্যবহার করলে তার বরকতে কোনো বালা না আসে। তার বিস্তারিত বর্ণনা এ পুস্তকে ইনশাআল্লাহ্ করা হবে। ব্যাধি প্রকাশ পাবার পূর্বে তার চিকিৎসা জ্ঞান শুধু আম্বিয়া কেরামগণকেই দেয়া হয়েছে। এটাই রাহমাতাল্লিল আলামীনের অর্থ। কিন্তু একথা স্মরণযোগ্য যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়সাল্লামের চিকিৎসা জ্ঞান ওহির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট এবং দুনিয়ার সাধারণ চিকিৎসা পদ্ধতি শুধুমাত্র গবেষণালব্ধ। কেউ কেউ গবেষণালব্ধ জ্ঞানকে নির্ভুলের কাছাকাছি বলে মত ব্যক্ত করেছেন। কিন্তু গবেষণা কখনো ওহীর মর্যাদায় পৌঁছতে পারে না। এজন্য যে তিব্বে

www.pathagar.com

নববী দ্বারা নিজের শরীরের চিকিৎসা করতে চায় তাকে প্রথমে নিজের অন্তরে তিব্বে নববী সম্পর্কে বিশ্বাসকে দৃঢ় করতে হবে। কারণ তা ছাড়া তিব্বে নববী দ্বারা উপকার হবে না। বিশ্বাস যে পরিমাণ শক্ত ও দৃঢ় হবে, সে পরিমাণই উপকার হবে । যদি কেউ তাতে জ্ঞানের দখল দেয় তবে সে উপকার হতে বঞ্চিত থাকবে। কারণ আম্বিয়া আলাইহিমুস সালাম রূহানী চিকিৎসক। তাঁদের রূহানী চিকিৎসায় যেমন জ্ঞান প্রবেশ করতে পারে না। ঐরূপ শারীরিক চিকিৎসাও জ্ঞানের সামঞ্জস্বী হতে পারে না। এ কারণে মুসলমানদের উচিত এই যে, রোগ ব্যাধির চিকিৎসা ঔষধ দ্বারা ও দোয়ার দ্বারা করা, যাতে মানুষ শুধু ঔষধের উপর নির্ভরশীল না হয়ে পড়ে। ঔষধ ও চিকিৎসা প্রচেষ্টার প্রয়োজন। কিন্তু নিরাময় আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে মনে করতে হবে। ঔষধকে মাধ্যম ও চেষ্টা ছাড়া স্বয়ম্ভর মনে না করা প্রয়োজন। যে ব্যক্তি শুধু ঔষধকে নিরাময় সর্বস্ব মনে করবে সে মুশরিক, এ সন্দেহের কারণে কোনো কোনো ওলামায়ে কেরাম ঔষধ ব্যবহারকে মাকরূহ বলেছেন। যাতে ঔষধ সেবন করতে করতে তার উপর নির্ভরশীল না হয়ে যায় এবং মৃত্যুর সময় ফেরেশতা বলে যে ذَالِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيْدُ এটা সেই মৃত্যু যা হতে তুমি পালাতে। অর্থাৎ অসুখ হলেই ঔষধের দিকে দৌড়াতে, এর মালিক আল্লাহ তাআলার উপর নির্ভর করতে না। কিন্তু সঠিক কথা এই যে, ঔষধ সেবন করাও সুন্নাত ও প্রয়োজন। কারণ উসামা বিন শারীফ (রা) বলেন, "একদা আমি হুযুর আকরাম (স)-এর পবিত্র দরবারে উপস্থিত হয়ে জানতে চাইলাম যে, ইয়া রসূলুল্লাহ (স) রোগের কারণে ঔষধ ব্যবহার করলে গুনাহ হবে কি না, হুযুর (স) বললেন, ঔষধ সেবন কর। হে আল্লাহর বান্দাহগণ! ঔষধ সেবন কর এজন্য যে, আল্লাহ তাআলা যত ব্যাধি সৃষ্টি করেছেন তার সাথে এর ঔষধও সৃষ্টি করেছেন। কিন্তু মৃত্যুর অসুখ এর ব্যতিক্রম।" এ হাদীস হতে জানা গেলো যে, ঔষধ সেবন করাও সুন্নাত। এ সমস্ত বর্ণনা দ্বারা একথা পরিস্ফুট হয় যে, শারীরিক চিকিৎসা চার পদ্ধতিতে করা হয়-

(১) ঔষধ দ্বারা (২) দোয়া দ্বারা (৩) কোনো নির্দিষ্ট কর্ম দ্বারা (৪) কোনো নির্দিষ্ট কর্ম বর্জন দ্বারা।

দোয়ার দ্বারা চিকিৎসা করা আম্বিয়া আলাইহিমুস সালামগণের জন্য নির্দিষ্ট, যাতে অন্য কেউ শরীক নেই। এজন্য এ কিতাবে চারটি চিকিৎসা পদ্ধতিকে বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা হবে এবং প্রত্যেক চিকিৎসার জন্য হাদীসে রসূল (স) এবং সেই সাথে প্রামাণ্য কিতাবের বর্ণনাও করা হবে। সাথে সাথে ওলামায়ে কেরামগণের বক্তব্য উদ্ধৃত করা হবে। কারণ

www.pathagar.com

ওলামাগণ হুযুর (স)-এর প্রতিনিধি এবং হাদীসে রাসূলের ব্যাখ্যাতা। যে হাদীস ও মতামতকে বর্ণনা করা হবে তার প্রথমে (এলাজ) শব্দটি লেখা হবে এজন্য যে, তিব্বে নববীর জন্যও এ শব্দই অধিক সামঞ্জস্যশীল। এ সংক্ষিপ্ত পুস্তকে অধ্যায় ও পরিচ্ছদ নির্ধারণ করা হয়নি। কারণ, তা বড় পুস্তকের জন্য প্রয়োজন হয়। শরীরের সুস্থতার জন্য প্রথম প্রয়োজনীয় চিকিৎসা হলো বিবাহ করা। এজন্য ঐ চিকিৎসা দ্বারা লেখা আরম্ভ করা হয়েছে।

"কিয়ামতের দিন মু'মিনের ওজনের দাঁড়িপাল্লায় সবচেয়ে অধিক ভারী জিনিস সচ্চরিত্র। তার চেয়ে বেশী ভারি আমল আর কিছু হবে না।"–আবু দাউদ, তিরমিযী

www.pathagar.com

বিষয় সূচী

১. শারীরিক স্বাস্থ্য ও সুস্থতা ১৯
২. রোযা রাখার সুন্নাত পদ্ধতি ২০
৩. প্রতি মাসে তিনটি রোযা রাখা ২০
৪. সারা বছর রোযার সুন্নাত পদ্ধতি ২০
৫. নতুন বধূ বাড়ি আনবার সময় করণীয় ২০
৬. সঙ্গমকালে শয়তানের প্রভাব হতে পরিত্রাণের উপায় ২১
৭. সঙ্গমের সঠিক সময় ২১
৮. সঙ্গমের নিয়ম ২১
৯. সঙ্গমের সময় কথা বলা ২২
১০. গোসল বিহীন অবস্থায় সঙ্গমে ক্ষতি ২২
১১. দাঁড়িয়ে সঙ্গমের কুফল ২২
১২. মাসের অর্ধেক তারিখে সঙ্গমের কুফল ২৩
১৩. সঙ্গমের পরে পেশাব করার উপকারিতা ২৩
১৪. সঙ্গমের পর গুপ্তাঙ্গ ধৌত করার উপকারিতা ২৩
১৫. সঙ্গম কালে স্ত্রীর লজ্জাস্থান দেখার পরিণতি ২৩
১৬. প্রসব কষ্ট দূর করণার্থে ব্যবস্থা ২৩
১৭. সদ্যপ্রসূত শিশুর কানে আযান ও তাকবীর বলার উপকারিতা ২৪
১৮. সদ্যপ্রসূত শিশুকে চর্বিত খেজুর খাওয়ানোর সুফল ২৪
১৯. জন্মের সপ্তম দিনে সন্তানের নাম রাখা ২৪
২০. বদ নজরের প্রভাব থেকে মুক্তির দোয়া ২৪
২১. সন্তানের চরিত্রে মায়ের দুধের প্রভাব ২৫
২২. আহারকালে শয়তানের অনিষ্টতা হতে বাঁচার উপায় ২৫
২৩. লবণ খাবার উপকারিতা ২৫
২৪. রোগীর সাথে আহারে করণীয় ২৫
২৫. আহারকালীন পঠিতব্য কয়েকটি দোয়া ২৫
২৬. যখন দুধ খাবে তখন পড়তে হবে ২৬
২৭. আহারে বরকত প্রাপ্তির উপায় ২৬
২৮. বদ হজম হতে বাঁচার পরীক্ষিত উপায় ২৬

www.pathagar.com

২৯. দরিদ্রতা ও অনাহার হতে পরিত্রাণের উপায় ২৬
৩০. আহারে ফেরেশতাদের দোয়া পাবার উপায় ২৬
৩১. রুযির সচ্ছলতা লাভের উপায় ২৭
৩২. আহারে বরকত প্রাপ্তির উপায় ২৭
৩৩. খাদ্য পরিপাক হবার উপায় ২৮
৩৪. মনের শক্তি বৃদ্ধির উপায় ২৮
৩৫. মাছিবাহিত রোগ জীবাণুর প্রতিষেধক ২৮
৩৬. পানাহারে বিষক্রিয়া হতে মুক্তির উপায় ২৯
৩৭. খাদ্য পরিপাকের ঔষধ ৩০
৩৮. দাঁত সুস্থ রাখার পরামর্শ ৩০
৩৯. পানাহার বরকতহীন হবার কারণ ৩০
৪০. অনাহারের উপকারিতা ৩১
৪১. মাত্রাতিরিক্ত আহারের অপকারিতা ৩১
৪২. মাটি খাবার অপকারিতা ৩১
৪৩. গোশত খাবার উপকারিতা ৩২
৪৪. শারীরিক দুর্বলতার চিকিৎসা ৩২
৪৫. বেদানা ফলের উপকারিতা ৩২
৪৬. খেজুরের উপকার ৩২
৪৭. যায়তুন ও তার তেলের উপকার ৩৩
৪৮. যৌবন দীর্ঘস্থায়ী করার উপায় ৩৩
৪৯. যাদু ও বিষের চিকিৎসা ৩৩
৫০. মস্তিষ্ক শক্তিশালী করার উপায় ৩৪
৫১. মন মস্তিষ্কের দুর্বলতার চিকিৎসা ৩৪
৫২. পাকস্থলির গ্যাস নিঃসরণের উপায় ৩৪
৫৩. মস্তিষ্কের শুষ্কতা ও চুলকানীর চিকিৎসা ৩৫
৫৪. রতিশক্তি বৃদ্ধির উপায় ৩৫
৫৫. রক্ত পরিষ্কারের উপায় ৩৫
৫৬. পেটে রস সঞ্চার ও বিবিধ রোগের চিকিৎসা ৩৬
৫৭. রক্ত পরিষ্কার করার উপায় ৩৬
৫৮. রতিশক্তি অটুট রাখার উপায় ৩৬
৫৯. খুমবি দ্বারা চক্ষু চিকিৎসা ৩৭

www.pathagar.com

৬০. খুমবির অন্যান্য গুণাগুণ ৩৭
৬১. চক্ষু বেদনার ঔষধ ৩৮
৬২. চোখের কোঠায় গরম ও দৃষ্টিশক্তি বৃদ্ধির উপায় ৩৮
৬৩. শক্তিহীনতা ও রতিশক্তি সঞ্চারের উপায় ৩৮
৬৪. চক্ষু বেদনার চিকিৎসা ৩৯
৬৫. দৃষ্টিশক্তি প্রখর করার উপায় ৩৯
৬৬. শারীরিক সাধারণ স্বাস্থ্য ও রতিশক্তি বৃদ্ধির উপায় ৩৯
৬৭. সবজী-তরকারী দ্বারা রোগ চিকিৎসা ৩৯
৬৮. দুধ হতে শারীরিক শক্তি পাওয়া যায় ৪০
৬৯. মধুর গুণ ও যাবতীয় রোগের প্রতিষেধক ৪০
৭০. পেট বেদনা ও হজমের ঔষধ ৪১
৭১. তেলের গুণাগুণ ৪১
৭২. পানি দ্বারা জ্বর চিকিৎসা ৪২
৭৩. ভেদ বন্ধে মধুর ভূমিকা ৪২
৭৪. আখরোট ও পনিরের গুণাগুণ ৪৪
৭৫. আদা শুঁঠের গুণাগুণ ও রোগ চিকিৎসা ৪৪
৭৬. স্বাস্থ্য দীর্ঘস্থায়ী রাখার উপায় ৪৪
৭৭. পাণ্ডু রোগের চিকিৎসা ৪৪
৭৮. যখমের রক্ত বন্ধ করা ৪৫
৭৯. মাথা ব্যথা ও রক্তদুষ্টির চিকিৎসা ৪৫
৮০. বৃহদান্ত্র বেদনার চিকিৎসা ৪৭
৮১. কোষ্ঠবদ্ধতা চিকিৎসা ও ছামার গুণাগুণ ৪৮
৮২. সাধারণ ব্যাধিতে কালোজিরা দ্বারা চিকিৎসা ৪৮
৮৩. কালোজিরার গুণাগুণ ৪৯
৮৪. ছোট ব্যাধি বড় ব্যাধির পরিপূরক ৫০
৮৫. শারীরিক ব্যাধি নিবারণে রসুনের কার্যকারিতা ৫০
৮৬. সূর্য তাপে গরম পানি ব্যবহার কুষ্ঠ রোগের জন্ম দেয় ৫১
৮৭. চুলকানীর চিকিৎসা ৫১
৮৮. পাজর বেদনার ঔষধ ৫২
৮৯. মাথা বেদনার ঔষধ ও মেহেদীর গুণাগুণ ৫৩
৯০. শিশুদের কণ্ঠনালীর ব্যাধি ৫৪

www.pathagar.com

৯১. কুছতি বাহারীর গুণাগুণ ৫৫
৯২. হৃৎপিণ্ডের বেদনার ঔষধ ৫৫
৯৩. চিকিৎসা বর্জন সুন্নাত ৫৬
৯৪. হদর বা বোধশূন্যতার চিকিৎসা ৫৭
৯৫. ছিবরাহ্ বা ফোঁড়ার ঔষধ ৫৭
৯৬. রোগীকে পরিচর্যা ও কথা দ্বারা সন্তুষ্ট করা ৫৭
৯৭. ক্রোধ দূর করার উপায় ৫৮
৯৮. দুঃখ ও চিন্তার চিকিৎসা ৬০
৯৯. বিষের ক্ষতি ও তার চিকিৎসা ৬১
১০০. বমির সাহায্যে ব্যাধির চিকিৎসা ৬২
১০১. মূলার দুর্গন্ধ নিবারণের উপায় ৬২
১০২. হরতকী ও তার গুণাগুণ ৬৩
১০৩. খুরাছানি জুয়াইন ও নারগিসের গুণাগুণ ৬৩
১০৪. যাইফলের গুণাগুণ ও উপকারিতা ৬৪
১০৫. লাউবিয়ার (মটরশুটির) গুণাগুণ ও উপকারিতা ৬৪
১০৬. তরমুজের গুণাগুণ ও উপকারিতা ৬৫
১০৭. স্মরণচ্যুতি ও ভ্রম সৃষ্টিকারী দ্রব্যসমূহ ৬৫
১০৮. মিশকের গুণাগুণ ও উপকারিতা ৬৫
১০৯. সুরমা লাগাবার সঠিক পন্থা ৬৭
১১০. সুগন্ধির গুণাগুণ ও উপকারিতা ৬৭
১১১. রাতে কাপড় দ্বারা ঝাড় দিবার কুফল ৬৮
১১২. বিপরীতধর্মী খাদ্য একত্রে আহারের কুফল ৬৮
১১৩. আহারের পর ব্যায়ামের অপকারিতা ৬৯
১১৪. মিছওয়াকের গুণাগুণ ও উপকারিতা ৭০
১১৫. নিদ্রার উপকার ও অপকার ৭০
১১৬. জমজমের পানির গুণাগুণ ও উপকারিতা ৭১
১১৭. পানি পানের সঠিক পন্থা ৭২
১১৮. সবচেয়ে উৎকৃষ্ট পানি কোন্‌টা ৭৩
১১৯. ঔষধ দুই প্রকার ৭৩
১২০. সাধারণ তাবিজ তাগার হুকুম ৭৪
১২১. যাদু বানের হুকুম ৭৫

www.pathagar.com

১২২. খোদায়ী ঔষধ দ্বারা চিকিৎসা করার পদ্ধতি ---------- ৭৫
১২৩. আল্লাহ্ তাআলার নাম দ্বারা চিকিৎসা ---------- ৭৬
১২৪. দোয়া দ্বারা জ্বর চিকিৎসা ---------- ৭৬
১২৫. চোখের বেদনার দোয়া ---------- ৭৬
১২৬. সাধারণ ব্যাধির জন্য দোয়া ---------- ৭৬
১২৭. সর্প দংশনের চিকিৎসা ---------- ৭৭
১২৮. কুরআন পাক দ্বারা শারীরিক ও রূহানী ব্যাধির চিকিৎসা ---------- ৭৮
১২৯. সূরা আল ফাতিহার গুণাগুণ ---------- ৭৯
১৩০. পাগলামী দূর করার দোয়া ---------- ৭৯
১৩১. প্রত্যেক প্রকার বেদনার জন্য দোয়া ---------- ৭৯
১৩২. যাদু, বিষ, ব্যাধির জন্য দোয়া ---------- ৮০
১৩৩. বিচ্ছু দংশনের দোয়া ---------- ৮০
১৩৪. যখম ও ফোঁড়া রোগের দোয়া ---------- ৮১
১৩৫. প্লেগ ও মহামারীর চিকিৎসা ---------- ৮১
১৩৬. মহামারীর ঔষধি চিকিৎসা ---------- ৮৫
১৩৭. যাদুর চিকিৎসা ---------- ৮৬
১৩৮. নামলা অর্থাৎ ফোঁড়ার চিকিৎসা ---------- ৮৭
১৩৯. ক্ষতিপূরণের তদবীর ---------- ৮৮
১৪০. নজর লাগার চিকিৎসা ---------- ৮৮
১৪১. বদ নজর লাগার চিকিৎসা ---------- ৯১
১৪২. কুদৃষ্টির ক্ষতের চিকিৎসা ---------- ৯৩
১৪৩. সকল প্রকার বালা মুছিবত হতে পরিত্রাণের দোয়া ---------- ৯৪
১৪৪. চিন্তাভাবনা দূর করার অন্য দোয়া ---------- ৯৫
১৪৫. শিশুদের নিরাপত্তার তদবীর ---------- ৯৫
১৪৬. জিনের আছর দূর করার তদবীর ---------- ৯৬
১৪৭. শরীরকে নিরাপদে রাখার দোয়া ---------- ৯৭
১৪৮. ঋণ পরিশোধের দোয়া ---------- ৯৭
১৪৯. দুঃখ ও চিন্তা দূর করার দোয়া ---------- ৯৮
১৫০. শয়তান হতে নিরাপদে থাকার দোয়া ---------- ৯৮
১৫১. শারীরিক কল্যাণের দোয়া ---------- ৯৮
১৫২. সর্বপ্রকার বিপদ-আপদ হতে নিরাপদে থাকার দোয়া ---------- ৯৯

www.pathagar.com

১৫৩. দুঃখ-চিন্তা দূর করার দোয়া ১০০
১৫৪. সর্বপ্রকার অনিষ্ট ও বিপদ হতে নিরাপদে থাকার দোয়া ১০১
১৫৫. দোয়ায়ে যুন্‌নুন্‌ পড়ার নিয়ম ১০১
১৫৬. স্বীয় পরিবার ও প্রতিবেশীর হিফাজতের জন্য দোয়া ১০২
১৫৭. ভুল না হওয়ার দোয়া ১০২
১৫৮. অবাধ্য পশু বাধ্য করার দোয়া ১০৩
১৫৯. প্রত্যেক ব্যাধী হতে মুক্তি ১০৩
১৬০. পানি ডুবি হতে হিফাজত ১০৩
১৬১. যাদু দূর করার দোয়া ১০৪
১৬২. অস্থিরতা ও কষ্ট দূর হওয়ার দোয়া ১০৪
১৬৩. চুরি হতে নিরাপদে থাকার দোয়া ১০৫
১৬৪. রোগ মুক্তির দোয়া ১০৫
১৬৫. অন্তরের কাঠিন্য দূর করার দোয়া ১০৫
১৬৬. চিন্তা ও ক্ষুধা দূর করার উপায় ১০৬
১৬৭. সহজে প্রসবের দোয়া ১০৬
১৬৮. কু-কল্পনা হতে বাঁচার দোয়া ১০৭
১৬৯. নিরুদ্দিষ্ট বস্তু ফিরে পাওয়ার উপায় ১০৭
১৭০. বাজারের অপকারিতা হতে পরিত্রাণের উপায় ১০৭
১৭১. রোগমুক্ত থাকবার দোয়া ১০৮
১৭২. অশ্লীল কথা বলা হতে মুক্ত থাকার দোয়া ১০৮
১৭৩. কুমন্ত্রণা দূর করার দোয়া ১০৯
১৭৪. নিয়ামত বৃদ্ধির দোয়া ১০৯
১৭৫. সম্পদ বৃদ্ধির দোয়া ১০৯
১৭৬. দরূদ শরীফ পড়ার গুণাগুণ ও উপকারিতা ১০৯

www.pathagar.com

শারীরিক স্বাস্থ্য ও সুস্থতা

চিকিৎসা ঃ সহীহ্ বুখারী শরীফে হযরত উবাদাহ্ (রা) হতে বর্ণিত আছে ঃ

اَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِيْ فَلَيْسَ مِنِّيْ -

"হুজুর (স) বলেছেন, আমি মেয়ে মানুষকে বিয়ে করি, যে ব্যক্তি আমার রীতি অমান্য করে সে আমাদের সমাজভুক্ত নয়।"

এ ছাড়া সুনানে আবী দাউদে, নাসাঈ এবং হাকিমে মা'কাল ইবনে ইয়াছার (রা) হতে বর্ণনা করা হয়েছে ঃ

تَزَوَّجُ الْوَلُوْدَ الْوَلُوْدَ فَانِّيْ مُكَاثِرٌ بِكُمُ الْاُمَمَ -

"হুজুর (স) আদেশ করেছেন যে, এরূপ মেয়েদেরকে বিয়ে করো যারা স্বীয় স্বামীপ্রেমিকা ও অধিক সন্তান প্রসবিণী। কারণ আমি তোমাদের সংখ্যাধিক্যের কারণে অন্য উম্মতের উপর গর্ব করবো।"

সহীহ্ আল বুখারী ও মুসলিম শরীফে হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ (রা) হতে বর্ণনা করা হয়েছে ঃ

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَانَّهُ اَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَاَحْصَنُ لِلْفَرَجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ -

"হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আদেশ করেছেন, হে যুব সমাজ! তোমাদের যাদের বিয়ে করার সামর্থ আছে তাদের এজন্য বিয়ে করা উচিত ; কেননা বিবাহ্ চক্ষুকে আচ্ছাদন এবং লজ্জাস্থানকে হেফাজত করে। যার বিয়ে করার সামর্থ নেই তার এ কারণে রোযা রাখা উচিত যে, রোযা তাকে আত্মসংযমি করে দেয়।"

জ্ঞাতব্য ঃ হাদীস শরীফে দুটো প্রতিরোধক ঔষধের কথা বলা হয়েছে —প্রথম বিয়ে করা, দ্বিতীয় রোযা রাখা। কারণ বিয়ে করলে মানব শরীর রক্তদুষ্ট এবং ফোড়া পাঁচড়ার ব্যাধির আক্রমণ হতে মুক্ত থাকে। সেই সাথে অত্যধিক স্ত্রী সহবাস হতেও বিরত থাকা জরুরী। কারণ এতে মানব শরীর দুর্বল হয়ে নানা প্রকার ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়। যদি দারিদ্রতার কারণে বিয়ে করার সামর্থ না থাকে তবে রোযা রাখা উচিত। কারণ রোযা

www.pathagar.com

রাখলে শরীরে রস বৃদ্ধি হয় না এবং তা শ্লেষ্মার রোগ হতে মুক্ত থাকে। কিন্তু রোযা সুন্নাত পদ্ধতিতে রাখতে হবে। অন্যথায় রোযার আধিক্যতায় শরীরের আসল রস শুকিয়ে গিয়ে শেষ পর্যন্ত খিটখিটে মেজাজ হয়ে যায়।

রোযা রাখার সুন্নাত পদ্ধতি ঃ সপ্তাহে দুটো রোযা রাখা। একটি রবিবারে দ্বিতীয়টি বৃহস্পতিবারে। এ নির্দেশ মুসলিম, আবু দাউদ ও তিরমিযী শরীফের বহুসংখ্যক হাদীসে বর্ণিত আছে।

প্রতি মাসে তিনটি রোযা রাখা ঃ এরূপ রোযা রসূল (স) কয়েক পন্থায় রেখেছেন। কোনো সময় মাসের তারিখ গণনায় তের, চৌদ্দ, পনর তারিখ রোযা রেখেছেন। কোনো সময় উভয় পদ্ধতির সমন্বয়ে একবার রবিবার সোমবার রোযা রেখেছেন। পরবর্তী মাসে মঙ্গল, বুধ ও বৃহস্পতিবার রোযা রেখেছেন। এরূপে জামে তিরমিযীতে হযরত আয়েশা (রা)-এর হাদীস উদ্ধৃত হয়েছে যে, রাসূল (স) কোনো সময় দিন ও তারিখ নির্দিষ্ট করতেন না বরং যে তারিখে ইচ্ছা এ তিন দিন রোযা রাখতেন। এ হাদীস মুসলিম, আবু দাউদ, ও তিরমিযীতে উল্লেখ আছে।

সারা বছর রোযার সুন্নাত পদ্ধতি ঃ রমযান মাসে পূর্ণ মাস রোযা রাখা। ঈদুল ফিতরের পরে ছয় রোযা, মুহাররম মাসের দুই এবং জিলহজ্জ মাসের প্রথম দশকের নয় রোযা রাখা। যে ব্যক্তি এ সুন্নাত পদ্ধতিতে রোযা রাখবে তার শারীরিক রস বৃদ্ধিও পাবে না আবার একদম শুকিয়েও যাবে না।

গায়াতুল আহকাম কিতাবে রয়েছে যে, অসামর্থতার কারণে যে ব্যক্তি বিয়ে করতে পারে না (কোনো কারণে রোযাও রাখতে পারে না) এমতাবস্থায় কামস্পৃহা কমাবার জন্য ঔষধ সেবন করাও জায়েয আছে।

নতুন বধূ বাড়ি আনবার সময় করণীয়

চিকিৎসা ঃ তুমি বধূর হাত ধরে পড়বে–

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ مِنْ خَيْرِهَا وَخَيْرِمَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّ مَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ-

"হে আল্লাহ, আমি তার সদাচরণ এবং ত্রুটির উৎকৃষ্টতার প্রার্থনা করি এবং তার অপকারিতা ও ত্রুটির অপকারিতা হতে বাঁচার জন্য তোমার কাছে আশ্রয় চাই।"

www.pathagar.com

জ্ঞাতব্য ঃ এ বর্ণনা আবু দাউদ ও অন্য কিতাবসমূহেও আমর বিন ছাইফ হতে উদ্ধৃত হয়েছে । এ দোয়ার বরকত এই যে, আল্লাহ্ তাআলা ঐ স্ত্রীলোকের অনিষ্টতা দূর করে দিবেন এবং পরে ঐ স্ত্রী লোকের উৎকৃষ্টতা বৃদ্ধি করবেন। যদি কোনো ব্যক্তি ক্রীতদাসী অথবা কোনো জন্তু ক্রয় করে তবে তার কপাল ধরে এ দোয়া পড়বে।

শারয়াতুল ইসলাম কিতাবে হাদীসের বর্ণনা উদ্ধৃত করা হয়েছে যে, নতুন বধূ যখন বাড়িতে নিবে তখন তার দুই পা পানি দিয়ে ধুয়ে ঐ পানি ঘরের কোণাসমূহে ছিটিয়ে দিবে, এতে আল্লাহ্ তাআলা ঘরে কল্যাণ ও বরকত দান করবেন।

সঙ্গম কালে শয়তানের প্রভাব হতে পরিত্রাণের উপায়

চিকিৎসা ঃ যখন সঙ্গমেচ্ছা হবে তখন প্রথম এই দোয়াটি পড়বে-

بِسْمِ اللّٰهِ اَللّٰهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا ـ

"আল্লাহ্ তাআলার নামে আরম্ভ করছি। হে আল্লাহ্! আমাদেরকে শয়তান হতে দূরে রাখ এবং তুমি যে নিয়ামত আমাদেরকে দান করেছো এ হতে শয়তানকে দূরে রাখ।"

এ বর্ণনা হাদীসের বহু কিতাবে বর্ণিত আছে, ইচ্ছা করলে তা দেখা যেতে পারে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ এ দোয়ার বরকতে সন্তান নেককার হয় এবং শয়তানও দূরে থাকে।

সঙ্গমের সঠিক সময়

চিকিৎসা ঃ ফকীহ আবু সাঈদ স্বীয় কিতাব বুস্তানে লিখেছেন যে, সঙ্গমের উৎকৃষ্ট সময় শেষ রাতে। কারণ প্রথম রাতে পেট খাদ্যে ভরা থাকে।

সঙ্গমের সময় মুখ কিবলার দিকে যেনো না হয় সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে।

সঙ্গমের নিয়ম

স্ত্রী পুরুষের উচিত সঙ্গমের সময় উলঙ্গ না হওয়া। বরং চাদর বা ঐ জাতীয় কিছু আচ্ছাদন রাখবে, কারণ রাসূল (স) বলেছেন যে, বন্যজন্তুর

www.pathagar.com

মতো উলঙ্গ হবে না। ফকীহ্ আবু সাঈদ বুস্তান কিতাবে লিখেছেন, উলঙ্গবস্থায় স্ত্রীসঙ্গম করলে সন্তান নির্লজ্জস্বভাব নিয়ে জন্মগ্রহণ করে।

হযরত আলী (রা) বলেন যে, এক ব্যক্তি রসূল (স)-এর নিকট এসে অভিযোগ করেন যে, আমার ঘরে সন্তান জন্ম নেয় না। হুযুর (স) তাকে ডিম খেতে চিকিৎসামূলক পরামর্শ দিলেন।

হযরত আবু হুরায়রা (রা) কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে যে, নবী করীম (স) হযরত জিবরাঈল (আ)-এর নিকট স্বীয় যৌন শক্তির অভিযোগ করলে তিনি তাকে বললেন, আপনি হারলিছ[১] খাবেন। কারণ এতে চল্লিশ জন পুরুষের শক্তি আছে।

হযরত আনাস ইবনে মালিক (রা) বলেন, রসূল (স)-এর নির্দেশ যে, তোমরা মেহেদির খিজাব লাগাও কারণ মেহেদি যৌন শক্তি জন্মায়। হযরত হুজাইন বিন হাকিম বলেন যে, রসূল (স)-এর নির্দেশ যে, নাভীর নীচের লোম তাড়াতাড়ি দূর করলে যৌন শক্তি বৃদ্ধি হয়। এ চারটি হাদীস গায়াতুল আহকামে উদ্ধৃত হয়েছে।

সঙ্গমের সময় কথা বলা

ফকীহ্ আবু সাঈদ (র) বুস্তান কিতাবে লিখেছেন যে, স্ত্রী সঙ্গমের সময় বেশী কথা না বলা উচিত। কারণ এতে সন্তান বোবা হয়ে জন্মাবার আশংকা আছে।

গোসল বিহীন অবস্থায় সঙ্গমে ক্ষতি

চিকিৎসা ঃ কোনো ব্যক্তির যদি স্বপ্নদোষ হয় অতপর বিনা গোসলে স্ত্রী সঙ্গমে মিলিত হয়, তবে পাগল ও কৃপণ সন্তান জন্মাবার সম্ভাবনা আছে। এরূপ কর্ম হতে বিরত থাকা কর্তব্য। এ চিকিৎসা পরামর্শ এহইয়াউল উলুমের লেখক বুস্তানে লিখেছেন।

দাঁড়িয়ে সঙ্গমের কুফল

চিকিৎসা ঃ কাফীহ কিতাবের লেখক উক্ত কিতাবে লিখেছেন যে, দাঁড়িয়ে সঙ্গম করলে শরীর দুর্বল ও শক্তিহীন হয়ে যায়। আহারের পর ভরা পেটে সঙ্গম করলে দুর্বল মেধার সন্তান জন্ম হয়।

---

১. গমের আটা, গোশতের ঝোল ও দুধ একত্রে পাক করে তৈরী এক প্রকার খাদ্য।—অনুবাদক

www.pathagar.com

মাসের অর্ধেক তারিখে সঙ্গমের কুফল

চিকিৎসা ঃ কিতাবুত তিব্বে আবু নাঈম সাহেব লিখেছেন যে, রসূল (স) হযরত আলী (রা)-কে বলেছেন যে, হে আলী মাসের অর্ধেক তারিখে স্ত্রী সঙ্গম করো না, কারণ ঐ তারিখে শয়তান আগমন করে।

সঙ্গমের পরে পেশাব করার উপকারিতা

চিকিৎসা ঃ শরীআতুল ইসলাম কিতাবে লিখিত হয়েছে যে, স্ত্রী সঙ্গমের পরে পেশাব করা দরকার অন্যথায় কোনো চিকিৎসা বহির্ভূত ব্যাধিতে আক্রান্ত হবার আশংকা আছে।

সঙ্গমের পর গুপ্তাঙ্গ ধৌত করার উপকারিতা

চিকিৎসা ঃ ফকীহ্ আবু লাইছ লিখেছেন যে, স্ত্রী সঙ্গমের পরে গুপ্তাঙ্গ ধৌত করা প্রয়োজন এতে শরীর সুস্থ থাকে। কিন্তু সঙ্গমের পরক্ষণই ঠান্ডা পানি দ্বারা ধৌত করবে না। এরূপ করলে জ্বরাক্রান্ত হবার সম্ভাবনা আছে।

সঙ্গম কালে স্ত্রীর লজ্জাস্থান দেখার পরিণতি

চিকিৎসা ঃ শরীআতুল ইসলাম কিতাবে লেখক উল্লেখ করেছেন যে, সঙ্গম কালে স্ত্রীর লজ্জাস্থান না দেখা উচিত। এরূপ কর্মে অন্ধ সন্তান জন্মাবার আশংকা আছে।

প্রসব কষ্ট দূর করণার্থের ব্যবস্থা

চিকিৎসা ঃ ফাতাওয়া হুজ্জাত নামক কিতাবে আছে, কোনো প্রসূতির প্রসবকালে যদি কোনো কষ্ট হয় তবে নিম্নলিখিত দোয়াটি কাগজে লিখে সাদা কাপড়ে জড়িয়ে তার বাম উরুতে বেঁধে দিলে সহজে প্রসব হবে। দোয়াটি নিম্নরূপ ঃ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ - وَاَلْقَتْ مَا فِيْهَا وَتَخَلَّتْ وَاَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ اَهْيًا اَشْرَهِيًا -

"রহমান রহীম আল্লাহ তাআলার নামে আরম্ভ। যখন যমীন বের করে ফেলে দিবে তার মধ্যে যা আছে এবং খালি হয়ে যাবে আর প্রতিপালকের হুকুম শুনবে। সে তার উপযোগী।"

www.pathagar.com

সদ্য প্রসূত শিশুর কানে আযান ও তাকবীর বলার উপকারিতা

চিকিৎসা ঃ সন্তান ভূমিষ্ঠ হবার পরপরই তার ডান কানে আযান এবং বাম কানে ইকামাতের শব্দ বলা উচিত। তার বরকতে সন্তান উম্মুস সিবইয়ান রোগ হতে নিরাপদ ও মুক্ত থাকবে। এহইয়াউল উলূমুদ্দীন কিতাবে এ চিকিৎসার কথা লেখা হয়েছে। হিসনে হাসীন কিতাবের হাশিয়াতে একথাটা একটি মারফূ হাদীস দ্বারা স্বীকৃত হয়েছে।

সদ্যপ্রসূত শিশুকে চর্বিত খেজুর খাওয়ানোর সুফল

চিকিৎসা ঃ জন্মের পর শিশুর মুখে চিবানো খেজুর দিয়ে তার জন্য দোয়া করা উচিত। এ বিষয়ে উলামাগণের মতামত এই যে, এ চিকিৎসা পরামর্শ কার্যকারিতায় সন্তান সৎ চরিত্রবান এবং ধৈর্যশীল ও সহনশীল হয়।

জন্মের সপ্তম দিনে সন্তানের নাম রাখা

চিকিৎসা ঃ হাদীস শরীফে এসেছে যে, সন্তান জন্মের পর সাতদিন বয়স হলে তার নাম রাখা প্রয়োজন। নাম অর্থবহ ও উত্তম হওয়া বাঞ্ছনীয়। কারণ, রসূল (স) বলেছেন, সন্তানের উৎকৃষ্ট নাম রাখ। খারাপ নাম সন্তানের জন্য দুরবস্থা। ভালো নামের উদাহরণ যেমন–আবদুল্লাহ, আবদুর রহমান। সন্তানের মাথার চুল কেটে তার ওজন পরিমাণ রূপা দান করা বাঞ্ছনীয়। আরো একটি বা দুটি ছাগল যবাই করে দান করবে। এর ফলে সন্তান নিরাপদে থাকবে।

বদ নজরের প্রভাব থেকে মুক্তির দোয়া

যদি সন্তানের বদ নজর লাগে তবে নিম্নলিখিত দোয়াটি লিখে তার গলায় ঝুলিয়ে দিতে হবে।

اَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللّٰهِ التَّامَّاتِ وَمِنْ شَرِّ كُلِّ عَيْنٍ لَامَّةٍ۔

"আল্লাহ তাআলার পরিপূর্ণ কালাম দ্বারা প্রত্যেক কুদৃষ্টি হতে আশ্রয় চাচ্ছি।"

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ ছেলেমেয়েদের বদ নজর বিষয়ে এ তাবিজটি অত্যন্ত পরীক্ষিত। হাদীস শরীফে এসেছে, এ তাবিজটি রসূল (স) হাসান-হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহুমাকে প্রদান করেছিলেন। আরো বর্ণিত আছে

www.pathagar.com

যে, হযরত ইবরাহীম (আ) হযরত ইসমাঈল ও হযরত ইসহাক (আ)-কে এ তাবিজ প্রদান করেছিলেন।

সন্তানের চরিত্রে মায়ের দুধের প্রভাব

চিকিৎসা ঃ তাফসীরে জাহিদীতে আছে যে, রসূল (স) বলেছেন, স্বীয় সন্তানকে নির্বোধ, নির্লজ্জ, অসৎ মেয়েলোকের দুধ পান করাবে না। কারণ দুধের প্রভাব সন্তানের শরীর ও চরিত্রে প্রতিফলিত হয়।

আহার কালে শয়তানের অনিষ্টতা হতে বাঁচার উপায়

চিকিৎসা ঃ আহারের সময় যে ব্যক্তি শয়তানের অনিষ্ট হতে নিরাপদ থাকতে চায়, তাকে 'বিস্‌মিল্লাহ' বলে আহার শুরু করতে হবে এবং ডান হাত দিয়ে খাবার গ্রহণ করতে হবে। কেননা শয়তান বাম হাত দিয়ে খানাপিনা করে। যে আহারে আল্লাহর নাম নেয়া হয় না, ঐ খাবার শয়তানের জন্য হালাল হয়ে যায়। এ বর্ণনাটি হযরত আবু হুরাইরা (রা) কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে।

লবণ খাবার উপকারিতা

জামে' কবীর কিতাবে হযরত আলী (রা) কর্তৃক বর্ণিত বর্ণনা উদ্ধৃত করা হয়েছে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, হে আলী লবণের দ্বারা আহার এ কারণে শুরু করা দরকার যে, সত্তরটি রোগ ব্যাধির প্রতিষেধক লবণে দেয়া আছে। তন্মধ্যে কয়েকটি যথা—কুষ্ঠ, শ্বেতী, পেট ব্যথা, দাঁতে ব্যথা। আল্লাহই সর্বাধিক জ্ঞাত।

রোগীর সাথে আহারে করণীয়

চিকিৎসা ঃ ঘটনাক্রমে যদি কাউকে কোনো রোগীর সঙ্গে আহার করার প্রয়োজন হয়, তবে তাকে এ দোয়াটি পড়ে আহার করতে হবে। দোয়াটি হচ্ছে—

بِسْمِ اللّٰهِ ثِقَةً بِاللّٰهِ وَتَوَكُّلاً عَلَيْهِ ـ

"আল্লাহর নামে তাঁরই উপর ভরসা করে খাচ্ছি।"

ঐ দোয়ার বরকতে আল্লাহ তাআলা ঐ ব্যাধি হতে ঐ ব্যক্তিকে নিরাপদ রাখবেন।

আহার কালীন পঠিতব্য কয়েকটি দোয়া

আহারের পরে এ দোআ পড়তে হয়–

www.pathagar.com

اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيْهِ وَاَطْعِمْنَا خَيْرًا مِنْهُ -

"হে আল্লাহ আমাদের জন্য এর মধ্যে বরকত দাও এবং তার কল্যাণ আমাদেরকে প্রদান করো।"

যখন দুধ খাবে তখন পড়তে হবে

اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيْهِ وَزِدْنَا مِنْهُ -

"হে আল্লাহ্! এতে বরকত দাও এবং এটা আমাদেরকে বেশী দাও।"

ইনশাআল্লাহ্ খাওয়ায় বরকত হবে।

আহারে বরকত প্রাপ্তির উপায়

চিকিৎসা ঃ ফকীহ্ আবু লাইস রাহমাতুল্লাহি আলাইহি হযরত হাসান (রা) হতে বর্ণনা উদ্ধৃত করেছেন, রসূল (স) নির্দেশ দিয়েছেন, পাত্রের মাঝখান থেকে খাবার খাবে না, কারণ মাঝখানে বরকত নাযিল হয়। এ হাদীসটি ইবনে আব্বাস (রা) হতে হযরত সাঈদ বিন যুবাইর (রা) এবং তিনি রসূল (স) হতে বর্ণনা করেছেন।

বদ হজম হতে বাঁচার পরীক্ষিত উপায়

চিকিৎসা ঃ কাদিরী কিতাবে বর্ণিত আছে, হেলান দিয়ে আহার করলে বদ হজম হয়।

জ্ঞাতব্য ঃ বুস্তান কিতাবে বর্ণনা করা হয়েছে, আহারের পূর্বে ও পরে হাত ধুলে বরকত হয়। রসূল (স) বলেছেন যে, আমি হেলান দিয়ে আহার করি না, কারণ হেলান দিয়ে এবং দাঁড়িয়ে ও যানবাহনে বসে আহার করলে বদহজম হয়।

দরিদ্রতা ও অনাহার হতে পরিত্রাণের উপায়

মুতানিবুল মু'মিমিন কিতাবে হযরত আলী (রা) হতে হাদীসের বর্ণনা লিপিবদ্ধ করা হয়েছে যে, কোনো ব্যক্তির যদি গোসল ফরয হয় তবে তার কুলি না করে খাদ্য গ্রহণ ঠিক নয়। এরূপ করলে দরিদ্র ও অভাবগ্রস্থ হবার আশংকা আছে।

আহারে ফেরেশতাদের দোয়া পাবার উপায়

চিকিৎসা ঃ বুস্তান এবং অন্যান্য কিতাবে হযরত জাবির বিন আবদুল্লাহ (রা) হতে হাদীসের বর্ণনায় উল্লেখ হয়েছে যে, রসূল (স)

www.pathagar.com

বলেছেন, যে ব্যক্তি আহারের পাত্র চেটে পরিষ্কার করে দেয় উক্ত পাত্র ঐ ব্যক্তির জন্য এই বলে দোয়া করে, হে আল্লাহ্ তুমি ঐ ব্যক্তিকে এরূপে জাহান্নাম হতে মুক্তি দাও যেরূপে সে আমাকে শয়তানের হাত হতে মুক্তি দিয়েছে। রসূলুল্লাহ্ (স) আরো বলেছেন, আল্লাহ্ তাআলার নিয়োজিত ফেরেশতাগণ ঐ ব্যক্তির জন্য দোয়া করে যে ব্যক্তি আহারান্তে আঙুল চেটে খায়—এ অভ্যাস অহংকারের মত ব্যাধিরও ঔষধ।

রুযির সচ্ছলতা লাভের উপায়

উমদাতুল ইসলাম নামক কিতাবে বর্ণিত আছে যে, রসূলুল্লাহ্ (স) বলেছেন, যে ব্যক্তি দস্তরখানার উপর পতিত খাবার সর্বদা খাবে তার সর্বদায়ই রুযির সচ্ছলতা থাকবে। হযরত জাবির (রা) হুযুর (স) হতে হাদীস বর্ণনা করেছেন যে, আহারের সময় কোনো খাদ্যাংশ যদি গ্রাসচ্যুত হয়ে যায় তবে তাকে উঠিয়ে ধুয়ে খাওয়া উচিত। তাকে শয়তানের জন্য ফেলে রাখা অনুচিত।

জ্ঞাতব্য ঃ এ হাদীস হতে জানা গেলো যে, এ কাজটি অহংকারের উৎকৃষ্ট চিকিৎসা । অন্য কতিপয় হাদীসে আছে, যে ব্যক্তি দস্তরখানায় পতিত খাবার উঠিয়ে খাবে তা বেহেশতের হুরদের মোহর হয়ে যাবে এবং আল্লাহ্ তাআলা তার ও তার সন্তানদেরকে কুষ্ঠ, শ্বেতী, কুণ্ড, পাগল ব্যাধি হতে মুক্ত রাখবেন।

আহারে বরকত প্রাপ্তির উপায়

চিকিৎসা ঃ উমদাতুল ইসলাম কিতাবে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ্ (স) বলেছেন, হে লোকেরা! একত্রিত হয়ে আহার কর, এরূপ করলে আল্লাহ্ তাআলা বরকত দান করবেন। হযরত জাবির (রা) বর্ণনা করেছেন, রসূলুল্লাহ্ (স) বলেছেন, সবচেয়ে উৎকৃষ্ট ও প্রিয় আহার তা—যাতে বেশী হাত দেয়া হয়। হুযুর (স) আরো বলেছেন, একত্রে আহার করা রোগের প্রতিষেধক। তিনি আরো বলেছেন, ঐ ব্যক্তি সর্বাধিক নিকৃষ্ট যে একা আহার করে, ক্রীতদাস-দাসীদের প্রহার করে, নিজে দান করা বন্ধ করে এবং হাত দ্বারা বিয়ে করে (অর্থাৎ হস্তমৈথুন করে)। বুস্তান কিতাবে আছে যে, রসূলুল্লাহ্ (স) বলেছেন, খাবার ঠাণ্ডা করে খাওয়া প্রয়োজন। কারণ গরম খাবারে বরকত নেই।

জ্ঞাতব্য ঃ কোনো কোনো কিতাবে আছে যে, গরম খাবারে পাকস্থলী দুর্বল ও শক্ত হয়ে যায়।

www.pathagar.com

খাদ্য পরিপাক হবার উপায়

চিকিৎসা ঃ আবু দাউদ শরীফে উম্মু মা'বাদ (রা) হতে বর্ণিত হয়েছে, রসূলুল্লাহ (স) এরশাদ করেছেন, ছিরকা সর্বোত্তম তরকারী। হে আল্লাহ ছিরকায় বরকত দান করো।

জ্ঞাতব্য ঃ জামে' কাবীর কিতাবে বর্ণনা করা হয়েছে যে, ছিরকার বৈজ্ঞানিক গুণ এই যে, তা খাদ্যকে পরিপাক করে। ইবনে হাববান হযরত আতা হতে এবং তিনি হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণনা করেছেন, রসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট সমস্ত তরকারীর মধ্যে ছিরকা সবচেয়ে প্রিয় ছিলো। হযরত জাবির বিন আবদুল্লাহ (রা) হতে বর্ণিত হয়েছে যে, ছিরকা উৎকৃষ্ট তরকারী এবং রসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট সবজী তরকারীর খুব চাহিদা ছিলো। কানযুল ইবাদ কিতাবে আছে, এর বৈজ্ঞানিক তাৎপর্য এই যে, যে দস্তরখানায় সবজী তরকারী থাকে ঐ জায়গায় ফেরেশতা আগমন করে।

মনের শক্তি বৃদ্ধির উপায়

চিকিৎসা ঃ মাছরুক বলেছেন, আমি একদিন হযরত আয়েশা (রা)-এর দরবারে উপস্থিত হয়ে দেখতে পেলাম, তার নিকট এক অন্ধ ব্যক্তি বসে আছেন এবং তিনি তাকে বড় লেবুর টুকরা মধুর সাথে মেখে খাওয়াচ্ছেন আমি নিবেদন করলাম, হে উম্মুল মু'মিনীন, ইনি কে ? উত্তরে তিনি বললেন, ইনি সেই ব্যক্তি১ যার কারণে আল্লাহ তাআলা তাঁর নবীর উপর রাগ করেছেন। আবু নাঈম এ হাদীস কিতাবুত তিব্বে উদ্ধৃত করেছেন।

জ্ঞাতব্য ঃ এ হাদীস সম্পর্কে ব্যাখ্যাকারী লিখেছেন যে, তারানূজ মধুর সাথে বাসি পেটে খেলে মন মস্তিষ্কের খুব উপকার হয়।

মাছিবাহিত রোগ জীবাণুর প্রতিষেধক

চিকিৎসা ঃ হাদীস সংকলক ইমাম নাসাঈ (র) হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) হতে বর্ণনা করেছেন, রসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ

"যদি খাদ্যে মাছি বসে তবে ঐ খাদ্যের মধ্যে মাছিকে ডুবিয়ে দাও। কারণ মাছির এক পাখায় রোগের জীবাণু থাকে আর এক পাখায় ঐ রোগের

১. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতুম রাদিয়াল্লাহু আনহু।

www.pathagar.com

প্রতিষেধক থাকে এবং মাছির স্বভাব এই যে, সে প্রথমে জীবণুবাহি পাখা খাদ্যে ডুবায়।"

এ হাদীসটি হাদীসের ইমাম আবু দাউদ (রহ) হযরত আবু হুরাইরা (রা) হতে বর্ণনা করেছেন।

জ্ঞাতব্য ঃ এ হাদীস হতে জানা গেলো যে, মাছি যেহেতু জীবাণুবাহি পাখা খাদ্যে প্রথমে ডুবায় সেহেতু প্রতিষেধক পাখাটিও ডুবাতে হবে। যাতে জীবাণু ও প্রতিষেধক ভারসাম্য হয়ে জীবাণু অকার্যকর হয়ে যায়।

পানাহারে বিষক্রিয়া হতে মুক্তির উপায়

চিকিৎসা ঃ কানযুল ইবাদ নামক কিতাবে আছে যে, কোনো ব্যক্তি যখন পানাহার করবে তখন নিম্নলিখিত দোয়াটি পড়বে, তাহলে ঐ দোয়ার বরকতে খাদ্যদ্রব্যের ভিতরকার জীবাণু সংহারক প্রভাব হতে মুক্ত থাকবে। দোয়াটি নিম্নরূপ ঃ

بِسْمِ اللّٰهِ خَيْرُ الْاَسْمَآءِ ـ بِسْمِ اللّٰهِ رَبُّ الْاَرْضِ وَالسَّمَآءِ ـ بِسْمِ اللّٰهِ الَّذِىْ لَايَضُرُّ مَعَ اِسْمِهٖ شَىْءٌ فِى الْاَرْضِ وَلَا فِى السَّمَآءِ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ـ

"আমি খাওয়া আরম্ভ করছি এমন আল্লাহর নামের সাথে, যার নাম সমস্ত নামের উর্ধে এবং এমন আল্লাহর নামের সাথে যিনি আসমান ও যমীনের মালিক এবং এমন আল্লাহর নামের দ্বারা যার বরকতে আসমান ও যমীনের কোনো বস্তুই ক্ষতি করতে পারে না এবং তিনি শ্রবণকারী ও জ্ঞাত।"

এ দোয়া সম্পর্কে একটি হৃদয়াকর্ষক কাহিনী বর্ণিত আছে যে, আবু মুসলিম খাওলানীর একটি ক্রীতদাসী ছিলো, সে তার মালিককে কয়েকবার বিষ খাইয়েছিল, কিন্তু বিষের কোনো ক্রিয়া তার উপর হলো না। অনেক দিন পর ক্রীতদাসীটি মালিককে জানায় যে, আমি আপনাকে কয়েকবার বিষ খাইয়েছিলাম, কিন্তু বিষের কোনো ক্রিয়া না হবার কারণ কি ? মালিক প্রশ্ন করে যে, তুমি কেনো আমাকে বিষ খাইয়েছিলে ? উত্তরে সে বললো, তুমি বৃদ্ধ হয়ে গিয়েছ এবং আমার আর পসন্দনীয় নয় এ জন্য। মালিক বললো, আমি সর্বদা এ পবিত্র দোয়া পাঠান্তে পানাহার গ্রহণ করি। তারই

www.pathagar.com

বরকতে আমি বিষক্রিয়া থেকে মুক্ত আছি। এ বাক্যালাপের পরই মালিক ক্রীতদাসীকে মুক্ত করে দেয়।

খাদ্য পরিপাকের ঔষধ

চিকিৎসা ঃ তিরমিযি ও আবু দাউদ শরীফে হযরত আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, ছুরি অথবা চাকু দ্বারা গোশত খাবে না। কারণ তা আমার দেশীয় রীতি। বরং গোশতকে দাঁত দ্বারা চিবিয়ে খাওয়া উচিত। এটা বদ হজম প্রতিরোধ করে এবং দাঁত দ্বারা চিবিয়ে খেলে দ্রুত খাদ্য হজম হয়।

দাঁত সুস্থ রাখার পরামর্শ

চিকিৎসা ঃ কিতাবুত তিব্বের লেখক আবু নাঈম সাহেব লিখেছেন ঃ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) বলেছেন, খিলাল না করলে দাঁত দুর্বল হয়ে যায়। অন্য বর্ণনায় আছে যে, দাঁত খিলাল না করলে ফেরেশতাগণ অসন্তুষ্ট হন এবং তাদের কষ্ট হয়।

ঐ কিতাবে পুনঃ পরামর্শ হযরত কাবিছা বিন জুবায়ের হতে বর্ণিত হয়েছে, রসূলুল্লাহ (স) নির্দেশ দিয়ছেন, আস্ ও সুগন্ধিযুক্ত বৃক্ষ দ্বারা খিলাল করো না এবং আমি তা পছন্দ করি না। কারণ তাতে কুষ্ঠ ব্যাধি হবার আশংকা আছে ।

জ্ঞাতব্য ঃ প্রখ্যাত আলিমগণের মতে, নিম্নলিখিত গাছের ডাল দিয়ে খিলাল করা ক্ষতিকর । এতে দাঁতে পোকা ধরার আশংকা আছে। ক্ষতিকর গাছের ডাল হলো ডালিম, বেদানা, জামরুল, নাসপাতি, আপেল, মুনাক্কা, কিশমিশ ইত্যাদি ভক্ষণীয় ফলদার বৃক্ষ এবং বাঁশ কলম বানাবার ধারক ইত্যাদি অফলদার বৃক্ষ। স্বর্ণ, রৌপ্য, তামা, পিতল ইত্যাদি ধাতব দ্রব্য দ্বারা খিলাল না করা উচিত। এসব দ্রব্য দ্বারা খিলাল করলে মুখে দুর্গন্ধ হয়। খিলাল করার জন্য সবচেয়ে উত্তম হলো তিতা ডালপালা। আল্লাহ তাআলাই সর্বাধিক জ্ঞাত।

পানাহার বরকতহীন হবার কারণ

চিকিৎসা ঃ হযরত আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, খাদ্যে ফুঁক দিলে বরকত কমে যায়। এ বর্ণনাটি কানযুল ইবাদ কিতাবে উদ্ধৃত হয়েছে।

www.pathagar.com

অনাহারের উপকারিতা

চিকিৎসা ঃ কিতাবুত্ তিব্বের লেখক আবু নাঈম সাহেব লিখেছেন যে, রসূলুল্লাহ্ (স) বলেছেন, পেট অপেক্ষা বৃহৎ পাত্র আল্লাহ্ তাআলা আর সৃষ্টি করেননি। মানুষের উচিত আহারের সময় তাকে এরূপে ভাগ করা যাতে একভাগ আহার, এক ভাগ পানি ও অপর ভাগ শ্বাস প্রশ্বাস আসা যাওয়ার জন্য থাকে।

জ্ঞাতব্য ঃ এ হাদীস হতে জানা গেলো যে, কোনো ব্যক্তির খোরাক যদি তিন পোয়া পরিমাণ হয় তবে তাকে এক পোয়া খেতে হবে যাতে শরীর সুস্থ্ থাকে। প্রকৃত অবস্থা এই যে, অল্পাহারের উপকার অগণিত। তন্মধ্যে কয়েকটি হলো–স্বাস্থ্য ভালো থাকে ; স্মরণ শক্তি ও বুদ্ধি প্রখর হয় ; প্রয়োজনাতিরিক্ত নিদ্রা আসে না ; সহজে প্রশ্বাস আসে, নামাযে অলসতা আসে না ; ঘুম ভর করে না ।

মাত্রাতিরিক্ত আহারের অপকারিতা

চিকিৎসা ঃ অতিরিক্ত আহারে অনেক ব্যাধি সৃষ্টি হয়, যেমন বদ হজম, দাস্তবমি। এ কারণে রসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট পেটের ঢেকুর অত্যন্ত ঘৃণার ছিলো। ঢেকুর দানকারী ব্যক্তিকে তিনি বলতেন, এতো বেশী খাও কেন ? অতি আহারের দ্বিতীয় ক্ষতি এই যে, ইবাদাত বন্দেগীতে স্পৃহা থাকে না। দুর্বল মেধার সন্তান জন্ম নেয়। আল্লাহ্ তাআলার পক্ষ থেকে জ্ঞানপূর্ণ কথা হতে এরূপ ব্যক্তি বঞ্চিত থেকে যায়। ইলম চর্চায় মন বসে না এরূপ ব্যক্তির মধ্যে স্নেহমমতা থাকে না, সে সমস্ত লোককে নিজের মত পেট ভরা মনে করে। নেককার লোকেরা মসজিদের দিকে যায়, ঐ সময় তার গন্তব্য স্থান পায়খানার দিকে।

মাটি খাবার অপকারিতা

চিকিৎসা ঃ কিতাবুত তিব্বের লেখক নাঈম সাহেব লিখেছেন যে, রসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, যে ব্যক্তি মাটি খায় সে যেনো আত্মহত্যা করলো। জামে' কাবীর কিতাবে হযরত আয়েশা (রা)-এর বর্ণনা উদ্ধৃতি করা হয়েছে যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আদেশ করেছেন যে, হে আয়েশা! তুমি কখনো মাটি খাবে না, কারণ মাটি ভক্ষণে তিন প্রকার ক্ষতি হয়।

প্রথমতঃ সর্বদা রোগাক্রান্ত থাকে, দ্বিতীয়তঃ পেট একদম খারাপ হয়ে যায়, তৃতীয়তঃ ভক্ষণকারীর চেহারা হলুদ বর্ণ হয়ে যায়।

www.pathagar.com

গোশত খাবার উপকারিতা

চিকিৎসা ঃ কিতাবুত তিব্বের লেখক আবু নাঈম সাহেব হযরত আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণনা করেছেন, রসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, গোশত দুনিয়া ও আখেরাতের শ্রেষ্ঠ তরকারী । উক্ত কিতাবে হযরত আলী (রা) হতে বর্ণিত হয়েছে যে, রসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, হে লোকেরা গোশত সংগ্রহ করে বেশী বেশী খাও। কারণ গোশত খাওয়ায় নালি ভালো থাকে, গায়ের রং পরিষ্কার করে, পেট ছোট করে অর্থাৎ গোশত খেলে ভূড়ি হয় না। হযরত আলী (রা) বলেছেন, যে ব্যক্তি চল্লিশ দিন গোশত খায় না তার নালি বড় হয়ে যায়। উপরোক্ত কিতাবে হযরত আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণনা উদ্ধৃত হয়েছে যে, রসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, গোশত খাবার সময় মন শান্তি পায়।

শারীরিক দুর্বলতার চিকিৎসা

চিকিৎসা ঃ আবু নাঈম সাহেব লিখেছেন, একদা রসূলুল্লাহ (স) আল্লাহ তাআলার দরবারে শারীরিক দুর্বলতার অভিযোগ করলে উত্তর পেলেন যে, দুধে গোশত মিশিয়ে রান্না করে খাও।

বেদানা ফলের উপকারিতা

চিকিৎসা ঃ জামে' কবীর কিতাবে আছে যে, রসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, বেদানা ফল খেলে মানুষ অম্লবেদনা হতে মুক্ত থাকে।

জ্ঞাতব্য ঃ ওলামায়ে কেরাম মত প্রকাশ করেছেন যে, বেদানা ফলের অনেক উপকার। যেমন তা সূক্ষ্ম ও দ্রুত হজমকারক। মেজাজ নম্রকারক। ঘুমের সাথে শ্লেষ্মা নির্গমক, পাথরী বিচ্ছিন্নকরত নির্গমক। অন্য হাদীসে আছে যে, বেদানা খাও, কারণ তা অর্শ রোগের উপকারী, শরীরের জোড়ার বেদনায় উপকার হয়। ইমাম আলী মূসা (র) বলেন, বেদানা ভক্ষণে মুখের দুর্গন্ধ চলে যায় এবং মাথার চুল বৃদ্ধি হয় ও অম্ল বেদনায় উপশমকারী।

খেজুরের উপকার

চিকিৎসা ঃ আবু নাঈম সাহেব হযরত আবু বকর (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, রসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, খেজুরের মধ্যে সবচেয়ে উত্তম বারনি খেজুর। কারণ তা পেট হতে রোগ বের করে দেয় এবং তাতেও কোনো রোগ নেই।

www.pathagar.com

জ্ঞাতব্য ঃ বারনি খেজুর আকারে ছোট। বীজ একদিকে মোটা অন্য দিকে বাঁকা হয়।

যায়তুন ও তার তেলের উপকার

কিতাবুত তিব্বের লেখক আবু নাঈম লিখেছেন যে, রসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, হে আলী জায়তুন খাও এবং তার তেল মালিশ কর। কারণ যে ব্যক্তি যায়তুন তেল মালিশ করবে তার নিকট চল্লিশ দিন পর্যন্ত শয়তান আসতে পারে না।

জ্ঞাতব্য ঃ ওলামায়ে কেরাম বলেছেন, আল্লাহ্ তাআলা যায়তুন তেলে বিবিধ গুণাগুণ ও উপকার নিহিত রেখেছেন। এর আচার সিরকায় মেখে খেলে পাকস্থলী শক্তিশালী হয়, ক্ষুধা বৃদ্ধি পায়, মানব শরীর নিরোগ থাকে, যৌনশক্তি বৃদ্ধি পায়, জায়তুনের শাশ চর্বি ও আঠার সাথে মিশিয়ে ধবল রোগের স্থানে লাগালে আল্লাহ্ তাআলার ইচ্ছায় তা সেরে যাবে। এর খামীর যোনীর মধ্যে ধারণে স্ত্রী লোকের প্রদর রোগ নিরাময় হয়, অন্ত্র বেদনায়ও এটি সুফলদায়ক। যায়তুন চিবিয়ে কুলি করলে দাঁত শক্ত হয়, বিচ্ছু দংশিত স্থানে লাগালে তৎক্ষণাত যন্ত্রণার উপশম হয়, চুল কালো করে, পাথরি বের করে, কোষ্ঠকাঠিন্য দূর করে। যায়তুন বেটে মাথায় প্রলেপ দিলে মাথা ব্যথা দূর হয়।

যৌবন দীর্ঘস্থায়ী করার উপায়

চিকিৎসা ঃ কিতাবুত তিব্বের লেখক আবু নাঈম হযরত আনাস ইবনে মালিক (রা) হতে হাদীস উদ্ধৃত করেছেন, রসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, হে লোকেরা! তোমরা রাতে অবশ্যই আহার করবে কারণ রাতে আহার পরিত্যাগ করলে অতি সত্বর বার্ধক্য আসে।

জ্ঞাতব্য ঃ উপরোক্ত হাদীসের তাৎপর্য এই যে, রাতের খাবার স্থায়ী-ভাবে পরিত্যাগ স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর। এজন্য রাতে এ পরিমাণ খাওয়া উচিত যা সহজে হজম হতে পারে।

যাদু ও বিষের চিকিৎসা

চিকিৎসা ঃ ইবনে হিব্বান ও আবু নাঈম সাহেব হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণনা করেছেন, রসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট আজওয়াহ খেজুর অত্যন্ত প্রিয় ছিল। তিনি আরো বলেছেন, আজওয়াহ খেজুর জান্নাতী, এর মধ্যে বিষের প্রতিষেধক আছে। তিনি অন্যত্র বলেছেন, যে ব্যক্তি প্রতিদিন

www.pathagar.com

আজওয়াহ খেজুর খাবে সে যাদুর প্রভাব ও বিষের ক্রিয়া হতে মুক্ত থাকবে।

মস্তিষ্ক শক্তিশালী করার উপায়

চিকিৎসা ঃ আবু নাঈম সাহেব শায়লা বিন আসকারা হতে বর্ণনা করেছেন যে, রসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, হে লোকেরা! লাউ অধিক পরিমাণে খাও। কারণ এটা মস্তিষ্কের শক্তি বৃদ্ধি করে। হযরত আয়েশা (রা) বর্ণনা করেছেন, রসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, হে আয়েশা! তুমি যখন গোশত রাঁধবে তখন তার মধ্যে অবশ্যই লাউ দিবে। কারণ তা দুশ্চিন্তাগ্রস্ত অন্তরকে শক্তিশালী করে।

জ্ঞাতব্য ঃ গোশত লাউ মিশিয়ে রান্নার উপকারিতা হলো লাউয়ের স্নিগ্ধতা গোশতের উষ্ণতাকে বিদূরীত করে ভারসাম্য এনে দেয়।

মন মস্তিষ্কের দুর্বলতার চিকিৎসা

চিকিৎসা ঃ আবু নাঈম সাহেব হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণনা করেছেন, রসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট সবচেয়ে প্রিয় খাদ্য ছিলো ছারীদ।

জ্ঞাতব্য ঃ শুরওয়ায় রুটি ভিজিয়ে খেলে তাকে ছারীদ বলে। ওলামায়ে কেরাম বলেছেন যে, তা খেলে অন্তর ও মস্তিষ্কের শক্তি বৃদ্ধি হয়, আহার দ্রুত পরিপাক হয়। এক সের খেজুর ভিজিয়ে তাতে কিছু পরিমাণ মাখন মিশিয়ে ছারীদ প্রস্তুত হয়। হযরত আবদুল্লা ইবনে আব্বাস (রা) রসূলুল্লাহ (স) হতে বর্ণনা করেছেন, হুযুরের নিকট ছারীদ অত্যন্ত প্রিয় খাদ্য ছিলো।

পাকস্থলীর গ্যাস নিঃসরণের উপায়

চিকিৎসা ঃ আবু নাঈম সাহেব হযরত আবদুল্লাহ ইবনে জাফর (রা) হতে বর্ণনা উদ্ধৃত করেছেন, হযরত আবদুল্লাহ বলেছেন, আমি রসূলুল্লাহ (স)-কে শশা অথবা খিরাকে খেজুরের সংগে খেতে দেখেছি।

জ্ঞাতব্য ঃ ওলামায়ে কেরাম লিখেছেন যে, উপরোক্ত খাদ্যে পাকস্থলীর ময়লা দূর হয় ও পরিপাক দ্রুত হয়। শশার স্নিগ্ধতা এবং খেজুরের রস মিলালে ভারসাম্য হয়ে যায়। খেজুর রতিশক্তি বৃদ্ধি করে, শরীরে রক্ত তৈরী করে, পেশাব থলি শক্তিশালি হয়, শ্লেষ্মা ও ঠাণ্ডায় সৃষ্ট রোগসমূহ খেজুর খাওয়ায় উপকার হয়। কিছু মিষ্টির সাথে তা খেলে মূত্র পাথরি

www.pathagar.com

বিদূরিত হয়। বন্ধ পেশাবের জন্য খিরাই খুবই উপকারী। তা খেলে খুব পেশাব হয়, মেজাজ নরম হয়, রুক্ষ্ম মেজাজ সম্পন্ন মানুষ তা খেলে খুব উপকার হয়। শশা রক্ত বৃদ্ধি করে এবং পিত্তের উষ্ণতা দূর করে। এটি চুকা ঢেকুরে অত্যন্ত উপকারী, পিপাশা নিবারণ করে, বন্ধ পেশাব ও কিডনির পাথরীর জন্য পরীক্ষিত ঔষধ, হৃদরোগ ও চুলকানি নিরাময়ে উপকারী।

মস্তিষ্কের শুষ্কতা ও চুলকানীর ঔষধ

চিকিৎসা ঃ আবু হাতিম হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা) হতে বর্ণনা করেছেন, রসূলুল্লাহ (স) খিরার সাথে খেজুর মিলিয়ে খেতেন এবং বলতেন, খেজুরের উষ্ণতা খিরার শীতলতা দূর করে ভারসাম্য এনে দেয়।

জ্ঞাতব্য ঃ এ হাদীস হতে জানা গেলো যে, খিরা ঠাণ্ডা ও ভিজা। এজন্য উগ্র এবং রুক্ষ্ম মেজাজ বিশিষ্ট লোকদের জন্য অত্যন্ত উপকারী, মস্তিষ্কে আদ্রতা সৃষ্টি করে, কোষ্ঠবদ্ধতা দূর করে বন্ধ পেশাব চালু করে এবং কিডনীর পাথর নিঃসরণ করে।

রতিশক্তি বৃদ্ধির উপায়

চিকিৎসা ঃ আবু নাঈম কিতাবুত তিব্বে লিখেছেন, রসূলুল্লাহ (স) মাখনের সাথে খেজুর খেতে খুব ভালো বাসতেন।

জ্ঞাতব্য ঃ ওলামায়ে কেরাম লিখেছেন যে, উপরোক্ত খাদ্যে রতিশক্তি বৃদ্ধি হয়, শরীর বৃদ্ধি হয়। কণ্ঠস্বর সুস্পষ্ট হয়। মাখন ও মধু মিলিয়ে ভক্ষণে পাজরের বেদনার উপকার হয়, শরীরকে মোটা করে।

রক্ত পরিষ্কারের উপায়

চিকিৎসা ঃ শারআতুল ইসলাম কিতাবের লেখক একটি হাদীস উদ্ধৃত করেছেন যে, প্রতিটা ডালিমে এক ফোঁটা জান্নাতী পানি থাকে।

জ্ঞাতব্য ঃ ডালিমের অসংখ্য গুণ আছে, যেমন রক্ত পরিষ্কার করা, দূষিত রক্ত পরিশুদ্ধ করা, রতিশক্তি বৃদ্ধি করা, পাকস্থলী পরিষ্কার করা, কোষ্ঠবদ্ধতা দূর করা, মেজাজ নম্র করা, দাস্ত বন্ধ করা। আহারের পর এটা খেলে খাদ্য দ্রুত হজম হয়, হৃদকম্প ও বমনোদ্বেগ অবস্থায় উপকারী, কণ্ঠস্বর স্পষ্ট করে, রং উজ্জ্বল করে, কিন্তু অতিরিক্ত খেলে পাকস্থলী দুর্বল

www.pathagar.com

হয়। ডালিম পাকস্থলীর উত্তাপ কমিয়ে রক্তের প্রবাহ বৃদ্ধি করে, মস্তিষ্কের উষ্ণতা রোধ করে। গরমের কারণে বমি হলে তা খেলে উপকার হয়।

পেটে রস সঞ্চার ও বিবিধ রোগের চিকিৎসা

চিকিৎসা ঃ আবু নাঈম সাহেব হযরত আনাস বিন মালিক (রা) হতে বর্ণনা করেছেন, রসূলুল্লাহ (স) খিরায় লবণ মেখে খেতেন।

জ্ঞাতব্য ঃ চিকিৎসা বিজ্ঞানীগণ লিখেছেন, খিরার মধ্যে পানি আছে। লবণ পানিকে বের করে আনে। এ ছাড়া লবণের অসংখ্য গুণ আছে। এটা শ্লেষ্মা দূর কারক, কোষ্ঠ পরিষ্কারক, দ্রুত খাদ্য পরিপাক ও বর্ণউজ্জ্বলকারী, ঠাণ্ডা খাদ্যে ভারসাম্য আনয়ন করে, খেলে বদ হজম প্রতিরোধ করে, কুষ্ঠ ব্যাধির উপকার হয়।

সেকাঞ্জাবীনের সংগে খেলে আফিম ও বিষের ক্রিয়া দূর করে। এমনভাব সন্ন্যাস ও শ্লেষ্মা রোগে উপকার হয়। সেকাঞ্জাবীনের লবণ মিশিয়ে পান করলে বমি হয়ে পাকস্থলি পরিষ্কার হয়, তা দ্বারা কুলি করলে দাঁতে রক্তক্ষরণ বন্ধ হয়। সাবানের সাথে গুলিয়ে প্রলেপ দিলে শ্লেষ্মার কারণে ফোলা সেরে যায়। আঘাতজনিত রক্তজমাটে লবণ ও মধুর সাথে মিশিয়ে প্রলেপে জমাট রক্ত ফেটে বের হয়ে যায়। বিচ্ছু দংশনের স্থানে লাগালে যন্ত্রণা উপশম হয়। উপরোক্ত বিস্তারিত বর্ণনার সারসংক্ষেপ এই যে, হুযুর (স)-এর কোনো কর্মই এমনকি তিনি যে আহার গ্রহণ করতেন তাও বিজ্ঞান ও উপকার বহির্ভূত নয়।

রক্ত পরিষ্কার করার উপায়

চিকিৎসা ঃ আবু নাঈম সাহেব হযরত মুয়াবিয়া ইবনে ইয়াযীদ (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, রসূলুল্লাহ (স) সমস্ত ফলের মধ্যে আঙুর বেশী পছন্দ করতেন।

জ্ঞাতব্য ঃ উলামায়ে কেরাম লিখেছেন যে, উপরোক্ত হাদীসের তাৎপর্য এই যে, আঙুর রক্ত পরিষ্কার করে, শরীর মোটা করে, শরীরের দূষিত রস বের করে, জ্বালা যন্ত্রণা উপশম করে।

রতিশক্তি অটুট রাখার উপায়

চিকিৎসা ঃ আবু নাঈম সাহেব হযরত আবদুল্লাহ ইবনে জাফর (রা) হতে বর্ণনা করেছেন, রসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, পশুর পিছনের গোশত অন্য স্থানের গোশত হতে উত্তম।

www.pathagar.com

জ্ঞাতব্য ঃ উলামায়ে কেরাম লিখেছেন যে, উপরোক্ত হাদীসের তাৎপর্য এই যে, ঐ গোশতে যৌনশক্তি বৃদ্ধি হয়, হজম দ্রুত হয়, বুকে শক্তি সৃষ্টি করে, কোমরের বেদনায় উপকারী। আল্লাহ্ তাআলাই অধিক জ্ঞাত।

খুমবি[১] দ্বারা চক্ষু চিকিৎসা

চিকিৎসা ঃ জামে' কবীর কিতাবে হযরত আলী (রা) হতে বর্ণনা করা হয়েছে, রসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, খুমবিতে চক্ষু ব্যাধির প্রতিষেধক আছে। আবু নাঈম সাহেব হযরত আনাস বিন মালিক (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, রসূলুল্লাহ (স) এরশাদ করেছেন, যখন জান্নাত হাসে তখন তা হতে খুমবি বের হয়, আর যখন জমিন হাসে তখন তা হতে ধনাগার বের হয়।

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ উলামায়ে কেরাম লিখেছেন, খুমবি তিন প্রকার, প্রথমটিকে মুওয়াইজি বলে। যার রং কালো হয়, তা বিষাক্ত, তা কখনোই ব্যবহার করা যাবে না। দ্বিতীয়টিতে সাদা ও লাল মিশ্রিত রং হয়। তা ব্যবহার করাও ভালো নয়। তৃতীয়টি সাদা রঙের হয়। এর পানি চোখের জন্য উপকারী। কয়েকদিন ব্যবহারে চোখের ছানি আল্লাহ্ তাআলার রহমতে দ্রুত আরোগ্য হয়। তা ব্যবহারে চোখের দৃষ্টি প্রখর হয়। অন্য একদল উলামায়ে কেরাম বলেছেন যে, গরমে চোখে বেদনা হলে শুধু তার পানি ব্যবহার যথেষ্ট হবে না বরং অন্য ঔষধের সাথে মিশিয়ে ব্যবহারে অবশ্য উপকার হবে। জনৈক হেকিমের মত এই যে, ঠাণ্ডায় যদি চোখে বেদনা হয় তবে তার পানিতে সুরমা ভিজিয়ে চল্লিশ দিন পর তা মিশিয়ে ব্যবহার করা দরকার। দাইলামী বলেন, আমি একে এভাবে পরীক্ষা করেছি যে, এক কৃতদাসীর চোখে বেদনা হলে সমস্ত চিকিৎসা ব্যর্থ হয়। আমি হুযুর (স)-এর এরশাদ অনুযায়ী কয়েকদিন খুমবির পানি তার চোখে প্রয়োগ করায় আল্লাহ্ তাআলার রহমতে তার চোখ সুস্থ হয়। আবু নাঈম সাহেব বলেন, খুমবি চোখেকে পরিষ্কার করে। কিন্তু একথা খেয়াল রাখা দরকার যে, চোখের বেদনা গরমে না ঠাণ্ডার কারণে হয়েছে।

খুমবির অন্যান্য গুণাগুণ ঃ খুমবি শুকিয়ে পিষে সেবন করলে দাস্ত বন্ধ হয়। ছিরকার মধ্যে মিশিয়ে মালিশ করলে স্থানচ্যুত জরায়ু স্বস্থানে আসে। সর্বদা সেবনে সন্তান হওয়া বন্ধ হয়ে যায়, অঙ্গ শক্ত করে। মাত্রাতিরিক্ত ব্যবহারে কোষ্ঠকাঠিন্য সৃষ্টি করে, অম্ল, পাকস্থলীর বেদনা এবং অর্ধাঙ্গের মত ব্যাধি সৃষ্টি করে।

১. খুমবি এক প্রকার সাদা গুল্ম যা বর্ষাকালে জন্মে এবং ভেজে খাওয়া হয় (বাংলাদেশে সম্ভবত ব্যাঙের ছাতা বা ছাতকুরা বলা হয়)।–অনুবাদক

www.pathagar.com

চক্ষু বেদনার ঔষধ

চিকিৎসা ঃ ইবনুছছুন্নি স্বীয় কিতাব হাকিম মুস্তাদরাকে এবং হিসনে হাসীন কিতাবে লিখেছেন, যে ব্যক্তির চোখে বেদনা হয় এবং সে যদি এ দোয়াটি পড়ে তবে ইনশাআল্লাহ্ বেদনা দূর হবে।

اَللّٰهُمَّ مَتِّعْنِىْ بِصَرِىْ وَاجْعَلْهُ الْوَارِثَ مِنِّىْ وَاَرِنِىْ فِى الْعَدُوِّ ثَارِىْ وَانْصُرْنِىْ عَلٰى مَنْ ظَلَمَنِىْ -

"হে আল্লাহ্ আমার চোখের দৃষ্টি বহাল রাখ এবং উপকার দাও, তাকে আমার উত্তরাধিকারী বানিয়ে দাও এবং শত্রুর মোকাবিলায় আমাকে বিকল্প পথ দেখাও এবং অত্যাচারীর বিরুদ্ধে আমাকে সাহায্য কর।"

চোখের কুঠায় গরম ও দৃষ্টিশক্তি বৃদ্ধির উপায়

চিকিৎসা ঃ ওলামায়ে কেরাম লিখেছেন যে, যার চোখে ময়লা ঢুকে সে নিম্নোক্ত আয়াত শরীফ প্রতি নামাযান্তে তিনবার পাঠ করে চোখে ফুঁ দিবে।

فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيْدٌ -

"আমি তোমার আবরণ খুলে দিয়েছি, আজ তোমার দৃষ্টি প্রখর।"

শক্তিহীনতা নিবারণ ও রতিশক্তি সঞ্চারের উপায়

চিকিৎসা ঃ তিরমিযি ও অন্যান্য হাদীস গ্রন্থে উম্মে মানযুর (রা) হতে বর্ণিত হয়েছে যে, একদা হুযুর (স) হযরত আলী (রা)-কে সাথে নিয়ে আমার নিকট আগমন করলেন। ঐ সময় খেজুরের কাঁদি ঝুলানো ছিল। হুযুর আকরাম (স) ঐ কাঁদি হতে খেজুর খেলেন। অতপর হযরত আলী (রা) খেতে লাগলেন হুযুর তাঁকে বললেন, হে আলী তুমি দুর্বল এজন্য তুমি এটা খাবে না। উম্মি মানযুর বলেন, এরপর আমি চুকামদার[১] খেলে হুযুর (স) আলী (রা)-কে বললেন যে, এটা হতে খাও। কারণ এটা তোমার জন্য উপকারী।

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ উলামায়ে কেরাম লিখেছেন যে, হযরত আলি (রা)-এর ঐ সময় চোখে বেদনা ছিল। চোখে বেদনা অবস্থায় খেজুর খাওয়া অপকারী। এজন্য হুযুর (স) হযরত আলী (রা)-কে নিষেধ করেছেন।

---

১. চুকামদার লাল রঙের শালগম জাতীয় মাটির নীচে জন্মায় এমন তরকারী।–অনুবাদক

www.pathagar.com

যখন তার সামনে চুকামদার আনা হয়। তখন তিনি হযরত আলী (রা)-কে বললেন যে, এটা খাও। এটা তোমার জন্য উপকারী এবং তোমার শক্তিহীনতা দূর করবে।

এ হাদীস হতে জানা গেলো যে, বিশেষ সময়ের বিশেষ খাদ্য হতে বিরত থাকা সুন্নাত এবং এটাও জানা গেলো যে, চুকামদার খেলে শক্তিহীনতা দূর হয়। এ কারণে হাকীমগণ লিখেছেন যে, চুকামদার পাকস্থলী পরিষ্কার করে, খাদ্য পরিপাক, অগ্নিবৃদ্ধি রোধ ও কোষ্ঠ পরিষ্কার করে। শ্লেষ্মা উঠিয়ে দেয়, লালার জন্য উপকারী, দুর্বলতা বিদূরিত করে রতিশক্তিতে চাঞ্চল্য সৃষ্টি করে।

চক্ষু বেদনার চিকিৎসা

চিকিৎসা ঃ জামে' কবীরে হযরত উম্মু সালামা (রা) হতে বর্ণনা করা হয়েছে যে, হুযুর (স)-এর কোনো স্ত্রীর চোখে যখন বেদনা হতো তখন সুস্থ না হওয়া পর্যন্ত তিনি তাঁর সাথে রতিক্রিয়ায় রত হতেন না।

জ্ঞাতব্য ঃ এ হাদীস হতে জানা গেলো যে, চক্ষু বেদনার সময় রতিক্রিয়ায় ঐ রোগ বৃদ্ধি পায়।

দৃষ্টিশক্তি প্রখর করার উপায়

চিকিৎসা ঃ জামে' কবীরে হযরত আয়েশা (রা) হতে হাদীসের বর্ণনা উদ্ধৃত হয়েছে যে, হুযুর (স)-এর নিকট সবুজ রং প্রিয় ছিলো। অপর এক হাদীসে বর্ণিত আছে যে, সবুজ রং ও পানি দেখলে দৃষ্টিশক্তি প্রখর হয়।

জ্ঞাতব্য ঃ কোনো কোনো কিতাবে লিখিত হয়েছে যে, গ্রীষ্মকালে যদি কেউ সবুজ রঙের চশমা ব্যবহার করে তবে তার দৃষ্টিশক্তি প্রখর হয়। শীতে তা ব্যবহারে ক্ষতি হয়। আল্লাহ্ তাআলাই এ বিষয়ে অধিক জ্ঞাত।

শারীরিক সাধারণ স্বাস্থ্য ও রতিশক্তি বৃদ্ধির উপায়

চিকিৎসা ঃ বিবিধ বর্ণনায় হযরত আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত হয়েছে, হুযুর (স) হাইছ অত্যন্ত পছন্দ করতেন।

জ্ঞাতব্য ঃ তিনটি বস্তুর সমন্বয়ে হাইছ তৈরি হয় খেজুর, মাখন ও দধি। এ খাদ্যে শরীর শক্তিশালী এবং রতিশক্তি বৃদ্ধি করে।

সবজী তরকারী দ্বারা রোগ চিকিৎসা

চিকিৎসা ঃ জামে' কবীর নামক কিতাবে আবু উমামা হতে বর্ণনা করা

www.pathagar.com

হয়েছে যে, স্বীয় দস্তরখানাকে সবজী তরকারী দ্বারা সৌন্দর্যমণ্ডিত কর এজন্য যে, সবুজ জিনিস আল্লাহ্ তাআলার রহমতে শয়তানকে দূরে রাখে।

জ্ঞাতব্য ঃ ওলামায়ে কেরাম লিখেছেন যে, সবুজ জিনিস দ্বারা রসুন, পিয়াজ, মূলা দুর্গন্ধযুক্ত সবজী বুঝায় না। কারণ এসব সবজী হুযুর (স) অপছন্দ করতেন। বরং সবুজ জিনিসের অর্থ পুদিনা ও এ জাতীয় সবজী ইত্যাদি। পুদিনায় খাদ্য হজম হয়, তা আরাম প্রদেয়, ঢেকুর উদগারক, পাকস্থলীর গ্যাস বের করে তাকে শক্তিশালী করে, রক্তের ঘনত্ব তরল করে, পেটের কৃমি মারে, রতিশক্তি বৃদ্ধি করে, শাক সবজীর দ্বারা পেশাব নিংড়ে বের করে। স্তন্যদায়ীনী মহিলারা খেলে প্রচুর দুধ বৃদ্ধি হয়। কিডনির পাথরের জন্য উপকারী, বীর্য সৃষ্টি করে, যৌনশক্তিতে গতি সঞ্চার করে। বাসি পেটে খেলে ঝাল দুর্গন্ধের ব্যাধির উপকার হয়। এর বীজ ডিমের কুসুমের সাথে খেলে রতিশক্তি বৃদ্ধি হয়, এর প্রলেপে অঙ্গের দাগ দূর হয়।

দুধ হতে শারীরিক শক্তি পাওয়া যায়

চিকিৎসা ঃ আবু নাঈম সাহেব হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, রসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট দুধ খুব প্রিয় ছিল।

জ্ঞাতব্য ঃ ওলামায়ে কেরাম লিখেছেন, উপরোক্ত হাদীসের তাৎপর্য এই যে, দুধ রতিশক্তি সৃষ্টি করে, শরীরের শুষ্কতা দূর করে, দ্রুত পরিপাক হয়ে খাদ্যের স্থলাভিষিক্ত হয়, বীর্য সৃষ্টি করে, শরীরের রং লাল করে, শরীরের অবাঞ্ছিত দূষিত পদার্থ বের করে দেয়, মস্তিষ্ক শক্তিশালী করে। স্বভাব নম্র করে, মস্তিষ্ক সতেজ করে, দুধ চার মগজের সংগে ব্যবহারে দেহ শক্তিশালী হয়।

কিন্তু এভাবে অতিরিক্ত ব্যবহারে চোক্ষে বেদনা হয়। দুধ সর্বদা পানে পাকস্থলীতে বায়ু সৃষ্টি করে। দেহের সন্ধিসমূহে বেদনা বৃদ্ধি করে।

মধুর গুণ ও যাবতীয় রোগের প্রতিষেধক

চিকিৎসা ঃ আবু নাঈম সাহেব হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, রসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট মধু অত্যন্ত প্রিয় ছিল।

জ্ঞাতব্য ঃ হুযুর (স)-এর নিকট মধু এ কারণে প্রিয় ছিল যে, আল্লাহ তাআলা বলেছেন, এতে প্রতিষেধক আছে। চিকিৎসা বিজ্ঞানীগণ মধুর অসংখ্য উপকারিতার কথা লিখেছেন।

www.pathagar.com

যথা–বাসি পেটে চাটলে শ্লেষ্মা দূর হয়, পাকস্থলী পরিষ্কার হয়, অপ্রয়োজনীয় জিনিস রোধ করে, কোষ্ঠবদ্ধতা দূর করে, পাকস্থলীকে ভারসাম্য করে, মস্তিষ্ককে শক্তিশালী করে, শরীরের স্বাভাবিক তাপ বৃদ্ধি করে। দূষিত রস দূর করে, ছিরকার সাথে ব্যবহারে রুক্ষ মেজাজের উপকার হয়, রতিশক্তিতে গতিসঞ্চার করে, বন্ধ পেশাব চালু করে, অর্ধাংগ, মুখবক্রতা রোগে উপকারী, বায়ু নিঃসরণকারী। কোনো কোনো ওলামায়ে কেরাম লিখেছেন যে, মধু চিনির মিশ্রণ হাজার সবজীর আরকের সমান। যদি সারা দুনিয়ার চিকিৎসা বিজ্ঞানীগণ একত্রিত হয়ে এরূপ আরক তৈরী করতে চায় তবুও কখনো তা পারবে না। এটা শুধু আল্লাহ তাআলারই মাহাত্ম্য যে, তিনি স্বীয় বান্দার জন্য বহু উপকারী আরক বানিয়েছেন।

পেট বেদনা ও হজমের ঔষধ

চিকিৎসা ঃ আবু নাঈম কিতাবুত তিব্বে আবু হুরাইরা (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, আমি পেটে বেদনার কারণে মসজিদে শুয়ে ছিলাম। এমতাবস্থায় রসূলুল্লাহ (স) আগমন পূর্বক আমাকে জিজ্ঞেস করলেন যে, তুমি কি অসুস্থ ? উত্তরে আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ জি-হাঁ অতপর তিনি আমাকে নির্দেশ দিলেন যে, উঠে দাঁড়াও এবং নামায পড়। কারণ নামাযে চিকিৎসা আছে অন্য বর্ণনায় হযরত আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত হয়েছে যে, আল্লাহ তাআলার যিকর ও নামায দ্বারা খাদ্য পরিপাক কর। আহারান্তেই শুয়ো না, এতে তোমাদের অন্তরে মরিচা ধরে যাবে।

এ হাদীস হতে জানা গেলো যে, আল্লাহর যিকর ও নামায দ্বীন ও দুনিয়া উভয় ক্ষেত্রেই উপকারী।

তেলের গুণাগুণ

চিকিৎসা ঃ আবু নাঈম হযরত আনাস বিন মালিক (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, হযরত সায়াদ বিন মায়ায (রা) হুযুর (স)-এর সামনে তেল ও খেজুর উপস্থিত করলে তিনি তা খেয়ে তাঁর জন্য দোয়া করলেন।

জ্ঞাতব্য ঃ ওলামায়ে কেরাম লিখেছেন, উপরোক্ত হাদীসের তাৎপর্য এই যে, খেজুর দ্বারা রুক্ষ মেজাজ সৃষ্টি হয় এবং তেল রুক্ষতা দূর করে। খেজুর কোষ্ঠকাঠিন্য সৃষ্টি করে এবং তেল তা দূর করে। এজন্য রসূলুল্লাহ (স) দুটি মিলিয়ে খেতেন যাতে ভারসাম্য সৃষ্টি হয়ে যায়।

তেলের অতিরিক্ত গুণ এই যে, নলীর শুষ্কতা দূর করে, কণ্ঠস্বর পরিষ্কার করে, রগসমূহকে মোলায়েম করে, ফোড়া গলায়, কিডনীতে চর্বি সৃষ্টি করে। মিছরির সাথে মিশিয়ে তেল খাইলে পাকস্থলীর জ্বালা দূর হয়।

www.pathagar.com

পানি দ্বারা জ্বর চিকিৎসা

চিকিৎসা ঃ ছাফরুছ ছায়াদা কিতাবের লেখক লিখেছেন যে, জ্বর জাহান্নামের ঝলক। এজন্য তাকে পানি দ্বারা ঠাণ্ডা কর। হাদীসে আছে যে, যখন কোনো ব্যক্তির জ্বর আসে তখন তার উপর তিন দিন পর্যন্ত ভোরে পানি ঢালতে হবে।

ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল (র) স্বীয় রচিত কিতাব মুস্তাদরাকে বর্ণনা করেছেন যে, রসূলুল্লাহ (স) জ্বর হলে পানির মশক চেয়ে নিয়ে শরীরে পানি ছিঁটিয়ে নিতেন। ইমাম তিরমিযী (র) হাদীস উদ্ধৃত করেছেন যে, জ ্বর আগুনের অংশ। এজন্য তাকে ঠাণ্ডা পানি দ্বারা নিভানো দরকার। তার জ ন্য পন্থা এই যে, নদীর পানিতে স্রোতমুখী হয়ে সূর্য উদয়ের পূর্বে বসে এ দোয়া পড়তে হবে–

بِسْمِ اللّٰهِ اَللّٰهُمَّ اَشْفِ عَبْدَكَ وَصَدِّقْ رَسُوْلَكَ -

"আল্লাহ তাআলার নামে আরম্ভ করছি। হে আল্লাহ! স্বীয় বান্দার সুস্থতা দান কর এবং স্বীয় রসূলকে সত্যায়িত কর।"

তিন দিন পর্যন্ত ঐ পানিতে ডুব দিবে, যদি সুস্থ হয় ভালো, অন্যথায় পাঁচ সাত অথবা নয় দিন এই আমল করবে। নয় দিন পূর্ণ না হতেই ইনশাআল্লাহ তাঁর হুকুমে সুস্থতা আসবে। (এ পর্যন্ত হাদীসের বর্ণনা শেষ হয়েছে)

জ্ঞাতব্য ঃ ওলামায়ে কেরাম কেউ বলেছেন যে, এ চিকিৎসা ঐ সব রোগীর জন্য নির্দিষ্ট যাদের সূর্যতাপ অথবা গরম দ্রব্য খাবার ফলে অথবা দুর্বলতার কারণে জ্বর হয়। শ্লৈষ্মিক ও প্রাকৃতিক কারণে যে জ্বর হয় তার চিকিৎসা এটা নয়। এরূপ সন্দেহ পোষণকারীদের যেমন কুরআন দ্বারা কোনো উপকার হয় না সেরূপ শ্লৈষ্মিক জ্বরেও এ চিকিৎসায় কোনো উপকার হবে না। যে ব্যক্তি দৃঢ় বিশ্বাসের সাথে এ চিকিৎসা করবে, এরূপ মনে করে যে, তা আল্লাহর রসূলের ব্যবস্থা, তাঁর বরকতে তিনি আরোগ্য দান করবেন। তাহলে অবশ্যই এ প্রকার চিকিৎসায় উপকার হবে ইনশাআল্লাহ।

ভেদ বন্ধে মধুর ভূমিকা

চিকিৎসা ঃ বুখারী ও মুসলিম শরীফে হাদীস উদ্ধৃত হয়েছে যে, রসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট এক ব্যক্তি উপস্থিত হয়ে নিবেদন করেন যে,

www.pathagar.com

রসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট এক ব্যক্তি উপস্থিত হয়ে নিবেদন করেন যে, পেটের গোলযোগের কারণে আমার ভাইয়ের দাস্ত হচ্ছে। হুযুর (স) তাকে বললেন, তুমি গিয়ে তাকে মধু পান করাও। সে ব্যক্তি পুনরায় আগমন পূর্বক নিবেদন করেন যে, হুযুর এ চিকিৎসায় দাস্ত বেড়ে গেছে। হুযুর (স) পুনরায় নির্দেশ দিলেন, যাও তুমি গিয়ে পুনরায় তাকে মধু পান করাও। এরূপ ঐ ব্যক্তি দুই তিন বার একই নিবেদন নিয়ে হুযুরের নিকট আগমন করেন। অবশেষে হুযুর (স) বললেন, আল্লাহ্ সত্য এবং তোমার ভাইয়ের পেট মিথ্যা।

অন্য বর্ণনায় বর্ণিত হয়েছে যে, ঐ ব্যক্তি পুনরায় গমন পূর্বক তার ভাইকে মধু পান করিয়েছিলো এবং ফলে সে সুস্থ হয়েছিলো।

জ্ঞাতব্য ঃ রসূলুল্লাহ (স)-এর উক্তি 'আল্লাহ্ সত্য তোমার ভাইয়ের পেট মিথ্যা' এর তাৎপর্য এই যে, হুযুর (স) অহীর মাধ্যমে জানতে পারলেন যে, ঐ ব্যক্তির ভাইয়ের পেটে কোনো খারাপ জিনিস জমা হয়েছে। দাস্তের মাধ্যমে তাকে বের করার প্রয়োজন ছিলো। এজন্য হুযুরের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, এ পন্থায় ঐ ব্যক্তি সুস্থ হয়ে যাবে।

জ্ঞাতব্য ঃ এ স্থানে জানা আবশ্যক যে, নবী (স)-এর চিকিৎসা পদ্ধতি ও জালিনুসের চিকিৎসা পদ্ধতির মধ্যে ওলামায়ে কেরাম যদিও যথাসাধ্য সমন্বয়ের চেষ্টা করেছেন তবুও দুটি পদ্ধতির মধ্যে বিরাট পার্থক্য বিদ্যমান। কারণ হুযুর (স)-এর চিকিৎসা পদ্ধতি আল্লাহ্ তাআলা প্রদত্ত অহীভিত্তিক, অন্যটি শুধু বুদ্ধিভিত্তিক আবিষ্কার ও গবেষণার সাথে সম্পর্কিত। এজন্য দুটি পদ্ধতির মধ্যে আসমান যমীন পার্থক্য বিদ্যমান। রসূলুল্লাহ (স)-এর চিকিৎসা পদ্ধতির দ্বারা ঐ সমস্ত লোক রোগমুক্ত হয়, যাদের ঈমান মজবুত এবং ইয়াকীন সুদৃঢ়।

অনেক ধর্মদ্রোহী প্রশ্ন করে যে, মধু দাস্তকারক, দাস্ত বন্ধে মধুর ক্রিয়া কিভাবে হবে? তাদের প্রশ্নের উত্তর এই যে, দাস্ত কোনো সময় বদ হজমের কারণে হয়, কখনো পাকস্থলীতে দূষিত পদার্থ জমা হবার কারণে হয়—দাস্তের অসুখ হয় খাদ্য দ্রব্যের কারণে, যখন দাস্ত হয় তখন তা বন্ধ করা ক্ষতিকারক এ অবস্থায় দাস্তের দ্বারা দূষিত পদার্থ বের করাই জরুরী। তা বের করার জন্য বিশেষ করে মধু গরম পানির সাথে মিশিয়ে খাওয়ালে উপকার হয়। এজন্য হুযুর (স) হুকুম দিয়েছেন যে, রোগীকে মধু পান করাও যাতে তার পেট হতে দূষিত পদার্থ বের হয়ে যায়। আল্লাহ্ ও তাঁর

www.pathagar.com

রসূল (স) সত্যই বলেছেন।

আখরোট ও পনিরের গুণাগুণ

চিকিৎসা ঃ তানজিয়াতুশ শারীআত কিতাবে হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত হয়েছে যে, রসূলুল্লাহ্ (স) বলেছেন, পনির ও আখরোট উভয়ই রুগী। কিন্তু যখন এ দুটি পেটে যায় তখন ঔষধ হয়ে যায়।

জ্ঞাতব্য ঃ এ হাদীস সম্পর্কে যদিও ওলামায়ে কেরাম বক্তব্য রেখেছেন তবুও এ নির্দেশটা চিকিৎসা পদ্ধতির সংগে সামঞ্জস্যশীল। কারণ পনির দ্বিতীয় পর্যায়ে ভিজা ঠাণ্ডা। আখরোট দ্বিতীয় পর্যায়ের গরম শুষ্ক। দুটো মিশিয়ে সেবনে ভারসাম্য হয়ে যায়। এ দুটো একে অপরের পরিশোধক হয়ে যায়।

আদাশুঁঠের গুণাগুণ ও রোগ চিকিৎসা

চিকিৎসা ঃ আবু নাঈম সাহেব হযরত আবু সাঈদ (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, রোমের বাদশাহ হুযুর (স)-এর নিকট তোহফা স্বরূপ একটি পাত্রে আদাশুঁঠের মোরব্বা পাঠালে তিনি তা হতে কিছু খেয়েছিলেন।

জ্ঞাতব্য ঃ এ হাদীস হতে জানা গেল যে, শরীরের শক্তি ও সুস্থতার জন্য সম্মিলিত খাবার খাওয়া নিষেধ নেই। শুঁঠের মোরব্বা ক্ষুধা বাড়ায়, খাদ্য হজম করে, বমি রোধ করে, আলস্য দূর করে, বায়ু নিঃসরণ করে, স্মৃতিবৃদ্ধি করে, দূষিত পদার্থ বের করে দেয়।

স্বাস্থ্য দীর্ঘস্থায়ী রাখার উপায়

চিকিৎসা ঃ বুস্তাম কিতাবের লেখক আবু নাঈম সাহেব লিখেছেন যে, হযরত আলী (রা) বলেছেন, যে ব্যক্তি স্বীয় স্বাস্থ্য দীর্ঘস্থায়ী রাখতে ইচ্ছুক, তার সকালে ও রাতে আহার করা, ঋণগ্রস্থতা হতে বিরত থাকা, নগ্ন পায়ে চলাফিরা না করা এবং স্ত্রী সঙ্গম কম করা উচিত।

পাণ্ডু রোগের চিকিৎসা

চিকিৎসা ঃ সহীহ বুখারী শরীফে আছে যে, এ রোগে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিছু লোককে উটের পেশাব ও দুধ মিশিয়ে পান করিয়েছিলেন এবং তাতে ঐ ব্যাধি নিরাময় হয়েছিলো। বর্ণনা দীর্ঘ

www.pathagar.com

হওয়ার কারণে এখানে তা উদ্ধৃত করা হলো না।

জ্ঞাতব্য ঃ কামূস কিতাবের লেখক শাইখুর রইছ সাহেব উক্ত কিতাবে লিখেছেন যে, উটের দুধ তার পেশাবের সাথে মিশিয়ে পান করান পাণ্ডু রোগের জন্য অতীব উপকারী। উল্লেখ্য পাণ্ডু রোগ তিন প্রকার ঃ প্রথম প্রকারকে বারকী, দ্বিতীয় প্রকারকে লাহমী, তৃতীয় প্রকারকে তবালী বলে।

পানির মশকের অনুরূপ ফুলে ওঠাকে বারকী বলে, পেট তবলার মত ফুলে ওঠাকে তবনী বলে, শরীর ফোলাকে লাহমী বলে। উটের দুধ ও পেশাব লাহমীর ঔষধ।

লেখক অন্য কিতাবে লিখেছেন হুযুর (স) যে সমস্ত লোককে উটের দুধ ও পেশাবের মিশ্রণ ব্যবহার করিয়েছেন তাদের ঐ রোগ লাহমী প্রকারের ছিল।

যখমের রক্ত বন্ধ করা

চিকিৎসা ঃ 'ছাফরুছ ছায়াদা' কিতাবে এসেছে যে, উহুদ যুদ্ধে হুযুর (স) ঘোড়ার উপর হতে ছিটকে পড়ে গিয়েছিলেন। এতে লৌহ শিরোস্ত্রাণের কড়া কপাল মুবারকে এঁটে গিয়েছিল যা এক সাহাবী দাঁতে কামড় দিয়ে বের করেছিলেন। ফলে ঐ সাহাবীর কয়েকটি দাঁত শহীদ হয়ে যায়। এ কারণে হুযুর (স)-এর রক্ত বন্দ হচ্ছিলো না। হযরত ফাতিমা (রা) রক্ত ধৌত করছিলেন এবং হযরত আলী (রা) পানি ঢালছিলেন। অবশেষে হুযুর (স)-এর পরামর্শানুযায়ী হযরত ফাতিমা (রা) একটা পুরান মাদুরের টুকরা পুড়িয়ে ঐ জখমে ভরে দিলে তৎক্ষণাত রক্ত বন্ধ হয়ে যায়।

মাথা ব্যথা ও রক্তদুষ্টির চিকিৎসা

চিকিৎসা ঃ বুখারী ও মুসলিম শরীফে উপরোক্ত বিষয়ে হাদীস উদ্ধৃত করা হয়েছে যে, হুযুর (স) দুই কাঁধে, মস্তকের পিছনে সিংগা লাগিয়েছেন। অন্য বর্ণনায় আছে যে, তিনি মস্তক মুবারকে সিংগা লাগিয়েছিলেন কারণ তাঁর পবিত্র মস্তক মুবারকে যন্ত্রণা ছিল। অন্য একটি বর্ণনায় কান ও কপালের মাঝখানে সিংগা লাগানোর কথা বলা হয়েছে। রসূলুল্লাহ (স) মেরাজের রাতে এক ফেরেশতার নিকট দিয়ে গমন কালে তিনি তাকে বললেন যে, হে মুহাম্মাদ (স) আপনি আপনার উম্মতকে সিংগা লাগাবার নির্দেশ দিন।

জ্ঞাতব্য ঃ শেখ আবদুল হক মুহাদ্দিস দেহলভী (র) লিখেছেন যে,

www.pathagar.com

উপরোক্ত হাদীসে সিংগা লাগাবার উদ্দেশ্য ছিল রক্ত বের করা। চাই তা রগ চিরে হোক কিম্বা সিংগা লাগিয়ে হোক। সমস্ত চিকিৎসকগণ এ কথায় একমত যে, সিংগা লাগানো গ্রীষ্ম প্রধান দেশে রগ চিরার চাইতে উত্তম। এখানে জানা গেল যে, রক্ত কেন্দ্রিক ব্যাধিতে রক্ত বের করা উপকারী। অর্ধেক মাথা ব্যথা সমস্ত মাথায় ব্যথার জন্য সুফল দেয়। সমস্ত চিকিৎসা বিজ্ঞানীদের বক্তব্য এই যে, যার চল্লিশ বছর বয়স পর্যন্ত রক্ত বের করার অভ্যাস হয়নি তার রক্ত বের করার অভ্যাস না করা উচিত। শারআতুল ইসলাম নামক কিতাবে আছে যে, রক্ত বের করা সুন্নাত। তা সমস্ত রোগেরই উপকার। বাসি পেটে রক্ত বের করা রোগমুক্তির উপায় এবং আহারান্তে ভরা পেটে স্বাস্থ্যের পক্ষে অহিতকর। বুস্তান কিতাবে আছে, অধিক গরম ও অধিক ঠাণ্ডা আবহাওয়ায় সিংগা লাগান অহিতকর। রক্ত বের করার সবচেয়ে উত্তম সময় বসন্তকাল। কিন্তু প্রয়োজনে যে কোনো ঋতুতেই উপকারী। মাসের তারিখ গণনায় চান্দ্রমাসের ১৭, ১৯ ও ২১ তারিখ, আর দিন গণনায় সোম, মঙ্গল ও বৃহস্পতিবার উত্তম। যদি কেউ শনিবার অথবা বুধবার রক্ত বের করে এবং তার কোনো রোগ হয় তবে দোষারোপ না করা উচিত। আমার ধারণা এবং কোনো কোনো কিতাবে আছে যে, ঐ সমস্ত দিনে রক্ত উত্তপ্ত হয়। এজন্য রহমতে আলম উম্মতগণকে ঐ সময় দিনে রক্ত বের করতে নিষেধ করেছেন।

যদি তারিখ ও দিন হাদীস অনুযায়ী একত্র হয় তবে সারা বছরই রোগের জন্য উপকারী। শারআতুল ইসলাম কিতাবে আছে, মস্তকে সিংগা লাগালে সাতটি ব্যাধি আরোগ্য হয়, পাগলামী, কুষ্ঠ, শ্বেতকুষ্ঠ, অর্ধাঙ্গ, দাঁতের ব্যথা, চোখের ব্যথা ও মাথার ব্যথা।

জ্ঞাতব্য ঃ ওলামায়ে কেরাম লিখেছেন যে, মাথা ব্যথা কোনো সময় গরম, কোনো সময় ঠাণ্ডা, কোনো সময় জ্বর, কোনো সময় স্ত্রী সংগমে কোমরে ব্যথা, অধিক কথা বলার কারণে হয়ে থাকে। এ কারণে রক্ত বের করা উপকারী। আবু দাউদ শরীফে বর্ণিত আছে যে, হুযুর (স) আঘাতজনীত কারণে নিতম্ব মুবারকে সিংগা লাগিয়েছেন।

পুনঃ জ্ঞাতব্য ঃ এ হাদীস থেকে জানা গেলো যে, প্রয়োজনের তাগিদে সতর খোলা বৈধ। কারণ নিতম্ব সতরের অন্তর্গত।

চিকিৎসাবিদগণের ধারণা এই যে, কান ও চোখের মধ্যবর্তী স্থানে সিংগা লাগানো নিম্নবর্ণিত রোগসমূহের জন্য উপকারী–মাথার ব্যাধি,

www.pathagar.com

রক্ত বের করার পর তিন দিন পর্যন্ত স্ত্রী সঙ্গম ও গোছল করা, পড়া ও সওয়ারী আরোহণে বেশী নড়াচড়া হতে বিরত থাকতে হবে।

হাদীস শরীফে আছে, যে ব্যক্তি শনি ও বুধবারে সিংগা লাগাবে তার শ্বেতকুষ্ঠ রোগ হবে। এরজন্য কাউকেও গালাগালি করবেন না। কারণ এটা তারই ভারসাম্যহীনতার কারণে হয়েছে।

যে সমস্ত রগে সিংঙ্গা লাগানো যায় তা ছয়টি।

(১) কীফাল ঃ ইউনানী ভাষায় তার অর্থ কিনারা। এ শিরা যেহেতু হাতের কিনারায় অবস্থিত, এজন্য একে কীফাল বলে।

(২) আহকাম ঃ বাজুর মাঝখানের উঁচু জায়গায় অবস্থিত। ইউনানী ভাষায় আহকাম মিলিত জিনিসকে বলে। যেহেতু কীফাল বাছলিকের সাথে মিলিয়ে অবস্থিত সেজন্য এর এ নাম।

(৩) বাছলিক ঃ ইউনানী ভাষায় বাদশাহকে বাছলিক বলে। এ রগ কলিজার সাথে মিলিয়ে অবস্থিত। এ থেকে রক্ত বের করা প্রধান অংগের জন্য উপকারী।

(৪) আত তিব্বি ঃ এ রগ বগলের নীচে অবস্থিত।

(৫) হাবলুয্ যারায়া ঃ এ রগ কীফাল রগের উপরে অবস্থিত।

(৬) আসলিম ঃ এটা মধ্যমা ও অনামিকা আঙুলের মাঝখানে অবস্থিত।

পায়ের রগ তিনটি ঃ (১) মানবাজ–এটা হাঁটুর নীচে অবস্থিত। (২) ইরকুননিসা, (৩) সাফিন।

যারা এ রগসমূহকে বিশ্লেষণ করতে চান তারা যেনো চিকিৎসার পুস্তকসমূহ অধ্যয়ন করেন। এখানে যেহেতু নবী (স)-এর চিকিৎসা বিষয়ক আলোচনা করা হয়েছে এজন্য এ বর্ণনা বাদ দেয়া হলো।

বৃহদান্ত্র বেদনার চিকিৎসা

চিকিৎসা ঃ ছাফরুছ ছায়াদা কিতাবের লেখক হযরত আনাস বিন মালিক (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, হুযুর (স) বলেছেন, বৃহদান্ত্রের চিকিৎসা আরবের বকরী দ্বারা করা উচিত। এর নিয়ম এই যে, আরবের বকরী রান্না করে তা কয়েক ভাগে বিভক্ত করে প্রতিদিন বাসী পেটে এক ভাগ খেতে হবে।

জ্ঞাতব্য ঃ বকরীর পিছনের গোশতের ঝোল বানিয়ে তিন দিন যদি বাসি পেটে খাওয়ানো হয় তবে ইনশাআল্লাহ্ বেদনা উপশম হয়।

www.pathagar.com

ইরকুননিসা একশিরার নাম যা নিতম্ব হতে পায়ের কটি পর্যন্ত লম্বা হয়। এর বেদনা এত তীব্র যে, কষ্ট ছাড়া মানুষ সব কিছু ভুলে যায়। এজন্য একে ইরকুননিসা বলা হয়।

কোষ্ঠবদ্ধতা চিকিৎসা ও ছামার[১] গুণাগুণ

চিকিৎসা ঃ ছাফরুছ ছায়াদা কিতাবে আছে, হুযুর (স) আসমা বিনতি আমাছ রাদিয়াল্লাহু আনহাকে জিজ্ঞেস করেছেন যে, তোমার যখন কোষ্ঠ পরিষ্কারের প্রয়োজন হয় তখন কি ব্যবহার কর। তিনি উত্তরে বলেছেন যে, শাবরাম। হুযুর (স) বলেছেন যে, তাতো অত্যন্ত গরম। আসমা তখন বলেছেন যে, কখনো ছামাও ব্যবহার করি। এটা শুনে রাসূলে আকরাম (স) বলেছেন যে, যদি মৃত্যুর কোনো ঔষধ হতো তবে ছামাই হতো।

জ্ঞাতব্য ঃ হিজাজ ভূমিতে এক প্রকার ঘাস জন্মে তার নাম শাবরাম। এ ঘাস চতুর্থ মানের গরম এটা ঔষধরূপে কোষ্ঠ পরিষ্কারের জন্য উপকারী নয়। হাদীস শরীফে আছে যে, হুযুর (স) বলেছেন, হে লোকেরা! ছামা ও ছুট খাও। কারণ মৃত্যু ছাড়া এ দুটি ঔষধে সমস্ত ব্যাধির চিকিৎসা আছে। ছুট সম্পর্কে আটটি বর্ণনা আছে। তন্মধ্যে সঠিক মত এই যে, মধুকে ছামা ও ছুট বলে, কারণ ছামা ও ছুট কোষ্ঠশুদ্ধিতে অতুলনীয়। মধুর গুণাগুণ ও উপকারিতা ইতিপূর্বে বর্ণনা করা হয়েছে।

ছামার উপকারিতা এই যে, মক্কা মুয়ায্যামায় সবচেয়ে উৎকৃষ্ট ছামা জন্মে। এটা দাস্ত পরিষ্কারক। শ্লেষ্মা ও শুষ্ক কাশির জন্য অত্যন্ত উপকারী। রক্ত, শ্লেষ্মা, পিত্ত ও কফের জন্য উপকারী। মস্তিষ্ক ও ত্বক পরিষ্কারক, কফ জাতীয় ব্যাধির জন্য অতুলনীয়, পাগলামী, মৃগি, আধা মাথা বেদনা, সমস্ত মস্তক বেদনা দূর করে, মন সবল করে।

সাধারণ ব্যাধিতে কালোজিরা দ্বারা চিকিৎসা

চিকিৎসা ঃ সহীহ্ মুসলিম শরীফে হযরত আবু হুরাইরা (রা) হতে বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, কালোজিরা মৃত্যু ছাড়া সকল রোগের ঔষধ।

জ্ঞাতব্য ঃ হাকিম জালিনুছ সাহেবের মত এই যে, কালোজিরা পেটের বায়ু ও গ্যাস শোধন করে, ভক্ষণে পেটের কৃমি মারা যায়। পানিতে

১. ছামা এক প্রকার গাছের পাতা যা কোষ্ঠ পরিষ্কারক।–অনুবাদক

www.pathagar.com

জ্বালিয়ে মস্তকে ঢাললে সর্দিতে উপকার হয়, শুষ্কতার কারণে যদি গায়ে ফোস্কার মত উঠে তবে তা খেলে উপকার হয়। তৈলাক্ত শরীরে লাগালে দ্রুত পরিষ্কার হয়। ঋতুবন্ধতা দূর করে, ফোঁড়া বা বাগী ফাটাতে সহায়তা করে, ছিরকার সাথে খেলে শ্লেষ্মা দূর হয়, সরিষার তেলে মিশিয়ে ঘ্রাণ নিলে চোখের ব্যথা দূর হয়, ভক্ষণে হাফী রোগে উপকার হয়, কালো জিরা মিশিয়ে জ্বালানো পানি কুলি করলে দাঁতের ব্যথা নিরাময় হয়। তা খেলে বন্ধ পেশাব চালু হয়। পুড়িয়ে ধোয়া দিলে ঘর হতে মশা ও ছারপোকা পালিয়ে যায়।

কালোজিরার গুণাগুণ

চিকিৎসা ঃ কোনো কোনো ওলামায়ে কেরাম লিখেছেন যে, কালো জিরা কফ ও শ্লেষ্মা জ্বর নাশ করে। পেটে বক্র কৃমি ধ্বংস করে। যদি তার পোটলা বানিয়ে গলায় ধারণ করা যায় তবে সর্দি সেরে যায়। চাতুর্থিক জ্বরের চিকিৎসা হয়। যে মহিলার স্তনের দুধ শুকিয়ে যায় তা খেলে দুধ চালু হয়। পাকস্থলীর রস চুষে, শরীর মজবুত করে এবং গুনস্ব আনয়ন করে। বৃহদান্ত্রে গ্যাসের বেদনায় উপকারী। বমনুদ্বেগ ও প্লীহা বেদনায় উপকারী। যাইতুনের সাথে সর্বদা ব্যবহারে রং ফর্সা করে, ছিরকার সাথে ভক্ষণে পেটের পোকা মরে যায়। সেকাঞ্জাবীন সাথে খেলে চাতুর্থিক ও শ্লৈষ্মিক জ্বর নিরাময় হয়, মধুসহ খেলে কিডনীর পাথর নিরাময় হয়, ভেজে খেলে অর্শের উপকার হয়, শক্ত ফোড়ার ক্ষেত্রে দুগ্ধপোষ্য শিশুর পেশাবের সাথে বেটে কালো জিরার প্রলেপে ফোড়া ফেটে আরোগ্য হয়, ছিরকার সাথে পিষে প্রলেপে কুষ্ঠব্যাধি সেরে যায়, অণ্ডকোষ ফুলায় ছিরকার সাথে পিষে প্রলেপে উপকার হয়, মাকাল ফলের পানির সাথে নাভিতে প্রলেপে বক্র কৃমি মরে যায়।

মাথার চুল পড়ে গেলে মেহেদীর সাথে পিষে লাগালে চুলের গোড়া শক্ত হয়। গোলাপ পানির সাথে পিষে লাগালে শক্তক্ষতে উপকার হয়।

যয়তুন তেলের সাথে মিশিয়ে পুরুষাঙ্গে লাগালে রতিশক্তি বৃদ্ধি হয়। হযরত কাতাদাহ (রা) বলেন, কালোজিরার একুশটি দানা কাপড়ে বেঁধে পানিতে জাল দিয়ে নাকের ডান ছিদ্রে দুই ফোটা বাম ছিদ্রে এক ফোটা একাধারে তিন দিন যে ব্যক্তি ব্যবহার করবে সে মস্তিষ্ক ব্যাধি হতে মুক্ত থাকবে। এজন্য হুযুর (স) বলেছেন যে, কালোজিরায় মৃত্যু ছাড়া সমস্ত রোগের ঔষধ আছে।

www.pathagar.com

ছোট ব্যাধি বড় ব্যাধির পরিপূরক

চিকিৎসা ঃ জামে' কবীর কিতাবের লেখক একটি হাদীস উদ্ধৃত করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, চারটি ব্যাধির জন্য অন্য চারটি ব্যাধিকে খারাপ মনে না করা উচিত।

তাহলো (১) চোখের বেদনা ঃ অন্ধ হয়ে যাওয়া হতে রক্ষা পায়। (২) সর্দিতে কুষ্ঠ ব্যাধি হতে পরিত্রাণ দেয়। (৩) কাশিতে অর্ধাংগ রক্ষা করে। (৪) ফোঁড়া বা বাগী হলে কুষ্ঠব্যাধি হতে নিস্তার পায়।

শারীরিক ব্যাধি নিবারণে রসুনের কার্যকারিতা

চিকিৎসা ঃ ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ূতী 'জামেউজ জাওয়াম' কিতাবে হযরত দায়লামী (র) হতে এবং তিনি হযরত আলী (রা) হতে হাদীস বর্ণনা করেছেন, রসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, হে লোকেরা! রসুন খাও এবং এর দ্বারা রোগ চিকিৎসা কর। কারণ এতে রোগের প্রতিষেধক আছে।

জ্ঞাতব্য ঃ এ হাদীসের শুদ্ধতা সম্পর্কে যদিও ওলামায়ে কেরামের কথা আছে। কিন্তু চিকিৎসা বিজ্ঞানীগণ রসুনের বহু গুণাগুণ বর্ণনা করেছেন যেমন–

- ফোঁড়াকে ফাটিয়ে দেয়।
- ঋতুবন্ধতা চালু করে।
- বন্ধ পেশাব চালু করে।
- কোষ্ঠবদ্ধতা দূর করে স্বাভাবিক করে।
- পাকস্থলীর দুর্গন্ধ বায়ু স্বাভাবিক করে, নিঃসরণ করে তাকে শুষ্ক করে পরিষ্কার করে রস শুষ্ক করে।
- রক্তকে তরল করে।
- পাকস্থলি হতে বায়ু দূর করে কণ্ঠস্বর পরিষ্কার করে ।
- রক্তপিত্ত বায়ু শ্লেষ্মা দূষণকে বিদূরিত করে।
- বৃহদান্ত্রের বায়ু বের করে।
- প্লীহার জন্য উপকারী।
- ঠাণ্ডা প্রকৃতির লোকদের রতিশক্তি সৃষ্টি করে।
- পাকস্থলি ও সন্ধিস্থানের বেদনায় বহু উপকার দেয়।
- পেটের পোকা মারে।
- শ্লৈষ্মিক পিপাসা নিবারণ করে।

www.pathagar.com

o চেহারার সৌন্দর্য আনয়ন করে।

o শ্বাস রোগ, অর্ধাঙ্গ ও হাঁপানী রোগে উপকার হয়।

o কিডনীর পাথরী দূর করে।

o এটা পানিতে জ্বালিয়ে কুলি করলে দাঁত শক্ত হয়।

o রক্তচাপ রোধ করে।

o অর্শের রুগী ও গর্ভবতীর জন্য ব্যবহার ক্ষতিকারক।

o পিত্ত উৎপন্ন করে।

o দৃষ্টিশক্তি দুর্বল করে।

o দুধের সাথে মিশিয়ে লাগালে ফোড়া গলিয়ে দেয়।

o লাওশাদের সংগে মিলিয়ে কুষ্ঠে লাগালে তা দূর হয়।

o অণ্ডকোষের ফোঁড়ায় প্রলেপে উপকার হয়।

o এ সমস্ত উপকার সত্বেও বিনা প্রয়োজনে এর ব্যবহার ভালো নয়। কারণ ফেরেশতাগণের এর গন্ধে ঘৃণা আসে। হুযুর (স) বলেছেন, রসুন খেয়ে মসজিদে যাবে না।

সূর্য তাপে গরম পানি ব্যবহার কুষ্ঠ রোগের জন্য দেয়

চিকিৎসা ঃ ইমাম জালালুদ্দীন চিশতি লিখেছেন যে, হযরত উমর (রা) বলেছেন, রৌদ্রের তাপের গরম পানির দ্বারা গোসল না করা উচিত কারণ তাতে কুষ্ঠব্যাধি সৃষ্টি হয়।

চুলকানীর চিকিৎসা

চিকিৎসা ঃ বুখারী ও মুসলিম শরীফে হযরত আনাস বিন মালিক (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, হযরত আবদুর রহমান (রা) ও হযরত আউয়াল ইবনুল আউয়াল উভয়ের শরীরে চুলকানী সৃষ্টি হবার কারণে তারা খুব অস্থির ছিলেন। এমতাবস্থায় হুযুর (স) তাদেরকে রেশমি কাপড় পরিধানের অনুমতি দান করেন। মুসলিমের অন্যান্য বর্ণনায় আছে যে, হুযুর (স)-এর দরবারে কোনো যুদ্ধের অবস্থানে উকুনের উপদ্রবের অভিযোগ আনা হলে হুযুর (স) অনিবার্য কারণে রেশমী কাপড়ের জামা পরিধানের অনুমতি দান করেন।

জ্ঞাতব্য ঃ এ হাদীসে দুটি বিষয় স্বীকৃত হয়েছে-

এক. রেশমী কাপড় পুরুষের জন্য হারাম। কারণ হারাম না হলে বিশেষ অনুমতির প্রয়োজন কি ?

www.pathagar.com

দুই. এটা জানা গেলো যে, অনিবার্য কারণে হারাম জিনিসও হালাল হয়ে যায়। এটা ছাড়া একথাও জানা গেলো যে, রেশমী কাপড় চুলকানীর জন্য উপকারী। রেশমে আরাম পাওয়া যায় এবং আন্ত্রিক ব্যাধি দূর করে। মুজিজ কিতাবের লেখক লিখেছেন যে, রেশমীর ক্রিয়া গরম এবং আনন্দদায়ক। রেশমীর কাপড় উকুন নিবারণ করে।

পাজর বেদনার ঔষধ

ইমাম তিরমিযী (র) হযরত যায়েদ বিন আরকাম (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূল (স) এরশাদ করেছেন, হে লোকেরা! তোমরা পাঁজরের বেদনার চিকিৎসা কুছতি বাহারী ও যয়তুন দ্বারা কর।

জ্ঞাতব্য ঃ প্রকাশ থাকে যে, কুছতি বাহারী দুই প্রকার। প্রথম প্রকার মিষ্টি ও সাদা রংয়ের, দ্বিতীয় প্রকারের রং কালো ও স্বাদে তিক্ত।

অপরদিকে পাঁজরের বেদনাও দুই প্রকার। যা বুকে ফুলে হয়। প্রথমে এ ফোলা ভিতরাঙ্গে, পরে ভিতর বাইরে প্রকাশ হয়। এ অত্যন্ত মারাত্মক হয়। এটার চিহ্ন এই যে, তাতে জ্বর ও কাশি এবং শ্বাসবন্ধ সৃষ্টি হয়, প্রচণ্ড বেদনায় বুদ্ধিবিভ্রাট ঘটে, পিপাসার আধিক্য হয়।

পাঁজর বেদনার দ্বিতীয় প্রকার এই যে, বায়ু নিঃসরণ বন্ধ হয়ে পাঁজরে এক প্রকার বেদনা হয়। কুছতি বাহারী এই বেদনার ঔষধ। এটা ব্যবহারের পন্থা এই যে, এটা পিষে যয়তুনের তেলে মিশিয়ে বেদনার স্থানে মালিশ করবে এবং ঐ মিশ্রণ হতে কিছু কিছু চেটে খেলে ইনশাআল্লাহ এ বেদনা উপশম হবে। যদি পাঁজরের বেদনা উপরে বর্ণিত প্রথম প্রকারের হয় এবং তা যদি শ্লেষ্মাজনক হয় তবে এ ঔষধ তার জন্য উপকারী হবে।

কিন্তু ফোলা যদি পৈত্রিক বা রক্তের কারণে হয় তবে ঐ ঔষধে তার কোনো উপকার হবে না।

অপর এক হাদীসের বর্ণনা এই যে, হুযুর (স) একবার রোগাক্রান্ত হলে বাড়ীর লোকেরা মনে করেন যে, তাঁর পাঁজরের বেদনা হয়েছে। এ কারণে তারা কুছতি বাহারী ও যয়তুন তার মুখ মুবারকে দিতে থাকলে তিনি ইঙ্গিতে তা দিতে নিষেধ করলেন।

কিন্তু কেউ তাঁর কথা বুঝতে পারলেন না। পরে তাঁর সংজ্ঞা ফিরলে তিনি জানতে চাইলেন যে, তাঁর মুখে কি দেয়া হয়েছিল। তাঁরা বললো, যয়তুন ও কুছতি বাহারী। তা শুনে হুযুর (স) বললেন, তোমরা পাঁজরের

www.pathagar.com

ব্যথা মনে করেছ, কিন্তু আল্লাহ তাআলা আমাকে এ ব্যাধি হতে মুক্ত রাখবেন। অতপর বললেন, যে আমার মুখে এ ঔষধ ঢেলেছে তার মুখেও এ ঔষধ ঢালা হবে।

জ্ঞাতব্য ঃ এ হাদীস হতে জানা গেল, যে ব্যক্তির চিকিৎসা বিজ্ঞান সম্পূর্ণ জানা নেই, সে কখনোই যেন চিকিৎসা না করে। এতে যদি কারো ক্ষতি হয় তবে তার উপর ক্ষতিপূরণের দায়িত্ব অর্পিত হবে।

ছাফরুছ ছায়াদা কিতাবের লেখক হযরত আমর বিন আস হতে বর্ণনা করেছেন যে, যে ব্যক্তি না জানা সত্ত্বেও চিকিৎসা করে এবং ঔষধ সম্পর্কে যার জ্ঞান নেই সে ক্ষতি পূরণের দায়গ্রস্ত।

ওলামায়ে কেরাম লিখেছেন, যদি কোনো অচিকিৎসক না জানা সত্ত্বেও চিকিৎসা করে এবং রোগী মারা যায় তবে তার ক্ষতিপূরণ দেয়া ওয়াজিব হবে।

যদি কারো চিকিৎসার জন্য দুজন চিকিৎসক একত্র হয়ে যায় তবে এ অবস্থায় হুযুরের মত এই যে, দুজনের মধ্যে যিনি বেশী দক্ষ হবেন তিনিই চিকিৎসা করবেন। ভুল চিকিৎসার কারণে যদি কেউ মারা যায় তবে তার উপর ক্ষতিপূরণ ওয়াজিব হবে। যে সমস্ত বর্ণনা লেখা হলো তা ঐ হাদীসের সারমর্ম যা হযরত ইমাম মালিক (র) মুয়াত্তা কিতাবে আলোচনা করেছেন।

মাথা বেদনার ঔষধ ও মেহেদীর গুণাগুণ

চিকিৎসা ঃ ইবনে মাজা শরীফে আছে যে, হুযুর (স)-এর যখন মাথা ব্যথা হতো তখন তিনি মাথায় মেহেদীর প্রলেপ লাগিয়ে বলতেন যে, নিসন্দেহে আল্লাহ তাআলার হুকুমে উপকার হবে।

জ্ঞাতব্য ঃ মাথা বেদনার এ চিকিৎসা ঐ ধরনের বেদনার জন্য যা রক্তের কারণে নয়। ঐ ধরনের বেদনায় শিংগা লাগাতে হবে।

আবু দাউদ শরীফে আছে যে, যখন কোনো ব্যক্তি হুযুর (স)-এর নিকট বেদনার কথা বলতেন তখন তিনি তাকে শিংগা লাগাবার নির্দেশ দিতেন। আর যদি কেউ পেটের বেদনার কথা বলতেন তখন তাকে তিনি মেহেদীর প্রলেপ লাগাবার পরামর্শ দিতেন।

www.pathagar.com

জামে তিরমিযী শরীফে ইমাম রফি (র) হতে বর্ণনা করেছেন যে, হুযুর (স)-এর যদি কোনো সময় ফোঁড়া বা বাগী হতো অথবা কাটা ফুটতো তখন তিনি মেহেদী লাগাতেন

জ্ঞাতব্য ঃ চিকিৎসাবিদগণ বলেছেন যে, মেহেদী কোষ্ঠবদ্ধতা দূর করে, অন্ত্রের মুখ খুলে দেয় এজন্য হুযুর (স) পেটের বেদনায় মেহেদীর প্রলেপ দিতেন। মেহেদীর গুণ এই যে, শরীরের দূষিত রক্তকে শুষ্ক করে। যদি সাত মিছকাল মেহেদী চিনির সাথে খাওয়া হয় তবে প্রাথমিক অবস্থায় কুষ্ঠ ব্যাধির উপকার হয়। চিকিৎসাবিদগণের কেউ কেউ বর্ণনা করেছেন যে, যদি একমাস কাল উপরোক্ত পরিমাণে উক্ত নিয়মে মেহেদী খাওয়া হয় তবে কুষ্ঠব্যাধি সারে। এর মর্ম এই যে, এর আর কোনো চিকিৎসা নেই।

যদি কোনো ব্যক্তির নখ ঝরে যায় তবে মেহেদীর পানি বা রস দশ মিছকাল দশদিন খেলে ইনশাআল্লাহ পুনরায় আসল নখের জন্ম হবে। এর প্রলেপ দিলে বন্ধ পেশাব চালু হয়। আধা মিছকাল মিশিয়ে খেলে অর্ধাংগ দূর হয়, মূত্রপাথরী ও কিডনির উপকার হয়, ফোঁড়ায় প্রলেপে তা ফেটে যায়।

মুখের ঘায়ের জন্য এর মিশ্রিত পানি দ্বারা কুলি করলে উপকার হয়। হাঁটুর বেদনায় এর প্রলেপ পরীক্ষিত চিকিৎসারূপে গণ্য।

শিশুদের কণ্ঠনালীর ব্যাধি

চিকিৎসা ঃ গাদারাহ দুগ্ধপোষ্য শিশুদের একটি বিশেষ রোগ যা বেশীর ভাগ কণ্ঠনালীতে হয়, এর প্রকৃত কারণ এই যে, ধাত্রীরা শিশুদের নালীতে আঙুল দ্বারা টান দেবার কারণে এ ব্যাধি হয়। কোনো সময় রক্তদূষণের কারণে এ ব্যাধি হয়। এর লক্ষণ এই যে, শিশুর মুখ ও নাক হতে প্রচুর রক্তক্ষরণ হয়।

এ কারণে হুযুর (স) মেয়েদের নিষেধ করেছেন যে, শিশুদের নালীতে যেন জোরে চাপ দেয়া না হয়। এরূপে তিনি এ ব্যাধির চিকিৎসার কথা বলেছেন । ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল তাঁর লিখিত গ্রন্থ মুছতাদরাকে লিখেছেন যে, একদা হুযুর (স) হযরত আয়েশা (রা)-এর ঘরে প্রবেশ করে দেখতে পান যে, তাঁর নিকট একটি ছেলে যার নাকের ছিদ্র হতে রক্ত ঝরছে। তিনি জানতে চাইলেন যে, তার নাকে কি হয়েছে যে, এরূপ রক্ত ঝরছে ? লোকেরা বললো, তার গাদারাহ হয়েছে, তার মাথায় বেদনা

www.pathagar.com

আছে। তিনি বললেন, মহিলাদের উপর আফসোস। তোমরা তোমাদের সন্তানদের এভাবে ধ্বংস করো না। অর্থাৎ শিশুদের নালীতে এভাবে চাপ দিও না যাতে শিশুরা এ অবস্থার শিকার হয়। অতপর তিনি বললেন, শিশুর এ ব্যাধি হলে কিছু কুছতি বাহারী পানি দিয়ে পিষে শিশুর নাকে দিবে। হযরত আয়েশা (রা) এ ঔষধ ঐ ছেলের মাকে শিখিয়ে দিয়েছিলেন অতপর এ ঔষধটি ব্যবহারে ঐ ছেলে সুস্থ হয়ে যায়।

কুছতি বাহারীর গুণাগুণ

জ্ঞাতব্য ঃ চিকিৎসাবিদগণ লিখেছেন যে, কুছতি বাহারী পেশাব ও ঋতুবন্ধতা নিরসন করে, শরীরের দূষিত পদার্থ চুষে নেয়, প্লীহার সংকোচনতা দূর করে, বুক ও গর্ভথলীর বেদনায় উপকার হয়, হজম শক্তি বৃদ্ধি করে, দূষিত রস দূর করে, পেটের পোকা ধ্বংস করে, মস্তিষ্ক ও সন্ধিস্থানের বেদনা দূর করে, বায়ু নিঃসরণ করে, সেকাঞ্জাবীনের সাথে চাটলে চাতুর্থিক জ্বর সারে। মধুর সাথে মিশিয়ে চাটলে শ্বাসকষ্ট ও পুরাতন কাশিতে উপকার হয়, অন্ত্র বৃদ্ধি কমিয়ে দেয়, কাঁপুনি ব্যাধিতে উপকার হয়, এর ধোয়ায় সর্দিতে উপকার হয়, এর প্রলেপে ব্রণের দাগ নিরাময় হয়। যয়তুনের তেলের সাথে মিলিয়ে প্রলেপে কানের ব্যথা সারে, পিষে ঘ্রাণ নিলে মাথা ব্যথায় উপকার হয়। যদি কেউ প্রশ্ন করে যে, কুছতি বাহারী গরম এবং গাদারাও গরম তবুও এ ব্যাধিতে কিরূপে উপকার হবে ? এর উত্তর এই যে, গাদারাহ রক্ত ও শ্লেষ্মা মিলিয়ে সৃষ্টি হয় বরং শ্লেষ্মা বেশী এবং রক্ত কম থাকে। কুছতি বাহারী গরম শ্লেষ্মারস চুষে নেয় এজন্য ঔষধ গাদারায় উপকার হয়। অন্যান্য ওলামায়ে কেরাম অন্য উত্তর দিয়েছেন যে, এটাও হুযুর (স)-এর এক মু'জিযা, যে সম্পর্কে কথা বলা অজ্ঞতা ও ইতিকাদের পরিপন্থী।

হৃৎপিণ্ডের বেদনার ঔষধ

চিকিৎসা ঃ হযরত সায়াদ (রা) হতে ইমাম আবু দাউদ বর্ণনা করেছেন, আমি একবার অসুস্থ হলে হুযুর (স) আমার শুশ্রূষার জন্য শুভাগমনপূর্বক স্বীয় হস্ত মুবারক আমার বুকের উপর রাখলেন। আমি অন্তরে তার শীতলতাও অনুভব করলাম। তিনি বললেন, তোমার হৃৎপিণ্ডে বেদনা হয়েছে, তুমি হারিছ বিন কিল্দাহর নিকট যাও, সে মানুষের চিকিৎসা করে। হারিছের জন্য কর্তব্য যে, সে মদীনার সাতটা খেজুর বিচি সহ তা কেটে খাওয়াবে।

www.pathagar.com

জ্ঞাতব্য ঃ ওলামায়ে কেরাম লিখেছেন যে, মদীনা শরীফের খেজুরের মধ্যে আল্লাহ্ এ গুণ দিয়েছেন যে, তা হৃৎপিণ্ডের বেদনায় উপকার হয়। সাত এর সংখ্যা যা বর্ণনা করা হয়েছে তার গুণাগুণ সম্পর্কে আল্লাহ্ তাআলা ও তাঁর রাসূল ছাড়া অন্য কারো জানা নেই। এ ব্যাপারে সমস্ত চিকিৎসাবিদগণ অজ্ঞ। কারণ একথার সম্পর্ক অহীর সাথে। অন্য হাদীসসমূহে বর্ণনা করা হয়েছে, যে ব্যক্তি মদীনা শরীফের সাতটি খেজুর ভোরে খাবে তার কখনো বিষ ও যাদুর ক্রিয়া হবে না।

পুনঃ জ্ঞাতব্য ঃ এস্থানেও একই অবস্থা। সমস্ত চিকিৎসক ও জ্ঞানীগণ এটা জানতে অপারগ যে, বিষের ক্রিয়া দূর করতে খেজুরের কার্যকারিতা কী। কিন্তু এস্থানে দৃঢ়বিশ্বাসের প্রয়োজন। আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের উপর বিশ্বাস যেরূপ হবে ঐরূপ উপকার হবে। এজন্য আমি ইতিপূর্বে আলোচনা করেছি, যে ব্যক্তি হুযুর (স)-এর চিকিৎসা নিতে চায় তাকে সর্বপ্রথম ঈমান দৃঢ় করতে হবে। ঈমান ঠিকমত দৃঢ় করার অর্থ হলো, হুযুর (স)-এর বর্ণিত চিকিৎসায় সামান্যতম সন্দেহ না হওয়া। এমনকি যদি কোনো চিকিৎসকও নিষেধ করে তবুও এটা জানা উচিত যে, দুনিয়াবী চিকিৎসাজ্ঞান কাল্পনিক, আর হুযুর (স)-এর চিকিৎসাজ্ঞান নিশ্চিত। কাল্পনিক জ্ঞান নিশ্চিত জ্ঞানের সমান কিরূপে হতে পারে ? যে ব্যক্তির হুযুর (স)-এর চিকিৎসা এ পর্যায়ে বিশ্বাস না হবে তার উচিত এ পন্থায় চিকিৎসা না করিয়ে দুনিয়াবী চিকিৎসাবিদগণের পন্থায় চিকিৎসা করানো। এতে ঈমান চলে যাবার আশংকা থাকবে না।

চিকিৎসা বর্জন সুন্নাত

চিকিৎসা ঃ একটি কথা জানা প্রয়োজন যে, যেখানে চিকিৎসা করা সুন্নাত সেখানে পরিহার করাও সুন্নাত। কেউ যেন এ ধারণা না করে যে, পরিহার করা শরীআতের লঙ্ঘন। কারণ পরিহারের বৈধতা কুরআন পাক দ্বারা স্বীকৃত। যেমন আল্লাহ্ তাআলা বলেছেন যে, যদি তোমরা রোগগ্রস্ত হও তবে তায়াম্মুম কর। হুযুর (স) হযরত ছুহাইব রূমী (রা)-কে বলেছিলেন যে, তুমি খেজুর খাবে না, কারণ তোমার চোখে বেদনা আছে। ইতিপূর্বে এ পুস্তকে বর্ণনা করা হয়েছে যে, হুযুর (স) হযরত আলী (রা)-কে দুর্বলতার অবস্থায় খেজুর খেতে নিষেধ করেছেন, যার বিস্তারিত বর্ণনা পূর্বে করা হয়েছে। এসব প্রমাণাদি দ্বারা জানা যায় যে, ব্যাধিতে কিছু খাদ্যদ্রব্য পরিহার করাও জরুরী। বুদ্ধিমান দীনদার চিকিৎসক পরিহারের যে পরামর্শ দেন, সেই অনুযায়ী পরিহার করা দরকার। কিন্তু কোনো

www.pathagar.com

চিকিৎসক যদি বিনা প্রয়োজনে কাউকেও হারাম দ্রব্য খেতে পরামর্শ দেন তবে তার পরামর্শ গ্রহণ করা যাবে না।

কারণ জানা গেল যে, ঐ চিকিৎসক দীনদার নয়। স্বাস্থ্য ও সুস্থতার জন্য আল্লাহ্ তাআলার উপর ভরসা করা দরকার।

হুদর বা বোধশূন্যতার চিকিৎসা

চিকিৎসা ঃ হুদর ঐ ব্যাধিকে বলে, যার কারণে মানব শরীরে কোনো অনুভূতি-নড়াচড়া, গরম-ঠাণ্ডা কিছুরই বোধশক্তি থাকে না।

ছাফরুছ ছায়াদা কিতাবে আছে যে, কয়েক ব্যক্তি একটি বৃক্ষের নিকট গিয়ে ঐ বৃক্ষের কিছু খেয়ে ফেলে, যার কারণে লোকগুলো তৎক্ষণাত স্থবির, অনুভবহীন ও নির্বাক হয়ে যায়। হুযুর (স) বললেন যে, একটি মশকে পানি ঠাণ্ডা করে ফজরের আযান ও তাকবিরের মধ্য সময়ে তাদের উপর ঝাপটা মার।

জ্ঞাতব্য ঃ এ চিকিৎসা ইউনানি চিকিৎসা পদ্ধতির অনুরূপ। কারণ কোনো ব্যক্তি সংজ্ঞাহীন হলে ইউনানী চিকিৎসা মতে তার মুখে ঠাণ্ডা পানির ঝাপটা দেয়া হয়ে থাকে।

ছিবরাহ্ বা ফোঁড়ার ঔষধ

চিকিৎসা ঃ হিন্দি ভাষায় ফোঁড়াকে ছিবরাহ বলে, ছাফরুছ ছায়াদা কিতাবে এর চিকিৎসা সম্বন্ধে লেখা হয়েছে যে, উম্মাহাতুল মু'মিনীন (রা)-এর মধ্যে একজন বর্ণনা করেছেন যে, আমার আঙুলে একবার ফোঁড়া হয়েছিলো। হুযুর (স) আমার ঘরে আসলেন এবং আমাকে জিজ্ঞেস করলেন যে, তোমার নিকট কি কিছু কালো জিরা আছে ? আমি বললাম আছে। তিনি বললেন, তা ফোঁড়ার উপর লাগাও।

জ্ঞাতব্য ঃ কাসাবুয যারিরাহ্ গুড়াকে জারিরাহ্ বলে, কাসাবুয যারিরাহ পুরাতন হলে তার ভিতর হতে ঘুনের মত একপ্রকার জিনিস বের হয়। তাকে যারিরাহ বলে। যালিনুস লিখেছেন যে, যারিরাহ্কে পানি দ্বারা পিষে ফোঁড়ায় লাগালে তা সেরে যায়।

রোগীকে পরিচর্যা ও কথা দ্বারা সন্তুষ্ট করা

চিকিৎসা ঃ রোগীর সামনে ভালকথা বলা উচিত যাতে তার মন প্রফুল্ল হয়। কারণ তাতে রোগকষ্ট কমে যায়।

www.pathagar.com

ছাফরুছ ছায়াদা কিতাবে হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) হতে হাদীস বর্ণিত হয়েছে যে, যখন তোমরা কোনো রোগীর নিকট সেবার জন্য যাও, তখন রোগীর সামনে তার দীর্ঘায়ু সম্পর্কে কথা বল। বস্তুত এরূপ কথায় তাকদীর পরিবর্তন হবে না, কিন্তু রোগীর অন্তর তৃপ্ত হবে।

জ্ঞাতব্য ঃ উপরোক্ত বিষয়ের মর্ম এই যে, যখন তোমরা রোগীর সেবায় যাও তখন তার মন খুশি করার মত কথাবার্তা বল। উদাহরণ স্বরূপ তাকে এরূপ বলা যায় যে, তুমি চিন্তা করো না, ইনশাআল্লাহ তুমি শীঘ্রই সুস্থ হয়ে উঠবে, তোমার তো এখনও অনেক হায়াত আছে, এরূপ বললে তাকদির পরিবর্তন হবে না। তবে উপকার এই হবে যে, রোগীর মন খুশি হবে কিন্তু অবশ্য এ বিষয় খেয়াল রাখতে হবে যে, মিথ্যা কিস্সা কাহিনী যেনো বর্ণনা করা না হয়। তাতে নিজেই গুনাহগার হবে এবং রোগীকেও গুনাহগার বানাবে। এ সময়টা এমন, এ সময় তাওবা ও ইস্তিগফার করতে থাকবে এবং আল্লাহ তাআলার প্রতি নিবিষ্টচিত্ত রাখবে।

তবে হ্যাঁ যদি কেউ রোগীর মন সন্তুষ্ট করার জন্য অশ্লীলতা বিবর্জিত ঠাট্টা করে তবে তাতে দোষ নাই। বরং তাতে রোগ হালকা হয়, কিন্তু ঠাট্টা বিদ্রূপ যেন না হয়। কারণ বিদ্রূপ করা একটা আন্তরিক রোগ, এই ধরনের লোক নেতৃবর্গ ও ক্ষমতাসীনদের মনতুষ্ট করার জন্য ঘরে ঘরে যাতায়াত করে। ঐ সমস্ত লোক তার সাথে হাসি তামাসা করতে থাকে। এরূপ ব্যক্তি আল্লাহ তাআলার নিকট নিকৃষ্ট । এরূপ ব্যক্তির সাথে আন্তরিকতায় অন্তরে মরিচা ধরে যায়। এ ব্যাধির চিকিৎসা এই যে, অন্তর হতে লোভ লালসা বের করে দিয়ে ধৈর্যকে লক্ষস্থল বানাতে হবে, যাতে অপমানের পরিবর্তে সম্মানের জীবন অর্জন হয়।

ক্রোধ দূর করার উপায়

চিকিৎসা ঃ জানা প্রয়োজন যে, ক্রোধ ব্যাধির লক্ষণের একটি। তাতে নিজের ক্ষতি হয় এবং অন্যের রাগ সৃষ্টি হয়।

পিত্তের জোয়ারে কোনো সময় তার আধিক্যে অন্তরের প্রাকৃতিক তাপ বের হয়ে আসে। এর কারণে জ্বর মাথা ব্যাথা হৃৎপিণ্ডের ধরফড় বেহুশতা- এটা ছাড়াও নানা রকম ব্যাধির জন্ম হয়। কোনো সময় এমতাবস্থায় পৌছে যে, কুফরি বাক্য মুখ দ্বারা বের হতে থাকে এরূপ ব্যক্তির মানসম্মান মানুষের দৃষ্টিতে কমে যায়। তার শত্রু বাড়ে এবং বন্ধু কম হয়ে যায়। রাগ হতে হিংস্র, পরশ্রীকাতরতা, ক্রোধ, শত্রুতার মত ব্যাধির সৃষ্টি হয়। এরূপ ব্যক্তির শক্তি থাকলে অন্যকে ক্ষতি করে, শক্তি না থাকলে নিজেই নিজের

www.pathagar.com

জীবন ধ্বংস করে, নিজের কাপড় ছিড়ে ফেলে। কখনো এমনও হয় যে, আত্মহত্যার চেষ্টা করে।

এজন্য হুযুর (স) এরশাদ করেছেন যে, হে লোকেরা! রাগ জ্বলন্ত আগুন যা মানুষের অন্তরে জ্বালানো হয়। রাগ আগুন হবার প্রমাণ এই যে, রাগে চোখ লাল হয়ে যায়, ঘাড়ের রগ ফুলে যায়, রং বিবর্ণ হয়, সমস্ত শরীরে উদ্দাম আসে।

জ্ঞাতব্য ঃ এ হাদীস থেকে জানা গেল যে, রাগ একটি আগুন যা অন্তরে সৃষ্টি হয়ে শরীরে প্রকাশ পায়। মানুষের উচিত যে, যথাসাধ্য এ আগুন হতে নিজকে নিজে বাঁচানো। তবুও যদি রাগ এসে পড়ে, তবে হাদীস শরীফে তার তিন প্রকার চিকিৎসার কথা বর্ণনা করা হয়েছে।

প্রথম চিকিৎসা ঃ রাগ হলে ঠাণ্ডা পানি পান ও তার দ্বারা অজু করবে। এ চিকিৎসা ইউনানী চিকিৎসা পদ্ধতির অনুরূপ । যথা হাকীম আলি শিরাজী কানুন কিতাবের ব্যাখ্যায় লিখেছেন যে, রাগান্বিত অবস্থায় হৃদয় ও প্রাকৃতিক উত্তাপ মানুষের নড়াচড়ার মধ্যে হয়। এরূপ সময়ে ঠাণ্ডা পানি পান করলে এবং শরীরে ঢাললে পরিপূর্ণ উপকার হয়।

দ্বিতীয় চিকিৎসা ঃ রাগের সময় মানুষ যদি দাঁড়ানো থাকে তবে বসে পড়বে, যদি বসে থাকে তবে শুয়ে পড়বে।

পুনঃ জ্ঞাতব্য ঃ কিছু সংখ্যক উলামায়ে কেরাম লিখেছেন যে, শুয়ে পড়ার দ্বারা রাসূল (স)-এর উদ্দেশ্য এই যে, বিনয়ী হয়ে স্বীয় আত্মাকে বুঝাবে যে, তুমি মাটি হতে সৃষ্টি হয়েছ। কিন্তু আগুনের সাথে কেন খেলা করছ। মাটিকে দেখ যে তার উপর পেশাব পায়খানা করা হয় এবং নাপাকী ফেলা হয় মাটি সব সহ্য করে। তোমারও উচিত যে, তুমি যে দ্রব্য হতে সৃষ্টি হয়েছ, অর্থাৎ মাটি হতে তার অনুরূপ হও। বস্তুত এ আগুনই যার কারণে শয়তান কাফিরও আল্লাহর দরবার হতে বিতাড়িত হয়েছিলো। যার মর্ম আল্লাহ তাআলা ও তাঁর রাসূল (স) অধিক জ্ঞাত।

তৃতীয় চিকিৎসা ঃ রাসূল (স) বলেছেন, রাগের সময় আল্লাহ তাআলাকে স্মরণ করবে এবং 'আউযুবিল্লাহি মিনাশ শাইত্বানির রাজীম' পড়বে। কেননা রাগ করা শয়তানের স্বভাব। কারণ আদম আলাইহিস সালামের উপর সর্বপ্রথম শয়তানই রাগ করেছিল। যার ফলশ্রুতিতে তার এ অবস্থা হলো। এ ঘটনা হতে উপদেশ গ্রহণ করে রাগকে নির্মূল করবে।

আল্লাহ তাআলাকে স্মরণ করার জন্য যে কথা বলা হয়েছে তার উদ্দেশ্য এই যে, নিজের আত্মাকে বুঝাবে যে, তুমি সারাদিন আল্লাহ

www.pathagar.com

তাআলার নাফরমানী করছ। আল্লাহ তাআলার সর্বপ্রকার ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও তিনি ক্ষমা করে দিচ্ছেন। তুমি দুর্বলতম সৃষ্টি, তোমারই উচিত সবসময় ক্ষমা করে দেয়া, যাতে কিয়ামতের দিন তোমার গুনাহ্ মাফ হয়ে যায়।

দুঃখ ও চিন্তার চিকিৎসা

ছাফরুছ ছায়াদা কিতাবে লিখিত আছে, রসূলুল্লাহ (স)-এর বাড়িতে যখন কোনো প্রকার শোক অথবা হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা)-এর কোনো আত্মীয় মারা যেতো তখন তিনি তাম্বিয়া রান্না করে ছারীদের সাথে মিশিয়ে বলতেন যে, হে লোকেরা! এগুলো খাও। কারণ এতে নিরাময় আছে। হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা) বলেন, আমি রসূলুল্লাহ (স) হতে শুনেছি তিনি বলতেন, তাম্বিয়া অন্তরের ব্যাধির জন্য শান্তি আর এটি হিংসা ও চিন্তা দূর করে দেয়।

হাদীসে আছে, রসূলুল্লাহ (স)-এর কাছেও যখন কোনো ব্যক্তি এ কথা বলত যে, অমুক ব্যক্তি রোগের কারণে খাদ্য খেতে পারছে না তখন তিনি তাকে বলতেন যে, রোগীকে তাম্বিয়া খাওয়াও। ঐ পাক জাতের শপথ যার কুদরাতের মুষ্ঠিতে আমার জীবন, তাম্বিয়া পেটকে এভাবে ধুয়ে দেয় যেভাবে কোনো ব্যক্তি নিজের মুখের ময়লা আবর্জনা ধুয়ে ফেলে।

জ্ঞাতব্য ঃ তাম্বিয়া একটি তরল পানীয়। এটি তৈরীর নিয়ম এই যে, যবের গুড়া দুধে মিশিয়ে রান্না করে তার সাথে মধু মিশান হয়। অতপর ঠাণ্ডা করে পান করা হয়।

ছারীদ তৈরীর বিখ্যাত পদ্ধতি এই যে, গোশতের ঝোলের সাথে রুটি দিয়ে রান্না করা হয়। এ খাদ্য মস্তিষ্ক ও অন্তরের শক্তি বৃদ্ধিতে খুব ফলপ্রসূ। পাকস্থলি ও পেটের যাবতীয় দূষিত পদার্থ পবিত্র করে পাকস্থলি পরিষ্কার করে দেয়। দুঃখ ও চিন্তার জন্য খুব উপকারী। একটি কথা স্মর্তব্য যে, রসূলুল্লাহ (স)-এর চিকিৎসা পদ্ধতিতে তাম্বিয়ার মর্যাদা ঐ রকম যে রকম ইউনানী চিকিৎসায় যবের গুড়ার মর্যাদা। হাকীম জালিনুসের বক্তব্য এই যে, যবের সমতুল্য কোনো খাদ্য সৃষ্টি করা হয় নাই। কারণ এ খাদ্য সুস্থ অসুস্থ দুই অবস্থায় কাজ হয়। এজন্য রোগীকে যবের গুড়া খাওয়ানো হয়। গমের গুড়া খাওয়ানো হয় না, কেননা যবের গুড়া পিপাসা দূর করে, রক্তের চাপ কমায়, পিত্তাধিক্য দূর করে, পাকস্থলি পরিষ্কার করে। এর ছাতু চিনির সাথে মিশালে উত্তম খাদ্যে পরিণত হয়। কোনো কোনো ওলামায়ে কেরাম লিখেছেন যে, যব উত্তম খাদ্য হওয়ার জন্য একটি প্রমাণই যথেষ্ট

www.pathagar.com

যে, সমস্ত আম্বিয়া আলাইহিমুস সালামের খাদ্য ছিলো যব। এজন্য মুসলমানদের জন্যও তা উত্তম খাদ্য। হাকীম জালিনুস ও বুকরাত যাই বলুক না কেন।

বিষের ক্ষতি ও তার চিকিৎসা

চিকিৎসা ঃ ছাফরুছ ছায়াদা কিতাবে বর্ণিত আছে যে, এক ইয়াহূদী মহিলা গোশতে বিষ মিশিয়ে রসূলুল্লাহ (স)-এর খেদমতে খেতে দিলে তিনি তা হতে কিছু খান। অতপর আল্লাহ্ তাআলা গোশতকে কথা বলার ক্ষমতা দান করলে বলল যে, হুযুর আপনি আমাকে খাবেন না, কারণ আমি বিষমিশ্রিত। রসূলুল্লাহ (স) ঐ মহিলার নিকট জানতে চাইলেন যে, তুমি এ গোশতে কেন বিষ মিশিয়েছ ? উত্তরে সে বললো যে, আমি আপনাকে পরীক্ষা করার জন্য বিষ দিয়েছি। কেননা আপনি নবী। এজন্য বিষে আপনার কোনো ক্ষতি হবে না। মু'জিযা স্বরূপ ঐ সময় বাস্তবিকই তার কোনো ক্ষতি হয়নি। কিন্তু অভ্যন্তরীণভাবে ঐ বিষক্রিয়া করেছিলো। বস্তুত এ ঘটনার তিন বছর অতিক্রান্ত হওয়া পর্যন্ত তিনি জীবিত ছিলেন। এ সময়ের মধ্যে কখনো কখনো বিষের ক্রিয়া অনুভব হতো। তখন তিনি ঘাড় ও কাঁধে সিংগা লাগাতেন। ইন্তেকালের সময় তিনি বলেছিলেন যে, ঐ যে বিষ খেয়েছিলাম তা আমার বুকের রগগুলোকে ছিড়ে দিয়েছে। বস্তুত ঐ অবস্থায়ই তাঁর ইন্তেকাল হয়েছে। এ কারণে উলামায়ে কেরামগণ বলেন যে, রসূলুল্লাহ (স)-কে শাহাদাত দান করা হয়েছে। আল্লাহ তাআলা তাঁকে এত বড় উচ্চমর্যাদা থেকে বঞ্চিত করেননি। রসূলুল্লাহ (স)-এর উপর ইহুদীরা যখন যাদু করেছিলেন তখন তিনি মস্তক মুবারকে শিংগা লাগাতেন। যাদু ইত্যাদির বর্ণনা এখানে অপ্রাসঙ্গিক। এর বর্ণনা তিব্বে ইলাহীতে বর্ণনা করা হবে।

জ্ঞাতব্য ঃ এ হাদীস থেকে জানা গেল যে, রক্ত বের করাও যাদুর জন্য উপকারী। এস্থানে কোনো বেদীন যদি এই প্রশ্ন করে যে, যাদু ও রক্ত বের করার মধ্যে কোনো সামঞ্জস্য নেই এবং নিজেও অন্যকে আনুমানিক ভাবে যাদু দ্বারা চিকিৎসা করতেন। চিকিৎসা বিষয়ে তার কোনো জ্ঞান ছিলো না। এর উত্তর এই যে, হাকীম জালিনুছ ও এরিস্টটল যদি এ চিকিৎসার কথা জানতেন তবে ঐ প্রশ্নকর্তাগণ এ প্রকার প্রশ্ন করতেন না। বরং তারা সামঞ্জস্য বিধান করে বলতো যে, এ ব্যক্তি তো জ্ঞানের আধার ছিল। কোনো নির্ভরযোগ্য মাধ্যমে তার এ চিকিৎসা জ্ঞান অর্জিত হয়েছে । এজন্য আমাদের জ্ঞানের ঘোড়া দৌড়াবার প্রয়োজন কি ?

www.pathagar.com

আমাদের উত্তর এই যে, রসূলুল্লাহ্ (স)-এর চিকিৎসা পদ্ধতিসমূহের সম্পর্ক ওহীর সাথে এবং ওহীর চেয়ে নির্ভরযোগ্য মাধ্যম আর কি হতে পারে।

দ্বিতীয় উত্তর এই যে, যাদুর ক্রিয়া মানুষের হৃদয়ে ও শরীরে হয়। মানুষের হৃদয় রক্ত দ্বারা সৃষ্টি। এজন্য হৃদয়ের চিকিৎসক ঐ রক্তকে যা জীব হৃদয়ের মূল তাকে বের করার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন। কারণ রক্ত বের করার কারণে মানবিক হৃদয় দুর্বল হয়ে যায়। এজন্য হুযুর (স) চিকিৎসার পরামর্শ দিয়েছেন। দ্বিতীয়ত এ চিকিৎসায় যাদুর ক্রিয়া একদম নির্মূল হয়ে গিয়েছে।

বমির সাহায্যে ব্যাধির চিকিৎসা

চিকিৎসা ঃ মিশকাত ও আবু দাউদ শরীফে বর্ণিত আছে, একদা নবী করীম (স) বমি করেন, অতপর তিনি ওযু করেন।

জ্ঞাতব্য ঃ এ হাদীস হতে জানা গেল যে, তিনি কখনো কখনো বমির দ্বারা চিকিৎসা করতেন। এজন্য চিকিৎসকগণ বর্ণনা করেছেন যে, বমিতে মস্তিষ্ক পবিত্র হয়। হেকিম বুকরাতের মত এই যে, মানুষের উচিত মাসে দুবার বমি করা। যাতে একবার বমির পরেও যদি কিছু নির্গমনযোগ্য থাকে তবে দ্বিতীয় বারে বের হয়ে পরিষ্কার হয়ে যাবে। কিন্তু বেশী বমি করলে বুকে ও পাকস্থলিতে বেদনা সৃষ্টি হয়। হাকীম জালিনুছ বলেছেন, বৈশিষ্টানুযায়ী বমি পাকস্থলিকে দুর্বলকারী, কিন্তু যে বমি আপনাআপনি আসে তাকে বাধা দেয়া উচিত নয়। বমি হওয়া বাধা দিলে নানাবিধ ব্যাধি সৃষ্টি হয়। অণ্ডকোষ বড় হয়ে যায়।

শায়খুর রইছ বলেন, পাকস্থলির ভিতর হতে যদি উত্তেজনা সৃষ্টি হয় এবং সমস্ত খাদ্য বের হয়ে আসে তাকে বমি বলে। যদি অল্প পরিমাণ বের হয় তবে তাকে তাহওয়া বলে। যদি বমির ভাব হয় এবং কিছুই বের না হয় তাকে গাশইয়ান বলে। এতে ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মতে মুখভরে বমি করলে ওযু ভেঙে যায়। কারণ বমি প্রকৃতপক্ষে তাই যা মুখ ভরে হয় এবং ভিতরে যা থাকে তা রোগের সাথে বের হয়ে আসে।

মুলার দুর্গন্ধ নিবারণের উপায়

চিকিৎসা ঃ ছাফরুছ ছায়াদা কিতাবের লেখক তানজিয়াতুশ শারীআত কিতাব হতে উদ্ধৃত করেছেন যে, রসূলুল্লাহ্ (স) বলেছেন, যে ব্যক্তি মুলা

www.pathagar.com

খেয়ে গন্ধ বের হওয়া থেকে বাঁচতে চায় সে যেন আমাকে স্মরণ করে। অন্য বর্ণনায় আছে, সে আমার উপর দরূদ পড়বে ।

জ্ঞাতব্য ঃ কোনো কোনো উলামায়ে কেরাম লিখেছেন যে, এ হাদীস মুনকাতি। বরং এটা হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা)-এর কথা। তার মধ্যে কোনো কোনো রাবি অজ্ঞাত। কোনো কোনো উলামায়ে কেরাম লিখেছেন যে, আমরা তা পরীক্ষা করেছি এ আমলে মুলার গন্ধ চলে যায়। আল্লাহ তাআলাই অধিক জ্ঞাত।

বস্তুত মুলার উপকারিতা এই যে, তা কণ্ঠস্বর পরিষ্কার করে, ক্ষুধা লাগায়, আহারের পরপর চাটলে বায়ু নিঃসরণ হয়, চেহারার রং পরিষ্কার করে, নিয়মিত খেলে পতিত চুল পুনরায় গজায়। মুলার রস কোষ্ঠবদ্ধতা দূর করে।

হরতকী ও তার গুণাগুণ

চিকিৎসা ঃ জামে' কবীর কিতাবে আছে হরতকীতে প্রত্যেক ব্যাধি হতে মুক্তির উপাদান আছে। এর গুণাগুণ এই যে, এটি পাকস্থলি পরিষ্কার করে। বায়ুশোধন করে, বন্ধ পেশাব চালু করে, দুধ বৃদ্ধি করে। হায়েয চালু করে, কিডনীর পাথর বের করে, শ্লেষ্মা বের করে, অর্শ্বে উপকারী, রতিশক্তি বৃদ্ধি করে।

খুরাছানি জুয়াইন ও নারগিছের গুণাগুণ

জ্ঞাতব্য ঃ জামে' কবীর কিতাবে বর্ণিত হয়েছে যে, খুরাছানি জুয়াইন খাও। কারণ তা বুদ্ধি বৃদ্ধি করে, এবং নারগিছকে আল্লাহ তাআলার নামের সাথে ঘ্রাণ নাও। যদি দিনে অথবা বছরে একবারও হয়। খুরাছানি জুয়াইনের উপকারিতা এই যে ঃ

- পেটে ধারণ ক্ষমতা ও ক্ষুধা বৃদ্ধি করে।
- মনকে সতেজ ও শ্লেষ্মার অপকারিতা দূর করে।
- বীর্য বৃদ্ধি করে।
- পেটের পোকাসমূহ মেরে ফেলে।
- বমনেচ্ছা রোধ হয়।
- কিন্তু পেটে জ্বালা বৃদ্ধি হয়।
- তবে বুদ্ধি সতেজ হয়।

www.pathagar.com

নারগিছের গুণাগুণ

o পেট দূষণ শোধন করে।

o পেটের যাবতীয় পোকা মেরে ফেলে।

o দূষিত বায়ু নিঃসরণ করে।

o এর শিকড় পানিতে সিদ্ধ করে খেলে বমি হয়।

o বাচ্চাদানিকে পরিষ্কার করে।

o পাকস্থলি হতে দূষিত পদার্থ বের করে দেয়।

o জখমের স্থানে মাংস পূরণ করে।

o পিষে মধুর সাথে মিশিয়ে শরীরের সন্ধিসমূহে লাগালে বেদনায় খুব উপকার হয়।

o পুরুষাঙ্গে মালিশ করলে তা শক্ত হয়।

o ভাঙা জায়গায় লাগালে জোড়া লাগে।

o অঙ্গসমূহের বেদনায় অমোঘ

o জখমের রক্ত বন্ধ করে।

o ঠাণ্ডা ঋতুতে এর ঘ্রাণ নিলে সর্দিতে উপকার হয়।

যাই[১] ফলের গুণাগুণ ও উপকারিতা

চিকিৎসা ঃ যাইফলের অনেক উপকারিতা আছে, যথা-

o মনের হতাশা দূর করে।

o পেশাবাধিক্যে উপকার হয়।

o পাকস্থলি, মন ও মস্তিষ্কে শক্তি যোগায়।

o জীবাত্মার প্রশান্তিকারক।

o ভক্ষণে দুর্বলতা, দুশ্চিন্তা দূর করে।

o দাস্ত রোধক।

o ঘ্রাণে আত্মার শক্তিবর্ধক।

o গর্ভপাত রোধ করে।

o প্লীহার দুর্বলতায় উপকারী।

o সর্দি বন্ধ করে এবং অন্তরকে পরিষ্কার করে।

লাউবিয়ার (মটরশুটি) গুণাগুণ ও উপকারিতা

চিকিৎসা ঃ রতিশক্তিতে গতি সঞ্চার করে।

o বীর্য সৃষ্টি ও স্ত্রীলোকের দুধ বৃদ্ধি করে।

---

১. ছেফ ফল সদৃশ এক প্রকার ফল তা কাবুল ও কাশ্মীরে জন্মে।

www.pathagar.com

০ বন্ধ পেশাব ও ঋতু চালু করে।
০ শরীর গঠন করে, কোমর ও কিডনীতে বেদনার উপকার হয়।
০ বিলম্বে পরিপাক হয়, ঢেকুর উঠায়।
০ ভক্ষণে পাকস্থলীর কার্যকারিতা সৃষ্টি করে।
০ রাই ও শুঠ এর প্রতিষেধক।
০ গর্ভাবস্থায় অধিকমাত্রায় লাওবিয়া খেলে সন্তান বুদ্ধিমান হয়।

তরমুজের গুণাগুণ ও উপকারিতা

চিকিৎসা ঃ তরমুজের বহুবিধ গুণাগুণের মধ্যে একটি এই যে, গর্ভকালীন সময়ে বেশী মাত্রায় এটা খেলে সুন্দর ও সুস্থ সন্তান জন্ম গ্রহণ করে।

স্মরণচ্যুতি ও ভ্রম সৃষ্টিকারী দ্রব্যসমূহ

চিকিৎসা ঃ নিম্নে বর্ণিত নয়টি জিনিস দ্বারা ভ্রমব্যাধি সৃষ্টি হয়।
০ পানিটার খেলে, ইদুঁরের উচ্ছিষ্ট খেলে ও পান করলে
০ টক ছেফ ফল খেলে।
০ কাঁচা ধনিয়া বেশী খেলে।
০ ঘাড়ে বেশী শিংগা লাগালে।
০ দুই মেয়েলোকের মধ্যে চললে,
০ প্রত্যাশিতকে দেখলে,
০ ছারপোকা ও উকুনকে জীবিত ছেড়ে দিলে,
০ সর্বদা গোরস্থানে কুরআন তিলওয়াত করলে।

জ্ঞাতব্য ঃ পেটের কৃমি মারবার জন্য বাসি পেটে খেজুর খেলে উপকার হয়। যে ব্যক্তি কুরআন শরীফ মুখস্ত করতে চায় তার বেশী বেশী মধু খাওয়া উচিত।

এ সমস্ত বর্ণনা জামে' কবীর কিতাব হতে নেয়া হয়েছে। আল্লাহ তাআলাই অধিক জ্ঞাত।

মিশকের গুণাগুণ ও উপকারিতা

চিকিৎসা ঃ জামে' ছাগীর কিতাবের লেখক সালমা বিন আকওয়া (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, রসূল (স) স্বীয় মস্তক ও দাড়ি মুবারকে মিশক লাগাতেন।

www.pathagar.com

জ্ঞাতব্য ঃ উলামায়ে কেরাম লিখেছেন যে, এর তাৎপর্য এই–

০ মিশক রং উজ্জ্বল করে।

০ মনমস্তিষ্ক ও রতিশক্তিতে শক্তি যোগায়।

০ উদাসীনতা, চিন্তা, মৃদুহৃদকম্প দূর করে।

০ কোষ্ঠবদ্ধতা, চতুর্দোষকে বিশুদ্ধ করে

০ এর ঘ্রাণ নিলে সর্দি ঠাণ্ডাজনিত বেদনা হতে পারে না।

০ এর প্রলেপে যৌনোত্তেজনা গতি সঞ্চার করে।

০ যদি চোখে ফুলি পড়ে অথবা বেদনা হয় এটি লাগালে খুব উপকার হয়।

০ এর ঘ্রাণ বেহুশতায় উপকারী

০ মুখের বক্রতা, শরীর অবশ, ভুলে যাওয়া ও বেহুশ হওয়া ব্যাধিতে উপকারী।

আবু দাউদ শরীফের এক বর্ণনায় আছে যে, রসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট একটি শিংগা ছিল, তিনি তা হতে সুগন্ধি গ্রহণ করতেন।

পুনঃ জ্ঞাতব্য ঃ সে সুগন্ধি বানাবার নিয়ম হলো কয়েক প্রকার সুগন্ধিদ্রব্য পানিতে উত্তমরূপে মিশাতে হবে, অতপর কিছু সুগন্ধি তেলের সাথে দুই দিরহাম বা তার চেয়ে কিছু বেশী পরিমাণ মিশক মিশিয়ে চারঘণ্টা পর্যন্ত পিষতে হবে। অতপর শুষ্ক হলে তা দ্বারা টিকি বানাতে হবে। এ টিকি শুষ্ক হলে তা ছিদ্র করে হার বানাতে হবে। যখন ইচ্ছা হবে তখনই ঘ্রাণ নিতে হবে।

কোনো কোনো ওলামায়ে কেরাম লিখেছেন যে, সঙ্গমের মুহূর্তে ঐ হার গলায় ধারণ করলে যৌনশক্তি বিজয়ী থাকে। আল্লাহ তাআলা অধিক জ্ঞাত। এখানে একথা জানা দরকার যে, রসূলুল্লাহ (স)-এর সুগন্ধির প্রয়োজন ছিল না। কারণ তাঁর শরীর মুবারকে প্রাকৃতিক সুগন্ধি এত পরিমাণ ছিল যে, অন্য সুগন্ধি তার সমকক্ষ হতো না। হযরত আনাস বিন মালিক (রা) বলেছেন যে, রসূলুল্লাহ (স)-এর ঘামে যে সুগন্ধি ছিল তা আমি কোনো মিশক আম্বরেও দেখিনি। তিনি আরো বলেছেন রসূলুল্লাহ (স) যখন কোনো পথ অথবা গলি দিয়ে যেতেন তখন সমস্ত রাস্তায় সুগন্ধি ছড়িয়ে যেত। ঐ সুগন্ধির দ্বারা লোক বুঝতে পারতো যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ রাস্তা দিয়ে গমন করেছেন। হযরত উম্মে সালমা (রা) তার ঘাম নিয়ে আতরে মিশাতেন যে কারণে তাঁর আতর সমস্ত আতরের চেয়ে উৎকৃষ্ট হয়ে যেত। উতবা বিন ওয়াহাদ-এর শরীরে

www.pathagar.com

কোনো ব্যাধি হয়েছিল। রসূলুল্লাহ (স) তাঁর শরীরের উপর স্বীয় হস্ত মুবারক বুলিয়ে দিলেন, এরপর তার সমস্ত শরীর সুগন্ধি হয়ে গিয়েছিলো। ঐ ব্যক্তির চারজন স্ত্রী ছিল। তারা প্রতি দিন আতর ব্যবহার করতেন, কিন্তু উতবার শরীরের সুগন্ধি সর্বোৎকৃষ্ট থাকত। এ সমস্ত ঘটনা ইমাম তিবরানী জামে সগীরে লিখেছেন।

সুরমা লাগাবার সঠিক পন্থা

চিকিৎসা ঃ আবু দাউদ শরীফে বর্ণিত হয়েছে যে, রসূলুল্লাহ (স) রাতে শোবার সময় সুগন্ধিযুক্ত সুরমা ব্যবহার করতে বলেছেন।

জ্ঞাতব্য ঃ কোনো কোনো ওলামায়ে কেরাম লিখেছেন যে, সুগন্ধিযুক্ত সুরমার অর্থ এখানে মিশক মিশানো সুরমা। ইবনে মাজা শরীফে বর্ণিত হয়েছে যে, ইছমাদ সুরমা সমস্ত সুরমার মধ্যে উত্তম। কারণ তা দৃষ্টিশক্তি বৃদ্ধি করে, ভ্রূকে ঘণ করে। তিরমিযী শরীফের ব্যাখ্যায় ইসপাহানীয় সুরমাকে ইছমাদ সুরমা বলা হয়েছে। কোনো কোনো হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, সুরমা লাগাবার সময় বেজোড় সংখ্যায় তার তুলি চোখে লাগান উচিত।

পুনঃ জ্ঞাতব্য ঃ ওলামায়ে কেরাম সুরমা ব্যবহার বিষয়ক তিন প্রকারের বর্ণনা করেছেন ঃ

প্রথমতঃ দুই পোচ ডান চোখে, দুই পোচ বাম চোখে, অতপর শুধু ডান চোখে এক পোচ লাগাবে।

দ্বিতীয়তঃ দুই পোচ ডান চোখে ও দুই পোচ বাম চোখে লাগাবে ।

তৃতীয়তঃ প্রতি চোখে তিন তিন পোচ লাগাবে।

সুগন্ধির গুণাগুণ ও উপকারিতা

চিকিৎসা ঃ ছাফরুছ ছায়াদা কিতাবে আছে যে, রসূলুল্লাহ (স)-কে যখনই কেউ সুগন্ধি উপহার দিতো তখন তিনি তা ফেরত দিতেন না। তাঁর বক্তব্য এই যে, কোনো ব্যক্তি আপনাকে যদি সুগন্ধি দেয় তবে তা ফেরত দিবেন না।

জ্ঞাতব্য ঃ ওলামায়ে কেরাম লিখেছেন যে, সুগন্ধি ব্যবহার ও বাড়িকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখলে স্বাস্থ্য ভাল থাকে, মনে শান্তি পাওয়া যায়। এটি অন্তরে শক্তি যোগাতেও উপকারী।

মুসনাদে বাজ্জার কিতাবে বর্ণিত আছে যে, রসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ আল্লাহ পবিত্র এবং পরিচ্ছন্নতা রক্ষাকারীকে ভালোবাসেন, তিনি দাতা এবং

www.pathagar.com

দাতাদের ভালোবাসেন। এজন্য প্রত্যেক ব্যক্তির উচিত স্ব স্ব অবস্থানের স্থান বাড়ি-ঘরকে পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্ন রাখা। ইহুদীদের ন্যায় যেন না হয়, যেরূপ তারা আঙিনায় আবর্জনা দুর্গন্ধ জমিয়ে রাখে। হাকীম বুকরাত বলেছেন যে, দুর্গন্ধে মানুষ রোগাক্রান্ত হয়। এজন্য মানুষের উচিত নিজকে ময়লা ও দুর্গন্ধ হতে পরিপূর্ণভাবে হিফাজতে রাখা এবং নিজে নিজেকে ভারসাম্য সীমা হতে অগ্রসর হতে না দেয়া। কারণ প্রতি কর্মেই বাড়াবাড়ি ক্ষতিকারক। মানুষকে বখাটেদের মত সর্বদা সাজসজ্জা নিয়ে মেতে থাকাও উচিত নয়। আবার মূর্খ ফকীরদের মত গোছল, ধোয়া ও পরিচ্ছন্নতা বর্জনপূর্বক ভস্ম মেখে মাথার চুল লম্বা করে পাগল বেশ ধারণ করাও অনুচিত। কারণ ঔষধের ক্রিয়া তখনই হয় যখন ঔষধ খাদ্য না হয়ে যায়। মানুষের উচিত ঘরে বাঘের চামড়ার বিছানা না বানানো। কারণ তাতে ভয় ও হৃদকম্প রোগ সৃষ্টি হয়।

রাতে কাপড় দ্বারা ঝাড়ু দিবার কুফল

চিকিৎসা ঃ সালাতুছ ছাউদি কিতাবে লিখিত হয়েছে যে, রাতের বেলা ঝাড় দিলে অভাব আগমন করে। বুস্তান কিতাবের লেখক আবু সাঈদ সাহেব উক্ত কিতাবে লিখেছেন যে, যদি কোনো ব্যক্তি কাপড় দ্বারা ঝাড় দেয় তবে সে অভাবী হয়ে যাবে।

বিপরীতধর্মী খাদ্য একত্রে আহারের কুফল

চিকিৎসা ঃ ছাফরুছ ছায়াদা কিতাবে আছে যে, রসূলুল্লাহ (স) কখনো দুটি বিপরীতধর্মী খাদ্য একত্রে খেতেন না। যেমন মধু ও দুধ একত্রে পান করতেন না। দুটি গরম অথবা দুটি ঠাণ্ডা খাদ্যকেও একত্রে খেতেন না। এরূপে দুটি কোষ্ঠধারক ও দুটি কোষ্ঠবর্ধক খাদ্যকে একত্র করতেন না। একত্র করবার অর্থ এই যে, পাকস্থলীতে একত্র করতেন না অর্থাৎ এমন কখনো হয় নাই যে, তিনি কখনো মাছ খেয়েছেন এবং তা পরিপাক হওয়া ব্যতিরেকেই অতপর দুধ পান করেছেন। দুধ এবং ডিম, দুধ ও গোশতও কখনো একত্র আহার করেন নাই। উদ্দেশ্য এটাই ছিল যে, যতক্ষণ পর্যন্ত একটি খাদ্য হজম না হয়ে যায় ততক্ষণ পর্যন্ত দ্বিতীয় বিপরীতধর্মী খাদ্য খেতেন না। এরূপে ধারক ও জোলার দ্রুত পরিপাকযোগ্য, দেরীতে হজমযোগ্য এবং রান্না ও ভূনা গোশত, বাসী ও তাজা গোশত একত্রে আহার করতেন না। কারণ দুটি বিপরীতধর্মী খাদ্য হজমে পাকস্থলির উপর খুব চাপের সৃষ্টি হয়।

www.pathagar.com

আহারের পর ব্যায়ামের অপকারিতা

চিকিৎসা ঃ জ্ঞাতব্য যে, শারীরিক সুস্থতার জন্য ব্যায়াম খুব উপকারী। এ বিষয়ে রসূলুল্লাহ (স) এরশাদ করেছেন যে, খাদ্যকে যিকির ও নামায দ্বারা হজম কর এবং আহারান্তে না শোয়া উচিত। কারণ এতে অন্তর কঠিন হয়ে যায়।

জ্ঞাতব্য ঃ মাওয়াহিব কিতাবে বর্ণিত হয়েছে যে, যে ব্যক্তি সুস্থ ও সুঠাম দেহী থাকতে চায় তার আহারের পর একশত পঞ্চাশ কদম হাঁটা উচিত। শাইখুর রঈস ও অন্যান্য চিকিৎসাবিদগণ বলেছেন যে, অতিরিক্ত ব্যায়ামে শরীরের প্রাকৃতিক তাপ কমে দুর্বলতার সৃষ্টি হয়।

কোনো কোনো চিকিৎসাবিদের মত এই যে, অতিরিক্ত নড়াচড়া মানসিক দুশ্চিন্তা আনয়ন করে। কিন্তু তার উদ্দেশ্য একেবারেই ব্যায়াম না করা নয়। এরূপ করলে অলসতা ও দুর্বলতার সৃষ্টি হয়। কামুনি শাইখ এর ব্যাখ্যায় লিখেছেন যে, ব্যায়াম ও বিশ্রাম দুটোই প্রকৃতি হিসেবে ঠাণ্ডা প্রকৃতির। ব্যায়াম শরীরের রসালতা ও তাপ শোধন করে। ব্যায়ামহীনতা রসালতা ও অপ্রয়োজনীয় পদার্থ সৃষ্টি করে। এজন্য ভারসাম্য বজায় রাখা দরকার। তাতে প্রাকৃতিক তাপ বৃদ্ধি হয়, খাদ্য হজম হয় ও মানসিক অবস্থা সতেজ হয়। মানসিক চাহিদা বৃদ্ধি করে শক্তি নির্মল করে। এ কারণেই শারীরিক সুস্থতা ও অর্থের জন্য প্রবাসে গমন করাও এক প্রকার চিকিৎসা ব্যবস্থার শামিল।

এ বিষয়ে কিতাবুত তিব্বের লেখক আবু নাঈম সাহেব হযরত আবু হুরাইরা (রা) হতে বর্ণিত হাদীস উদ্ধৃত করেছেন। রসূল (স) বলেছেন, প্রবাসে গমন কর। তার দ্বারা শারীরিক সুস্থতা ও রুজী অর্জন হবে।

জ্ঞাতব্য ঃ উলামায়ে কেরাম এ হাদীসের বিভিন্ন অর্থ লিখেছেন, কিন্তু এখানে সংক্ষিপ্ত রূপে এতটুকু বুঝাই যথেষ্ট যে, প্রবাসে গমনের নির্দেশ এজন্য দেয়া হয়েছে যে, প্রবাসে গমনের কারণে আবহাওয়া পরিবর্তন হয়। যা মানসিক প্রশান্তি প্রাপ্তির এক প্রকার প্রভাবশালী মাধ্যম। অনেক সময় এমনও হয় যে, শুধু আবহাওয়া পরিবর্তনের কারণে রোগী সুস্থ হয়ে যায়। এ হাদীসে রিযিক দেবার যে বর্ণনা এসেছে তাতে সার্বজনীন প্রমাণ এই যে, ব্যবসা ও চাকুরীর জন্য কোনো প্রবাসে গমনের প্রয়োজনও পড়ে, এতে কৃতকার্যও হয়। এ বিষয়ে একটি উক্তি আছে, "প্রবাস সাফল্যের সোপান।"

www.pathagar.com

মিসওয়াকের গুণাগুণ ও উপকারিতা

চিকিৎসা ঃ 'মু'য়ায্যম আওছাত' কিতাবে ইমাম তিরমিযী (র) হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, মিসওয়াকের কতকগুলো উপকারিতা আছে, মিসওয়াক দ্বারা মুখ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকে। মুখমণ্ডল ও দৃষ্টিশক্তি উজ্জ্বল হয়।

'জামে' কবীর কিতাবে' আছে যে, মিসওয়াক করায় বাক সৌন্দর্য বৃদ্ধি হয়, আল্লাহ তাআলা খুশি হন, দাঁত পরিষ্কার থাকে, মুখে সুগন্ধ থাকে, দাঁতের গোড়া শক্ত হয়, বমি দ্বারা নালী পরিষ্কার হয়। রসালতা দূর করে, দুর্দশা লাঘব করে, মৃত্যুর সময় কালেমা শাহাদাত নছীব হয়, খাদ্য দ্রুত হজম হয়, দাঁতের ময়লাসমূহ দূর করে, পাকস্থলী শক্তিশালী ও বুদ্ধি প্রখর করে, অন্তর পবিত্র করে, মুখমণ্ডলকে আলোকদীপ্ত করে, অন্তর ও মস্তিষ্ককে শক্তি দেয় এবং সাধারণ ব্যাধি হতে মুক্তি দেয়।

নিদ্রার উপকার ও অপকার

চিকিৎসা ঃ শারীরিক চিকিৎসাসমূহের মধ্যে নিদ্রা এক কার্যকর চিকিৎসা। এ বিষয়ে আল্লাহ তাআলা বলেছেন যে, "তিনি, আল্লাহ তাআলা যিনি তোমাদের জন্য রাতকে নির্ধারণ করেছেন যাতে তোমরা আরাম করতে পার এবং সমস্ত দিনের ক্লান্তি দূর হবে ও স্বাস্থ্য বজায় থাকবে এবং আল্লাহ তাআলার ইবাদাতে মশগুল থাকতে পার।"

জ্ঞাতব্য ঃ চিকিৎসাবিদ 'জালিনুছ' বলেছেন যে, যাদের খাদ্য পরিপাক করার প্রয়োজন এবং পেটের অপ্রয়োজনীয় পদার্থ শোধন হওয়া দরকার, তাদের নিদ্রার মাধ্যমে তা অর্জন করতে হবে। নিদ্রার ভারসাম্য রাখা কর্তব্য। কারণ বেশী নিদ্রায় শরীর দুর্বল হয়ে যায়।

এরূপ ব্যক্তিকে কিয়ামতের দিন গরীব লোকদের সংগে একত্রিত করা হবে। বস্তুত হযরত সুলায়মান (আ)-এর মা তাঁকে উপদেশ দিয়েছেন যে, হে বৎস! তুমি অতিরিক্ত ঘুমিয়ো না কারণ অতিরিক্ত নিদ্রা কিয়ামতের দিন গরীব অবস্থায় হাজির হবার কারণ হবে।

পুনঃ জ্ঞাতব্য ঃ ওলামায়ে কেরাম বর্ণনা করেছেন যে, চার সময়ে ঘুম যাওয়া ঠিক নয়–(১) ভোরে (২) সূর্য উদয়ের পরক্ষণে (৩) যোহরের পর (৪) মাগরিবের পর। শাইখুর রঈস লিখেছেন যে, ভোরে নিদ্রায় শরীর দুর্বল এবং মানসিকতা অস্থির করে। কিন্তু দ্বি প্রহরের সময় আহারের পর শোয়া যাকে কায়লুল্লাহ বলে তা সুন্নত। এর বহু উপকারিতা। যেমন–

www.pathagar.com

মস্তিষ্ক শক্তিশালী হয়, বুদ্ধি প্রখর হয়। সাধারণ ভাবে শয়নের চার পদ্ধতি প্রচলিত । চিৎ হয়ে, ডান পাশে কাত হয়ে, বাম দিকে কাত হয়ে, উপুড় হয়ে।

বিশেষ জ্ঞাতব্য : চিৎ হয়ে শয়ন করা আম্বিয়া (আ) গণের পদ্ধতি, ডান কাতে শয়ন করা আউলিয়া কেরামগণের পদ্ধতি, বাম কাতে শয়ন করা ধন ও দুনিয়াদারদের কর্ম। কারণ বাম কাতে শয়নে খাদ্য ভালমত হজম হয়। উপুড় হয়ে শয়ন করা শয়তানের কর্ম। যে ব্যক্তি পেট পুরে খাবে তার উচিত প্রথমে কিছু সময় ডান কাতে শয়ন করা অতপর পাশ বদল করে বাম কাতে শয়ন করা। এ পদ্ধতিতে শয়নে আহার উত্তমরূপে হজম হয়।

শাইখুর রঈস সাহেব বর্ণনা করেছেন যে, দিবা ভাগে অধিক সময় নিদ্রা যাওয়া উচিত নয়। কারণ দিনে অধিক সময় নিদ্রা গেলে ঘুমন্ত ব্যাধিগুলো জেগে ওঠে এবং প্লীহার আশপাশ শক্ত করে। রং খারাপ করে। কিন্তু কাইলুলাতে দোষ নেই। বরং এতে অনেক উপকার আছে। তাতে মস্তিষ্ক ও বুদ্ধিতে শক্তি সৃষ্টি হয়।

পুরো রাত জাগা ক্ষতিকারক। এতে বদহজম বৃদ্ধি পায়, বুদ্ধি ও মস্তিষ্ক কমজোর হয়ে যায়। শরীরের শুষ্কতা সৃষ্টি হয়। কোনো সময় এমনও হয় যে মানুষ পাগল হয়ে যায়।

এজন্য রাসূল (স) হযরত উসমান বিন মাজউন (রা)-কে নিষেধ করে বলেছিলেন যে, তোমার কাছে তোমার আত্মারও পাওনা আছে। সমস্ত রাত জাগা ঠিক নয়। বরং ভোর হবার পূর্বে উঠে বসবে। কারণ সমস্ত রাত শুয়ে থাকলে শয়তান কানে পেশাব করে দেয়। নিদ্রা সম্পর্কে বাকী বিষয় ইনশাআল্লাহ আল্লাহ তাআলার ঔষধাবলী অধ্যায়ে বর্ণনা করা হবে।

জমজমের পানির গুণাগুণ ও উপকারিতা

চিকিৎসা : ইমাম জাযরী স্বীয় লিখিত হিসনে হাসীন কিতাবে বর্ণনা করেছেন যে, জমজমের পানিতে সর্ব প্রকারের শিফা আছে। যদি ব্যাধির নিরাময় নিয়তে পান করা হয়, তবে ব্যাধি নিরাময় হবে। যদি পিপাসা দূর করণার্থে পান করা হয় তবে পিপাসা দূর হবে। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) যখন জমজমের পানি পান করতেন তখন তিনি এ দোয়া পড়তেন–

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْئَلُكَ عِلْمًا نَافِعًا رِزْقًا وَاسِعًا وَشِفَاءً كُلِّ دَاءٍ۔

www.pathagar.com

"হে আল্লাহ্‌ আমি তোমার কাছে উপকারী ঈমান, অধিক রুযীর ও সমস্ত ব্যাধি হতে মুক্তির জন্য প্রার্থনা করছি।"

পানি পানের সঠিক পন্থা

চিকিৎসা ঃ জামে কবীর কিতাবে আছে, হযরত আবু হুরাইরা (রা) হতে বর্ণিত হয়েছে, রসূলুল্লাহ্‌ (স) বলেছেন, যখন তোমরা পানি পান করবে তখন এক নিশ্বাসে পান করো না। কারণ এভাবে পানি পান করলে বুকে বেদনা হয়।

আবু হাতেম হযরত আনাস বিন মালিক হতে বর্ণনা করেছেন যে, রসূলুল্লাহ (স) তিন নিশ্বাসে পানি পান করতেন এবং বলতেন যে, এ পদ্ধতিতে পানি পানে ভালভাবে পিপাসা মিটায় এবং খাদ্যকে ভালভাবে হজম করে, শারীরিক সুস্থতা বজায় থাকে। কোনো কোনো হাদীসে দাঁড়িয়ে পানি পান করাকে নিষেধ করা হয়েছে। পক্ষান্তরে তিরমিযী ও অন্যান্য হাদীস গ্রন্থে হযরত আনাস বিন মালিক (রা) হতে বর্ণনা করা হয়েছে যে, রসূলুল্লাহ (স) দাঁড়িয়ে পানি পান করতে নিষেধ করেছেন।

কিছু সংখ্যক চিকিৎসাবিদ লিখেছেন যে, দাঁড়িয়ে পানি পান করলে পেটে বেদনা হয়। কোনো কোনো ওলামায়ে কিরাম লিখেছেন যে, তিন প্রকারের পানি দাঁড়িয়ে পান করা জায়েয—

জমজম কূপের পানি, পাথেয় পানি ও ওযুর পানি। কিন্তু কোনো কোনো হাদীসে মশকের পানি দাঁড়িয়ে পান করার বৈধতার কথা জানা যায়। কোনো কোনো চিকিৎসাবিদ মতামত ব্যক্ত করেছেন যে, দাঁড়িয়ে অথবা শুয়ে পানি পান করলে ত্বক ও পাকস্থলি দুর্বল হয়ে যায়। কোনো কোনো হাদীসে আছে যে, ঠাণ্ডা ও মিঠা পানি রসূল (স) খুব পছন্দ করতেন। এ বিষয়ে আবু দাউদ শরীফে হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা) হতে বর্ণিত হয়েছে যে, রসূলুল্লাহ (স)-এর জন্য ঠাণ্ডা ও মিঠা পানি ছাকায়ার[১] কূপ হতে চেয়ে আনা হত।

জ্ঞাতব্য ঃ শাইখুর রঈস বলেছেন যে, মিঠা পানি পান করার উৎকৃষ্ট সময় তখন, যখন আহার হজম হওয়ার সময় হয়। যদি আহার হজম হওয়ার পর পানি পান করা যায়, তবে তা খুবই ভাল। অন্য চিকিৎসাবিদ বলেছেন, আহারের পূর্বে পানি পান করলে পাকস্থলীর উত্তাপ সৃষ্টি হয় ও শরীরকে ফুলায়। হাকীম বুকরাত বলেছেন, আহারের অব্যবহিত পরেই

১. ছাকায়া একটি বস্তির নাম, যা মদীনা মুনাওয়ারা হতে দুই দিনের পথ।

www.pathagar.com

পানি পান ভাল নয়। খালি পেটে পানি পান করলে হজম শক্তি দুর্বল হয়ে যায়, আহারান্তে পানি পান করলে খাদ্য হজম হয়। এহ্ইয়াউল উলূম কিতাবে ইমাম গাযালী (র) লিখেছেন যে, শোবার পর পানি পান করো না, কারণ তাতে প্রাকৃতিক তাপ কমে যায়। সঙ্গমের গোসলের পর পানি পান করলে রাশা নামক ব্যাধির সৃষ্টি হয়। ফল খাবার পরও পানি পান করা ঠিক নয়, তাতে জিহ্বায় খারের জন্ম হয়।

সবচেয়ে উৎকৃষ্ট পানি কোন্‌টা

জ্ঞাতব্য ঃ বৃষ্টির পানি সর্বোৎকৃষ্ট। অতপর স্রোতের পানি যা পূর্ব হতে পশ্চিমে অথবা উত্তর হতে দক্ষিণে প্রবাহিত হয়। এছাড়া অন্য পানিও উপকারী। তার বিবরণ জানতে চাইলে চিকিৎসা শাস্ত্রের পুস্তকে দেখা যেতে পারে। কিন্তু কূপ ও নদীর পানি মিশিয়ে পান করা উচিত নয়।

জ্ঞাতব্য ঃ ছাফরুছ ছায়াদা কিতাবে আছে, রসূল (স) বলেছেন, রাতে থালা ও মশকের মুখ ঢেকে রাখ। কারণ এমন একটি রাত আগমন করে, যাতে মহামারী অবতীর্ণ হয়।

জ্ঞাতব্য ঃ রসূলুল্লাহ (স) কোনো কোনো সময় দুধে পানি মিশিয়ে পান করতেন। এর কারণ এই যে, তাজা দুধে এক প্রকার তাপ আছে। পানি মিশ্রণের কারণে তা ভারসাম্য হয়ে যায়। এরূপ কোনো কোনো সময় মধুর সাথে ঠাণ্ডা পানি মিশিয়ে পান করতেন, যাতে ভারসাম্য হয়ে যায়। কোনো সময় খেজুর, এক অথবা দুই রাত ভিজিয়ে তারপর ছানিয়ে কাঁথ করে পান করতেন।

জ্ঞাতব্য ঃ ওলামায়ে কেরাম লিখেছেন যে, এ চিকিৎসা রতিশক্তি, মানসিক শক্তি ও মস্তিষ্কের জন্য উপকারী। কিন্তু যে ব্যক্তি খেল-তামাশার জন্য তা ব্যবহার করে তার জন্য তা পান করা হারাম। যদি ইবাদাতের শক্তি অর্জনের জন্য কোনো কোনো সময় পান করে, তাহলে তা জায়েয আছে।

ঔষধ দুই প্রকার

জ্ঞাতব্য ঃ ঔষধ দুই প্রকার। প্রাকৃতিক ঔষধ ও খোদায়ী ঔষধ। খোদায়ী ঔষধকে রূহানী (আধ্যাত্মিক ঔষধ)-ও বলা হয়। এ পর্যন্ত এ পুস্তকে প্রাকৃতিক ঔষধের কথা বর্ণনা করা হয়েছে। যাতে চিকিৎসাবিদগণও শামিল আছেন। অতপর খোদায়ী ঔষধের কথা বলা হবে। যা আম্বিয়া

www.pathagar.com

(আ) ছাড়া কেউ জানেন না। খোদায়ী ঔষধ দ্বারা চিকিৎসার বিভিন্ন পদ্ধতি আছে। কখনো কুরআনী আয়াত, আল্লাহ্ তাআলার নাম ও দোয়া দ্বারা চিকিৎসা করা হয় এবং কখনো তাবীজ দ্বারা, ফার্সিতে আকুছ ও হিন্দিতে যাকে মন্তর বলে, তা দ্বারা চিকিৎসা করা হয়। কিন্তু ঐ মন্তর জায়েয যা আয়াতে কুরআনী দ্বারা করা হয় এবং তার অর্থ বুঝা যায়। কারণ অজ্ঞতার কারণে যাতে কোথাও শির্ক ও কুফরীতে জড়িত না হয়। এ কারণে রসূল (স)-এর অভ্যাস ছিল যে, যখন কোনো ব্যক্তি মন্তর পড়া সম্পর্কে তাঁর কাছে জিজ্ঞেস করত তখন তিনি ঐ মন্তরকে তাঁর সামনে পড়ে শুনাতেন। যদি ঐ মন্তর শিরক মুক্ত হত তাহলে তিনি অনুমতি দিতেন যে, তা আমল কর এবং স্বীয় ভাইদের উপকার কর। আবু দাউদ এবং অন্যান্য কিতাবে বর্ণিত হয়েছে যে, রসূলুল্লাহ (স) বলেছেন যে, তাবিজ (মন্তর) ঘাঁদা বাঁধা শিরক।

জ্ঞাতব্য ঃ এ হাদীস হতে জানা গেল যে, কোনো কোনো মন্তর শিরক। কিন্তু যে মন্তরসমূহে কুরআন পাক ও আল্লাহর নাম নেই এবং অর্থও বুঝা যায় না তা শিরক। আর যে মন্তর কুরআন এবং আল্লাহর নামের অনুযায়ী হয় তাতে দোষ নেই।

জ্ঞাতব্য ঃ ঘাঁদা বাঁধা তাকে বলে, যার মধ্যে বাঘের নখ, আরও অন্যান্য জিনিস দ্বারা তাবিজ করে গলায় ঝুলান হয়। আরবের লোকেরা বদনজর হতে বাচ্চাদের হিফাজতের জন্য তাদের গলায় ঘাঁদা ঝুলাত। রসূল (স) তাকে শির্ক বলেছেন।

সাধারণ তাবিজ তাগার[১] হুকুম

জ্ঞাতব্য ঃ যে সমস্ত তাবিজ, তাগা ইত্যাদিতে কুরআনী আয়াত ও আল্লাহ্ তাআলার নাম নেই অথবা উভয়ের সাথে আল্লাহ ছাড়া অন্য নামও সংযোজিত আছে, এ ধরনের তাবিজ তাগা ব্যবহার জায়েয নয়। এ দ্বারা জানা গেল যে, শিশুদের কারো নামের তখতি, হাসুলি, বেড়ি পরান বৈধ নয়। কারণ এটিও খান্দা বাঁধার সমতুল্য এর দলীল এই যে, যদিও খান্দায় ও বাঘের নখে বাহ্যত কোনো শির্কের দ্রব্য নেই কিন্তু ব্যবহারকারী ব্যক্তি এ বিশ্বাস পোষণ করে যে, এ দ্রব্যসমূহের কারণে বদনজর হতে হিফাজতে থাকবে। এটিই শির্ক। এভাবেই মানুষের নিয়ত তখতি ও বেড়ী ইত্যাদিতেও হয়। এ কারণেই এটিও শিরকের মধ্যে গণ্য। আল্লাহ্ অধিক জ্ঞাত।

---

১. অঞ্চল ভেদে তাগাকে নাকশিও বলা হয়।–অনুবাদক

www.pathagar.com

যাদু বানের হুকুম

কোনো কোনো মেয়ে মানুষ স্বামীর ভালবাসা লাভ করার জন্য যাদু বান করে থাকে। হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঐসব বিষয়কে শির্‌ক বলেছেন। কিন্তু যে মন্তর এরূপ হয় যে, তার অর্থ জানা নেই, কিন্তু রাসূল (স) শুনে তাকে নিষেধ করেননি, তাহলে তা করতে দোষ নেই। কারণ যদি তাতে শির্‌ক থাকত, তবে তিনি অবশ্যই তাকে নিষেধ করে দিতেন। কারণ তাঁর নীরবতা ঐ কর্মের বৈধতার দলীল।

খোদায়ী ঔষধ দ্বারা চিকিৎসা করার পদ্ধতি

যে ব্যক্তি খোদায়ী ঔষধ দ্বারা চিকিৎসা করতে চায়, তার উচিত সর্বাগ্রে নিজের আকীদাকে নির্ভেজাল ও দৃঢ় করা। তা না হলে তার সুফল হতে সে বঞ্চিত হবে। আর যখন নিষ্ফল হবে, তখন নিজের আত্মাকে ছাড়া অন্য কাউকেও গালাগালি করবে না। কারণ ঔষধ তখনই উপকার দেয় যখন পাকস্থলী সুস্থ থাকে। যদি পাকস্থলী সঠিক ক্রিয়া না করে, তবে ঔষধ উপকার দিবে না। আপনার জানা আছে যে, কাপড়ে ঐ সময় রং সঠিকভাবে ধরে, যখন কাপড় পরিষ্কার হয়। পুরান ও খারাপ রঙ কাপড়ে লাগে না। এ অবস্থায় কাপড়েরই ত্রুটি, রংয়ের কোনো দোষ নেই। আকীদারও এ অবস্থা। রূহানী ঔষধ দৃঢ় মানসিকতা ও বিশ্বাস ব্যতীত উপকার দেয় না। কোনো সময় কোনো ব্যক্তির আকীদা যদিও সঠিক হয় কিন্তু সে তা দ্বারা চিকিৎসা করে না। তার কারণ এই যে, ঐ ব্যক্তি বেখেয়াল, অমনোযোগিতার সাথে ঐ দোয়া পড়ে অথবা হারাম কাজ থেকে বিচ্যুত থাকে না। কোনো সময় এমন হয় যে, কোনো ব্যক্তি কোনো ব্যাধির জন্য দোয়া করে কিন্তু তা কার্যকর হয়। অন্য কোনো ব্যাধি যার সম্পর্কে তার কোনো ধারণাই নেই। ঐ দোয়ার কারণে তা সেরে যায়। অথচ ঐ ব্যক্তি মনে করে যে, তার দোয়া কবুল হয়নি এ বিষয়ে হাদীস শরীফে বর্ণনা এসেছে যে, দোয়া ও ব্যাধির পরস্পর যুদ্ধ হয়। ব্যাধি চায় যে আমি জিতবো, পক্ষান্তরে দোয়া তাকে পরাজিত করে। এরূপে দুইজন কিয়ামত পর্যন্ত যুদ্ধ করবে। রূহানি ঔষধ দ্বারা চিকিৎসা যে কোনো সাধারণ মানুষ দ্বারা করানো ভাল নয়। বরং আলিম, মুত্তাকী, দ্বীনদার ব্যক্তি দ্বারা চিকিৎসা করানো প্রয়োজন। কারণ, নেক লোকদের মুখেও আল্লাহ তাআলা এক প্রকার তাছির রেখেছেন এবং ঐ সমস্ত লোকের দোয়াও কবুল হয়।

www.pathagar.com

আল্লাহ তাআলার নাম দ্বারা চিকিৎসা

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

"পরম করুণাময় দয়ার আধার আল্লাহর নামে।"

দোয়া দ্বারা জ্বর চিকিৎসা

চিকিৎসা ঃ মিশকাত শরীফে বর্ণিত আছে যে, যদি কোনো ব্যক্তির জ্বর হয় তবে ঐ ব্যক্তিকে এই দোয়া পড়ে ফুঁক দিবে। যে কেউ নিজেও নিজের উপর ফুঁক দিতে পারে। দোয়াটি নিম্নরূপ ঃ

بِسْمِ اللّٰهِ الْكَبِيْرِ بِاللّٰهِ الْعَظِيْمِ مِنْ شَرِّ كُلِّ عَرْقٍ نَّعَّارٍ وَمِنْ شَرِّ حَرِّ النَّارِ -

"সর্বশ্রেষ্ঠ, সর্বমহান আল্লাহর নামে উত্তাপ ও প্রজ্জলিত আগুনের অনিষ্ঠ হতে বাঁচার জন্য সাহায্য চাচ্ছি।"

যে ব্যক্তি ভিক্ষা চায় অথচ তার কাছে জীবন ধারণের যথেষ্ট পাথেয় আছে ? কিয়ামতের দিন তার মুখমণ্ডলে যখম ও খুজলির চিহ্ন হবে।

–আল হাদীস

চোখের বেদনার দোয়া

চিকিৎসা ঃ ইমাম জাজরি হিসনে হাসীন কিতাবে লিখেছেন, যে ব্যক্তির চোখে বেদনা হয় সে এ দোয়া পড়ে দোয়া করবে ঃ

اَللّٰهُمَّ مَتِّعْنِىْ فِىْ بَصَرِىْ وَاجْعَلْهُ الْوَارِثَ وَاَرِنِىْ فِى الْعَدُوِّ ثَارِىْ وَانْصُرْنِىْ عَلٰى مَنْ ظَلَمَنِىْ -

"হে আল্লাহ! আমার দৃষ্টি দ্বারা আমাকে উপকার কর এবং তাকে বজায় রাখ। শত্রুতার প্রতিদান আমাকে দেখাও এবং যে ব্যক্তি আমার উপর অত্যাচার করে, তার মুকাবেলায়ও আমাকে সাহায্য কর।"

সাধারণ ব্যাধির জন্য দোয়া

চিকিৎসা ঃ ছাফরুছ্ ছায়াদার লিখক আবু দাউদ শরীফ হতে বর্ণনা করেছেন যে, আমি রসূলুল্লাহ (স) হতে শুনেছি, যে ব্যক্তি ব্যাধিগ্রস্ত হবে সে এ দোয়া পড়বে ঃ

www.pathagar.com

رَبَّنَا اللّٰهُ الَّذِىْ تَقَدَّسَ اسْمُكَ اَمْرُكَ فِى السَّمَآءِ وَالْاَرْضِ كَمَا رَحْمَتُكَ فِى السَّمَآءِ فَاجْعَلْ رَحْمَتَكَ فِى الْاَرْضِ فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوْبَنَا وَاَنْتَ رَبُّ الطَّيِّبِيْنَ اَنْزِلْ رَحْمَتَكَ وَشِفَآءَكَ عَلٰى هٰذَا الْوَجْعِ ـ

"হে আমাদের প্রতিপালক আল্লাহ্! তোমার নাম পবিত্র। তোমার হুকুম আসমান যমীনে প্রবহমান। তোমার রহমত যেরূপ আসমানে বিদ্যমান, ঐরূপ যমীনেও তুমি রহমত কর। আমাদের গুনাহ্ মাফ কর। তুমি পবিত্রদের রব। তোমার রহমতসমূহ হতে রহমত ও নিরাময় এ ব্যাধির ওপর নাযিল কর।"

এ বর্ণনায় অতপর লিখা হয়েছে, যে ব্যক্তি এ দোয়া পড়বে, আল্লাহ তাআলার হুকুমে রোগ মুক্তি পাবে। যদি কারও মূত্রথলিতে পাথর হয় ও পেশাব বন্ধ হয়ে যায়, তবে তার জন্য এ দোয়া খুব উপকারী।

সর্প দংশনের চিকিৎসা

চিকিৎসা ঃ সহীহ্ মুসলিম শরীফে হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) হতে বর্ণিত হয়েছে, যার সারমর্ম এই যে, ঘটনাক্রমে সাহাবীদের একটি দল একটি বাড়ী যেয়ে দেখলেন, ঐ বাড়ীর মালিককে সাপে দংশন করেছে। বাড়ীর অন্য অধিবাসীগণ সাহাবাদের নিকট আবেদন করল যে, আপনারা ঐ ব্যক্তির চিকিৎসা করুন। সাহাবীগণ (রা) তাদের নিকট প্রশ্ন করলেন যে, যদি গৃহকর্তা আরোগ্য লাভ করেন, তবে তোমরা আমাদেরকে কি দিবে ? গৃহবাসীগণ বলল যে, একটা বকরী দিব। কোনো কোনো বর্ণনায় আছে যে, বকরীর সংখ্যা ছিলো ত্রিশ। ঐ সময় একজন ঐ ব্যক্তির উপর সূরা ফাতিহা অর্থাৎ আলহামদু শরীফ পড়ে ফুঁক দিলেন। সর্পে দংশিত ব্যক্তি তৎক্ষণাৎ সুস্থ হয়ে গেল। অতপর সাহাবীগণ ফিরে গিয়ে সার্বিক ঘটনা হুযুর (স)-এর নিকট বর্ণনা করলে তিনি শুনে বললেন যে, তোমরা খুব ভাল কাজ করেছ। কিন্তু তোমরা কিভাবে জানতে পারলে যে, এ সূরা সাপে দংশনের মন্তর ? অতপর তিনি বললেন যে, ঐ বকরীগুলোকে তোমরা পরস্পর ভাগ করে নাও। এক ভাগ আমাকেও দিও। এটি হল হাদীসের সারমর্ম।

জ্ঞাতব্য ঃ এ হাদীস থেকে জানা গেল যে, রোগের যে চিকিৎসা কুরআন ও হাদীস শরীফে উল্লেখ আছে তা যদি সমস্ত রোগের চিকিৎসা

www.pathagar.com

করে পারিশ্রমিক নেয়া হয়, তবে দোষ নেই। এরূপ পারিশ্রমিক নেয়া হালাল ও পবিত্র। এ পারিশ্রমিক নেয়ায় এজন্য সন্দেহ করা যায় না যে, রসূল (স) নিজে তাতে স্বীয় অংশ নির্দিষ্ট করার নির্দেশ দিয়েছেন। যদি সামান্যতমও সন্দেহ হতো তবে রসূল (স) তা হতে নিজের অংশ নির্ধারণ করতেন না।

এ হাদীস থেকে দ্বিতীয় একথা জানা গেল যে, কোনো চিকিৎসক যদি পারিশ্রমিক নিয়ে চিকিৎসা করে তবে তার জন্য পারিশ্রমিক নেয়া হারাম নয়। কিন্তু শর্ত এই যে, প্রথমত, তিনি হারাম জিনিস দ্বারা ঔষধ তৈরী করবে না। দ্বিতীয়ত, ধোঁকা ও চালাকি করবে না। যদি কোনো চিকিৎসক চিকিৎসা শাস্ত্রে অজ্ঞ হয় তবে তার জন্য পারিশ্রমিক নেয়া হারাম। একদা হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা)-এর ক্রীতদাস এরূপ চিকিৎসা করে চালাকি করে কোনো জিনিস এনেছিল। হযরত সিদ্দীকে আকবর (রা) তা খাওয়ার পর চালাকির কথা জানতে পারলে তৎক্ষণাত গলায় আঙুল ঢুকিয়ে বমি করে, যাতে উক্ত খাদ্য পেট হতে বের হয়ে আসে। এ থেকে জানা গেল, যদি কেউ চালাকি করে চিকিৎসা করে কারো নিকট হতে কোনো দ্রব্য গ্রহণ করে তবে উক্ত দ্রব্য ঐ ব্যক্তির জন্য হারাম। আল্লাহ তাআলা অদৃষ্ট গণক ও তাবিজকারীদেরকে হেদায়াত দান করুন যাতে তারা স্বীয় খাদ্য ও পোশাককে হারাম না করে। হাদীস শরীফে আছে যে, হারামখোরদের দোয়া কবুল হয় না।

কুরআন পাক দ্বারা শারীরিক ও রূহানী ব্যাধীর চিকিৎসা

জ্ঞাতব্য যে, পবিত্র কুরআন পাক শারীরিক ও রূহানী ব্যাধী দুটোরই উপকার করে। এ বিষয়ে হাদীস গ্রন্থ ইবনে মাজায় হযরত আলী (রা) হতে বর্ণিত হয়েছে যে, সবচেয়ে উত্তম ঔষধ পাক কুরআন। ইমাম বায়হাকী 'ওয়াছিলা বিন আছফ' হতে বর্ণনা করেছেন যে, এক ব্যক্তি হুযুর (স)-এর কাছে গলনালীর বেদনা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন যে, কুরআন শরীফ তিলাওয়াতকে দৈনন্দিন কর্ম বানাও। ইবনে মাজা ও ইবনে মারদুইয়া আবু সাঈদ খুদরী হতে বর্ণনা করেছেন যে, এক ব্যক্তি রসূল (স)-এর নিকট বুকের বেদনার অভিযোগ করলে তিনি বলেন কুরআন তিলাওয়াত কর; কারণ আল্লাহ তাআলা বলেছেন কুরআন ঐ ব্যাধির নিয়ামক, যা ছিনার মধ্যে আছে।

www.pathagar.com

সূরা আল ফাতিহার গুণাগুণ

এ সূরা সমস্ত ব্যাধির জন্য উপকারী। এজন্য কোনো কোনো হাদীসে আছে যে, সূরা ফাতিহায় মৃত্যু ছাড়া সকল ব্যাধির নিয়ামক আছে। ইমাম বায়হাকী হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) বর্ণনা করেছেন যে, সূরা ফাতিহা বিষের ঔষধ। ইমাম বাজ্জাজ হযরত আনাস বিন মালিক (রা) হতে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, রসূল (স) আমাকে বলেছেন যে, যখন তুমি শুতে যাও, তখন সূরা ফাতিহা এবং কুল হুওয়াল্লাহু আহাদ পড়ে শুবে। যাতে মৃত্যু ছাড়া সমস্ত ব্যাধি হতে নিরাপদ থাকতে পার।

ইমাম জাজরী স্বীয় কিতাবে লিখেছেন, যে ব্যক্তি পাগল হয়ে যায়, তাকে তিন দিন, সকাল সন্ধ্যায় তিন বার সূরা ফাতিহা পড়ে ফুঁক দিতে হবে।

পাগলামী দূর করার দোয়া

চিকিৎসা ঃ সাহাবী ইতকাম উবাই ইবনে কায়াব হতে বর্ণনা করেছেন, যার সারমর্ম এই যে, হযরত কা'ব (রা) বলেন, একদিন আমি রসূল (স)-এর খিদমতে উপস্থিত ছিলাম, এ অবস্থায় একজন গ্রাম্যলোক এসে রসূল (স)-এর নিকট আবেদন করল যে, আমার ভাই অসুস্থ। রসূল (স) জানতে চাইলেন যে, তার অসুখটা কি ? উত্তরে লোকটি বলল, আমার ভাই পাগল হয়ে গেছে। রসূল (স) বললেন, তাকে ধরে আমার কাছে নিয়ে এসো। লোকটি তাই করল। অতপর রাসূল (স) তার সামনে বসে সূরা ফাতিহা, সূরা আল বাকারার প্রথম চার আয়াত, মুফলিহুন পর্যন্ত ইলাহু কুম ইলাহুন ওয়া হিদুন এবং আয়াতুল কুরছির এক আয়াত, সূরা বাকারার শেষ তিন আয়াত এবং সূরা আলে ইমরানের এক আয়াত, শাহিদাল্লাহু হতে হাকীম পর্যন্ত, সূরা আ'রাফের এক আয়াত, ইন্না রব্বাকুমুল্লাহু হতে রাব্বুল আলামীন পর্যন্ত। সূরা আল মুমিনের ফাতায়াল্লাহুল মালিকুল হাক্কু, সূরা জিনের আল্লাহু তাআলা জাদ্দু রব্বিনা মাত্তাখাযা সহিবাতাঁও ওয়ালা ওলাদা তিন আয়াত, সূরা সফ্ফাতের আযাবুন পর্যন্ত, সূরা হাশরের তিন আয়াত এবং কুল হুওয়াল্লাহু আহাদ ও মুয়াব্বিযাতাইন এ সমস্ত আয়াত ঐ ব্যক্তির উপর পড়লেন। ঐ ব্যক্তি তখনই সুস্থ হয়ে দাঁড়াল, তার যেন কোনো অসুখ হয়নি।

প্রত্যেক প্রকার বেদনার জন্য দোয়া

চিকিৎসা ঃ আল্লামা জাজরী স্বীয় রচিত কিতাবে লিখেছেন, যে ব্যক্তির কোনো জায়গায় বেদনা হয়, তার উচিত নিজে ডান হাত বেদনার জায়গায়

www.pathagar.com

রেখে নিম্নলিখত দোয়া সাত বার পড়া এবং প্রত্যেক বার পড়ে হাত উঠিয়ে নিবে। দোয়াটি নিম্নরূপ ঃ

بِسْمِ اللّٰهِ اَعُوْذُ بِعِزَّةِ اللّٰهِ وَقُدْرَتِهٖ مِنْ شَرِّ مَا اَجِدُ وَجْعِىْ هٰذَا ـ

"আল্লাহর নামে, আল্লাহ্ তাআলার ইয্যত ও কুদরতের আশ্রয় চাচ্ছি। আমার এ বেদনার কষ্ট হতে যাতে আমি আক্রান্ত হয়েছি।"

যাদু, বিষ, ব্যাধির জন্য দোয়া

চিকিৎসা ঃ হাদীস শরীফে আছে রসূল (স) যখন রোগগ্রস্থ হতেন তখন জিবরাইল (আ) (তাঁকে) এ দোয়া পড়াতেন। দোয়াটি নিম্নরূপ ঃ

بِسْمِ اللّٰهِ اُرْقِيْكَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ يُؤْذِيْكَ مِنْ شَرِّ عَيْنٍ حَاسِدٍ اَللّٰهُ يَشْفِيْكَ بِسْمِ اللّٰهِ اُرْقِيْكَ ـ

"আল্লাহ তাআলার নামে আমি তোমাকে ফুঁক দিচ্ছি, হতে যা তোমাকে কষ্ট দিচ্ছে এবং প্রত্যেক হিংসাকারীর চোখের অপকারিতা হতে আল্লাহ তোমাকে নিরোগ করুন। আল্লাহ তাআলার নামে আমি ফুঁ দিচ্ছি।"

বিচ্ছু দংশনের দোয়া

চিকিৎসা ঃ মুস্তাদরাক আবু শাইবাতে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিআল্লাহু আনহু হতে বর্ণনা আছে যে, রসূল (স)-এর আঙুলে নামায পড়ার সময় বিচ্ছু দংশন করলে তিনি নামায আদায় শেষে বললেন, আল্লাহ তাআলা বিচ্ছুকে অভিসম্পাত করুক, সে এই উম্মতের নবী ও অন্য কাউকে দংশন করতে ছাড়ল না। অতপর তিনি পানিতে লবণ দিয়ে স্বীয় আঙুল মুবারক তার মধ্যে ডুবিয়ে দিয়ে কুল হুওয়াল্লাহু ও মুয়াব্বিযাতাইন[১] পড়তে আরম্ভ করলেন এবং বেদনা শেষ না হওয়া পর্যন্ত তা পড়লেন। কোনো কোনো বর্ণনায় তার চিকিৎসায় সাতবার সূরা ফাতিহা পড়ার কথা আছে। কোনো বর্ণনায় আছে যে, কোন এক সাহাবী রসূল (স)-এর নিকট আরজ করছিলেন যে, আমার কাছে লোকেরা বিচ্ছুর দংশন ঝাড়তে আসে। একথা শুনে তিনি ইরশাদ করলেন যে, এ আমল কর এবং মানুষের উপকার কর। ঐ ঝাড়ার দোয়া এই ঃ

بِسْمِ اللّٰهِ شَجَّةٌ قَرِيْبٌ مُلْحَةٌ يَجْرًا قَفْقًا

এ দোয়া অনেকবার পড়ে ফুঁক দিতে হবে।

---

১. সূরা ফালাক ও সূরা নাছকে 'মুয়াব্বিযাতাইন' বলে।—অনুবাদক

www.pathagar.com

জ্ঞাতব্য ঃ এ ঝাড়ার অর্থ যদিও আমাদের অজানা, কিন্তু রসূল (স) যখন শুনে তার অনুমতি দান করেছেন, তখন তা দ্বারা চিকিৎসা করায় দোষ নেই। যদি তাতে শিরকের সন্দেহ হত, তবে তিনি ঐ ঝাড় ফুঁকের অনুমতি দিতেন না।

যখম ও ফোঁড়া রোগের দোয়া

চিকিৎসা ঃ যদি কারো যখম অথবা ফোঁড়া বা বাগী হয়, তবে তার উচিত প্রথমে শাহাদাত আঙুল মাটির উপর রাখা, অতপর উঠিয়ে যখমের উপরে রেখে এ দোয়া পড়বে। দোয়াটি নিম্নরূপ ঃ

بِسْمِ اللّٰهِ تُرْبَةُ اَرْضِنَا بِرِيْقَةِ بَعْضِنَا يَشْفِىْ سَقِيْمَنَا بِاِذْنِ رَبِّنَا ـ

"আল্লাহর নামে, যমীনের মাটি আমাদের কারও থুথুর সাথে মিশে আমাদের রবের হুকুমে রোগমুক্তি দান করে।"

প্রতিদিন এ আমল করলে ইনশাআল্লাহ্ সুস্থ্ হয়ে যাবে। মুসলিম শরীফ ও অন্য হাদীসের কিতাবে আছে যে, এক ব্যক্তি রসূল (স)-এর খিদমতে উপস্থিত হয়ে নিবেদন করে যে, আমি যখন মুসলমান হয়েছিলাম তখন থেকে আমার শরীরে বেদনা হয়েছে। তিনি বললেন, বেদনার জায়গায় হাত রেখে তিনবার বিস্মিল্লাহ্ ও সাত বার আউযুবিল্লাহ পড়ো।

اَعُوْذُ بِاللّٰهِ وَقُدْرَتِهٖ مِنْ شَرِّ مَا اَجِدُ وَاُحَاذِرُ ـ

"আমি আল্লাহ ও তাঁর কুদরতের আশ্রয় গ্রহণ করছি। এ বেদনার অনিষ্ট থেকে, যা আমি অনুভব করছি ও ভয় করছি।"

জ্ঞাতব্য ঃ এ হাদীস থেকে জানা গেল যে, যখন মানুষ ভাল পথ অবলম্বন করে, তখন শয়তান মানব শরীরে এই উদ্দেশ্যে ঢোকে যে, ঐ ব্যক্তি পুনরায় পথভ্রষ্ট হোক। কিন্তু আল্লাহ তাআলা ঐ ব্যক্তিকে বাঁচিয়ে নিলেন। এ প্রকার সন্দেহে হাজারও মুসলমান পথভ্রষ্ট হয় যে, তারা মনে করে, ইসলামের কারণেই আমাদের উপর দুর্ভোগ আসছে। বরং প্রকৃতপক্ষে তা শয়তানের আছরের কারণে হয়।

প্লেগ ও মহামারীর চিকিৎসা

চিকিৎসা ঃ কোনো কোনো হাদীসে আছে যে, রসূল (স) বলেছেন, প্লেগ এক প্রকার আযাব, যা বনী ইসরাঈল ও বিগত জাতিসমূহের উপর নাযিল হয়েছিল। এজন্য মানুষ যখন জানতে পারে অমুক জায়গায়

www.pathagar.com

প্লেগের আক্রমণ হয়েছে, তখন সে জায়গায় যায় না। আর যে স্থানে মানুষ বসবাসরত সেখানে প্লেগের প্রাদুর্ভাব হলে মানুষ তথা হতে পালিয়ে যায়।

জ্ঞাতব্য ঃ প্লেগের অর্থ মহামারী। যেমন 'ছিরাতে মুস্তাকীম' নামক কিতাবে বর্ণিত আছে, এ হাদীসের মর্মার্থ এই যে, এটিও এক প্রকার আযাব, যা গুনাহসমূহের কারণে আল্লাহ তাআলা প্রেরণ করে থাকেন। যখন জানা যায় যে, অমুক স্থানে মহামারী আক্রমণ করেছে, সেখানে গমন করা উচিত নয়। কারণ ইচ্ছাপূর্বক নিজেই নিজেকে ধ্বংসে ফেলা উচিত নয়। আর যে স্থানে অবস্থান করছে সেখানে যদি মহামারী আক্রমণ করে, তবে সে স্থান হতে পলায়ন করবে না। কারণ আল্লাহ তাআলার নির্ধারিত ভাগ্যলিপি হতে পলায়ন করাও উচিত নয়। বরং কোনো কোনো হাদীসে আছে যে, মহামারীতে মারা যাওয়া মুসলমানের জন্য শাহাদাত। কোনো কোনো হাদীসে আছে, প্লেগ ও মহামারী, শয়তান ও জিনের হুল। অর্থাৎ জিনেরা মানুষের শরীরে হুল ফুটায়, যার কারণে মানুষের শরীরে বিষ ছড়িয়ে পড়ে এবং মানুষ মরতে থাকে।

চিকিৎসাবিদগণের মতে মহামারীর প্রকৃত কারণ এই যে, বায়ু বিষাক্ত ও দূষিত হয়ে যায়। যার কারণে মানব শরীরে বিষ প্রবেশ করে সমস্ত শরীরে ছড়িয়ে পড়ে এবং মানুষ মরতে থাকে। এ হাদীস ও চিকিৎসাবিদগণের মতামতকে জ্ঞানীগণ এভাবে সমন্বয় করেছেন যে, মহামারী কখনও দূষিত ও বিষাক্ত বায়ুর কারণে এবং কখনও জিনদের হুল ফুটানের কারণে হয়ে থাকে। কিন্তু রসূল (স) মহামারীর যে কারণ বলেছেন, তা অহী মারফত প্রাপ্ত, যা জ্ঞানের সীমার বাইরে। অর্থাৎ মহামারী জিনের প্রভাবে হওয়া। চিকিৎসাবিদগণ যে কারণ বর্ণনা করেছেন, রসূল (স) তা বর্ণনা করেননি। এ বিষয়ে আল্লাহই ভাল জানেন।

কোনো কোনো ওলামায়ে কিরাম এ প্রসংগে প্রশ্নোত্তরে বর্ণনা করেছেন যে, মহামারী বায়ু বিষাক্ত হওয়ার কারণে হলে, কোনো প্রাণী বেঁচে থাকত না। কারণ বায়ুর প্রভাব সমস্ত জীবের উপরই পতিত হয়। কিন্তু বাস্তবতা এই যে, মহামারীতে সমস্ত জীব মরে না। একথা দ্বারা জানা গেল যে, বায়ু বিষাক্তের কারণে মহামারী হয় না। বরং প্রকৃত অবস্থা তাই যা রসূল (স) বলেছেন। তা এই যে, মহামারী জিনের হুল ফুটাবার কারণে হয়। এতে যদি কেউ প্রশ্ন করে যে, জিনদেরকে মহামারী প্রেরণের জন্য নিয়োগ করার তাৎপর্য কি ? অন্য কোনো মাধ্যমকে কেন নিয়োগ করা হয়নি ? তার উত্তর এই যে, মহামারী যখন অবতীর্ণ হয়, তা অধিকাংশ মানুষের গুনাহ্

www.pathagar.com

সমূহের কারণেই হয়। বিশেষ করে হারাম কর্ম ও ব্যভিচারের কারণে বেশির ভাগ মহামারী আসে। মানুষের স্বভাব এই যে, গুনাহ্ প্রকাশ্যভাবে করে না। বরং লোক চক্ষুর অন্তরালে করে। এজন্য তাদের উপরে শত্রু অর্থাৎ জিনদেরকে চাপিয়ে দেয়। কেউ যদি প্রশ্ন করে যে, হারাম কাজ কতিপয় লোক করে, তার জন্য সমস্ত অধিবাসী ও শহরের উপরে কেন অবতীর্ণ করা হয়, তা এজন্য যে, নৌকা এক ব্যক্তি ডুবায় কিন্তু তাতে সকল আরোহী ডুবে যায়। যদি সকল মানুষ নৌকা ডুবাবার লোককে নিষেধ করে তবে সবাই নৌকা ডুবি হতে বেঁচে যায়। এভাবে অধিবাসী ও শহরের লোকেরা যদি গুনাহকারীকে গুনাহ্ করা হতে বাধা দেয়, তবে গুনাহ থেকে বেঁচে যায়, তার কারণে অধিবাসীরা আযাব হতে বেঁচে যেতে পারে। হাদীস শরীফে মহামারীতে আক্রান্ত স্থানে গমন না করা লোককে স্বীয় বসবাস স্থানে আক্রান্ত অবস্থায় সেখান হতে পলায়ন না করার যে কথা বলা হয়েছে তার প্রয়োজনীয়তা কি ? এর উত্তর এই যে, জেনে বুঝে একাজ করায় নিজেকে ধ্বংসের ভিতরে ফেলার মত। যে বিষয়ে আল্লাহ তাআলা নিজেকে ধ্বংসে ফেলতে নিষেধ করেছেন যেমন আল্লাহ্ তাআলা বর্ণনা করেছেন ঃ

لَاتُلْقُوْا بِاَيْدِيْكُمْ اِلَى التَّهْلُكَةِ ع - البقرة : ١٩٥

"তোমাদের হাতকে ধংসের মধ্যে ফেলো না।"–সূরা আল বাকারা ঃ ১৯৫

এ কারণে মহামারীর স্থানে যেতে রাসূল (স) নিষেধ করেছেন। মহামারী আক্রান্ত স্থান হতে পলায়নে নিষেধের তাৎপর্য এই যে, মহামারীতে বহুলোক আক্রান্ত হয়। এমতাবস্থায় সেখান হতে পলায়ন করা জায়েয হলে সুস্থ লোক সব পলায়ন করতো এবং রোগাক্রান্ত মানুষের পিছনে পড়ে আহাজারী করতো। কারণ তাদের খিদমত করার কেউ থাকতো না। দ্বিতীয় তাৎপর্য এই যে, ওখানে অবস্থানের কারণে ধৈর্য সহ্যের অভ্যাস গড়ে ওঠে এবং যদি কোনো কষ্ট হয়, তবে সহ্য করার শক্তি সৃষ্টি হয়। এর তৃতীয় তাৎপর্য এই যে, কোনো ব্যক্তি যদি মহামারীর স্থান হতে অন্য স্থানে চলে যায় এবং সেখানে সে বেঁচে যায়, তবে তার বিশ্বাস হবে যে, যেয়ে যদি আমি ঐ জায়গা হতে না পালাতাম তবে আমিও তাদের সাথে মারা যেতাম। এ ধারণার বাস্তবতা এই যে, তাতে গোপন শিরকে জড়িত হয়ে যাবে। এ বিষয়ে আল্লাহ্ তাআলার বর্ণনা হলো এই যে, তুমি যেখানেই যাবে সেখানেই মৃত্যু এসে তোমাকে গ্রাস করবে। এ দ্বারা জানা গেল যে, মহামারী দেখে পলায়নের কোনো যুক্তি

www.pathagar.com

নেই। কোনো কোনো ওলামায়ে কেরাম লিখেছেন যে, রসূল (স) মহামারীর স্থান হতে পালাতে এজন্য নিষেধ করেছেন যে, মহামারীর সময়ে বেশী নড়াচড়া করা চিকিৎসা শাস্ত্রমতে বৈধ নয়। এ বিষয়ে চিকিৎসাবিদগণ লিখেছেন যে, যে ব্যক্তি মহামারী হতে নিরাপদ থাকতে চায়, তার মহামারীর সময়ে খাদ্য কম খাওয়া, শরীরের অতিরিক্ত রসকে কোনো প্রকার ব্যবস্থা দ্বারা শুষ্ক করা এবং ব্যায়াম ও গোসল হতে বিরত থাকা উচিত। কারণ শরীরের দূষিত পদার্থ তাতে জাগ্রত হয়। সেজন্য এ অবস্থায় দিনে আরাম ও শান্ত থাকবে। যাতে অতিরিক্ত নড়াচড়ার কারণে দূষিত পদার্থ জাগ্রত না হয় এবং মহামারী হতে বেঁচে থাকে । এর দ্বারা প্রমাণ হলো যে, এটা রসূল (স)-এর নিষেধ ও মহামারীর চিকিৎসা-সমূহের মধ্যে একটি চিকিৎসা । এ হাদীসখানা শারীরিক ও আত্মিক দুই প্রকার চিকিৎসার সমতুল্য। আত্মিক চিকিৎসা সবর ও তাওয়াক্কুল এবং শারীরিক চিকিৎসা নড়াচড়া না করা, শান্ত থাকা। আল্লাহ্ তাআলা এ বিষয়ে বেশী জানেন।

জ্ঞাতব্য ঃ মহামারীতে শাহাদাতের মর্যাদা এজন্য যে, এটাও কাফির জিনদের সাথে জিহাদ করার মত, কারণ রসূল (স) বলেছেন যে, মহামারী হলো তোমাদের শত্রু জিনদের হুল ফুটানো। এ হাদীস দ্বারা জানা গেল যে, মহামারী আনয়নে শয়তানরা নিয়োজিত। যে জিনরা মুসলিম তারা আমাদের কষ্ট দেয় না। মুসলিম ও কাফিরের জিহাদে মুসলিমের পলায়ন যেরূপ অনুমতি নেই, সেরূপ কাফির জিনদের সাথে জিহাদেও পলায়নে নিষেধ করা হয়েছে এবং এটা জানা কথা যে, জিহাদে মারা গেলে শাহাদাতের মর্যাদা দেয়া হয়। এরূপ মহামারীতে মারা গেলেও শাহাদাতের মর্যাদা দেয়া হবে। মহামারী যেহেতু গুনাহ্ করার কারণে আসে আর মানুষকে গুনাহ্ করায় শয়তান, এ কারণে শয়তানদেরকেই একাজে নিয়োজিত করা হয়েছে। যেহেতু জিনদের কথামত মানুষ গুনাহ্ করে সেহেতু তাদের হাতেই মানুষকে ধ্বংস করা হয়। তার কারণ এই যে, মানুষ যাতে ভালোভাবে উপলব্ধি করতে পারে যে, যে ব্যক্তি কারো কথামত আল্লাহ্ তাআলার নাফরমানী করবে আল্লাহ্ তাআলা তাকেই তার উপর চাপিয়ে দিবেন এবং তারই হাতে নাফরমানকে ধ্বংস করবেন। এই জন্য গুনাহ্ হতে যথাসাধ্য বিরত থাকতে হবে। হাদীস শরীফে আছে যে, যে জাতির মধ্যে ব্যভিচার প্রচলিত হয়ে যায় ঐ জাতির মধ্যে মৃত্যুও সাধারণ হয়ে যায়। এ হাদীস দ্বারা জানা গেল যে, মহামারী দূর করার বড় চিকিৎসা তাওবা ও ইস্তিগফার বেশী করা। টক ও গোলাপ মিশ্রিত

www.pathagar.com

শরবতের পরিবর্তে দোয়ার শরবত পান করা উচিত। হাদীস শরীফে আছে, যে ব্যক্তি ইস্তিগফারকে নিজের উপর অবশ্য কর্তব্য হিসেবে নির্ধারণ করে নিবে আল্লাহ্ তাআলা ঐ ব্যক্তিকে সবরকম দুঃখ চিন্তা হতে পরিত্রাণ দিবেন। কোনো কোনো হাদীসে আছে যে, অবতীর্ণ মহামারী এবং এখনো যা অবতীর্ণ হয় নাই ঐসব মহামারী দোয়া দ্বারা অবতীর্ণ হওয়া বন্ধ হয়ে যায়। মহামারীর সময় দান খয়রাত বেশী করা উচিত। হাদীস শরীফে আছে যে, দান খয়রাত আল্লাহ্ তাআলার গযব হতে বাঁচায়। সুতরাং মুখে বুখারার মিষ্টি ফল রাখার পরিবর্তে সুবহানাল্লাহর দানা মুখে রাখবে। এ বিষয়ে হাদীস শরীফে আছে যে, সুবহানাল্লাহ্ বললে আল্লাহ্ তাআলা আযাব হতে বাঁচিয়ে রাখেন।

জ্ঞাতব্য ঃ চিকিৎসাবিদগণ বলেছেন যে, মহামারীর সময়ে আতর, মিশক, আম্বর ইত্যাদির ঘ্রাণ নেয়া খুবই উপকারী। কিন্তু ওলামায়ে কেরাম বলেছেন, ঐ সময়ে অধিক পরিমাণে দরূদ শরীফ পড়লে বেশী উপকার হবে। হাদীস শরীফে আছে যে, দরূদ শরীফ দুশ্চিন্তা দূর করে। দরূদ শরীফ ছাড়াও لَاحَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِىِّ الْعَظِيْمُ -কেও অবশ্য পাঠ্য নির্ধারণ করবে। কারণ হাদীস শরীফে আছে ...... لَاحَوْلَ একশত রোগের ঔষধ, ঐ অবস্থার সময়সমূহে বেশী বেশী পরিমাণ নামায পড়া কর্তব্য। কারণ হাদীস শরীফে আছে রসূল (স)-এর যদি কখনো দুশ্চিন্তা হতো তখন তিনি অধিক পরিমাণে নফল নামায পড়তেন। ঐ সময়ে কর্পূরের পরিবর্তে তাকওয়ার ঘ্রাণ নিবে যাতে তার বরকতে আল্লাহ্ তাআলা সমস্ত বালা মুসীবত হতে রক্ষা করবেন। (আমীন)

উপরে যে সমস্ত চিকিৎসার কথা বলা হলো তা রূহানী চিকিৎসা এবং প্রাকৃতিক চিকৎসা। এখন কিছু কিছু চিকিৎসা শাস্ত্রের মতানুযায়ী শারীরিক চিকিৎসার বিষয় বর্ণনা করা হচ্ছে।

মহামারীর ঔষধি চিকিৎসা

মহামারীর সময়ে মানুষের অধিকতর ছায়াযুক্ত বাড়ীতে অবস্থান করা প্রয়োজন। সুগন্ধিসমূহ যেমন কর্পূর, মিশক, আম্বর, উদকাঠ ও আতর ইত্যাদির ঘ্রাণ নেয়া উচিত। আহার্য দ্রব্যের মধ্যে লেবুর টক শরবত বেশী ব্যবহার করা দরকার। ঘরে কর্পূর ও উদকাঠের ধুঁয়া দেয়াও প্রয়োজন। সিরকা ও গোলাপপানি ঘরের সমস্ত জায়গায় ছিটাতে হবে। কাটা পেঁয়াজ ঘরের তাকে রাখা দরকার। বাতাসে বেশী ঘুরে বেড়াবে না। বিশেষ কারণে যদি বাইরে যেতেই হয় তবে কাপড় দ্বারা নাক কান ঢেকে যাবে এবং

www.pathagar.com

অবশ্যই আতর সংগে রাখবে। তরকারীসমূহ ও গোশতকে পরিত্যাগ করাকে জরুরী মনে করবে।

যাদুর চিকিৎসা

চিকিৎসা ঃ হাদীস শরীফে আছে যে, ইহুদী লবীদ বিন আসেম রসূল (স)-কে যাদু করেছিল। যার কারণে তাঁর রোগ হয়েছিল। কোনো কোনো বর্ণনায় আছে যে, তিনি অন্তত ছয়মাস অসুখে ছিলেন। এ কারণে তিনি অত্যন্ত দুর্বল হয়ে গিয়েছিলেন। একদিন হঠাৎ দুজন ফেরেশতাকে তিনি স্বপ্নে দেখলেন যে, একজন অপরজনকে জিজ্ঞেস করছে, হুযুর (স)-এর কি অসুখ হয়েছে ? অপরজন উত্তরে বললো হুযুর (স)-কে যাদু করা হয়েছে। প্রশ্নকারী পুনরায় প্রশ্ন করলো যে, কে যাদু করেছে। ? অপরজন উত্তর দিল, লবীদ বিন আসেম। সে পুনরায় প্রশ্ন করল যাদুর ক্রিয়া কিসের উপর আছে, অপরজন উত্তর দিল হুযুর (স) মাথার চুল মুবারক ও চিরুণির দাঁতসমূহের মধ্যে ধনুকের সুতায় এগারটি গিরা দিয়ে খেজুরের আবরণে রেখে ওয়াজরানের কূপে পাথরের নীচে পুঁতে রাখা হয়েছে। প্রত্যুষে ঘুম হতে যখন তিনি জাগলেন তখন তিনি উক্ত কূপের নিকট গমন করত দুজন সাহাবী দ্বারা যাদুর উক্ত দ্রব্য উঠিয়ে আনলেন। কেউ কেউ বলেছেন যে, এ দুজন সাহাবীর একজন ছিলেন হযরত আলী (রা) অন্যজন হযরত আম্মার (রা)। ফাত্হুল বারী কিতাবে লিখা আছে ঐ যাদুর মধ্যে রসূল (স)-এর মোমের তৈরী আকৃতিতে সূঁচ গাঁথা ছিল। ঐ মোমের আকৃতি হতে যখনই সূঁচগুলো বের করা হয়েছিল তখনই রসূল (স)-এর আরাম ও প্রশান্তি হতে আরম্ভ হয়েছিল এবং তাতে যে এগারটি গিরা দেয়া ছিল তা খোলা যাচ্ছিল না। এজন্য হযরত জিবরাঈল আমীন মুয়াব্বিযাতাইন অর্থাৎ قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ও قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ নিয়ে অবতীর্ণ হয়েছিলেন এবং বলেছিলেন যে, এ দুটি সূরায় এগারটি আয়াত আছে। তা পড়ে ঐ যাদুর উপর ফুঁক দিন, তার বরকতে এ গিরা খুলে যাবে। এ পর্যন্ত হাদীসের বিষয় বর্ণনা শেষ হয়েছে। কোনো কোনো বর্ণনায় আছে যে, হযরত কাব আহবার (রা) বলেন, রসূল (স) বলেছেন, যদি আমি সকাল সন্ধ্যায় ঐ মুবারক কালেমাগুলো না পড়তাম, তাহলে ইহুদীগণ আমাকে যাদু দ্বারা কুকুর অথবা গাধা বানিয়ে ফেলত।

জ্ঞাতব্য ঃ হযরত কা'ব আহবার (রা) যখন মুসলমান হয়ে গেলেন তখন ইহুদীগণ তাঁর শত্রু হয়ে গেল। তখন তিনি নিম্নলিখিত দোয়াটি পড়তে আরম্ভ করেন যার কারণে তিনি ইহুদীদের ক্ষতি হতে নিরাপদ হন। দোয়াটি নিম্নরূপ ঃ

www.pathagar.com

اَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللّٰهِ التَّامَّاتِ الَّتِىْ لَايُجَاوِزُهُنَّ بَرٌّ وَلَا فَاجِرٌ وَاَعُوْذُ بِوَجْهِهِ الْعَظِيْمِ الْجَلِيْلِ الَّذِىْ لَايَخْتَصِرُ جَارُهُ الَّذِىْ يُمْسِكُ السَّمَآءَ اَنْ تَقَعَ عَلَى الْاَرْضِ اِلَّا بِاِذْنِهٖ مِنْ شَرِّمَا ذَرَا فِى الْاَرْضِ وَمِنْ شَرِّ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمِنْ شَرِّ مَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَآءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيْهَا وَمِنْ شَرِّ كُلِّ دَابَّةٍ اَنْتَ اٰخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا اِنَّ رَبِّىْ عَلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ۔

"আমি আল্লাহ্ তাআলার ঐ পুণ্য বাক্যসমূহের মাধ্যমে আশ্রয় চাচ্ছি যাকে কোনো ভাল ও মন্দ অতিক্রম করতে পারে না এবং আশ্রয় চাচ্ছি ঐ কুদরতি মহান, পরাক্রম মুখাবয়বের, যার সাথে নিকটবর্তী অবস্থানকারী কখনও অপদস্থ হয় না। যিনি স্বীয় ইচ্ছায় আসমানকে যমীনের উপর বসে পড়া হতে রক্ষা করেছেন এবং আশ্রয় চাচ্ছি পরিপূর্ণ অপকারিতা হতে এবং যমীন হতে যে অপকারিতা বের হয় ও তার মধ্যে যে অপকারিতা সৃষ্টি হয় তাতে আশ্রয় চাচ্ছি এবং আসমান হতে যে অপকারিতা অবতীর্ণ হয় ও আসমানে যে অপকারিতা গমন করে তার অপকারিতা হতে এবং প্রত্যেক ঐ জন্তুর অপকারিতা হতে, যার কপালের চুল ধরে তুমি নিয়ন্ত্রণে রেখেছো তার অপকারিতা হতে আশ্রয় চাচ্ছি। নিশ্চয়ই আমার প্রতিপালক সোজা পথের উপর আছেন।"

এ দোয়া যদি সকাল সন্ধ্যায় পড়া যায় তবে মানুষ যাদু হতে নিরাপদে থাকবে, ইন্‌শাআল্লাহ্।

জ্ঞাতব্য ঃ এখানে যদি কোনো ব্যক্তি প্রশ্ন করে যে, রসূল (স)-এর উপর যাদুর ক্রিয়া আল্লাহ তাআলা হতে দিলেন কেন, তাঁকে যাদুর ক্রিয়া হতে কেন রক্ষা করলেন না, ঐ প্রশ্নের উত্তর এই যে, কাফিরগণ রসূল (স)-কে যাদুকর বলত। যাদুকরের উপর যাদুর ক্রিয়া হয় না। এ প্রেক্ষিতে আল্লাহ্ তাআলা প্রয়োজন মনে করলেন যে, রসূল (স)-এর উপর যাদুর ক্রিয়া হোক, যাতে মানুষ ভালভাবে জানতে পারে যে, মুহাম্মাদ (স) যাদুকর নন। যদি যাদুকর হতেন তবে যাদু তাঁর উপর ক্রিয়া করত না।

নামলা অর্থাৎ ফোঁড়ার চিকিৎসা

চিকিৎসা ঃ নামলা এক প্রকার ফোঁড়া যা মানুষের পাঁজরে হয়, এর কারণে রোগীর এমন মনে হয় যেন ঘায়ের ভিতর পিঁপড়া ঢুকছে। এ

www.pathagar.com

রোগের চিকিৎসা বিষয়ে আবু দাউদ শরীফে হযরত শাফা বিনতে আবদুল্লাহ (রা) হতে বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেছেন একদিন রসূল (স) গৃহে আগমন করলেন। এমন সময় আমি হযরত হাফসা (রা)-এর নিকট বসা ছিলাম। তিনি আমাকে বললেন তুমি হাফসাকে নামলার মন্তর কেন শিখাও না ? যেমন তুমি তাকে লেখা শিখিয়েছো। নামলার দোয়া ঃ

بِسْمِ اللّٰهِ صَلَّتْ حَتّٰى تَفُوْرَ مِنْ اَفْوَاهِهَا اَللّٰهُمَّ اَشْفِ الْبَاسَ رَبُّ النَّاسِ -

এর নিয়ম এই যে, এ দোয়া পড়ে কোনো খড়ির উপর ফুঁক দিতে হবে। অতপর অত্যন্ত শক্তিসম্পন্ন সিরকা পাথরের উপর ঢেলে ঐ খড়িকে পাথরের উপর ঘষে ফোঁড়ায় লাগাতে হবে। এ হাদীস থেকে জানা গেল যে, মেয়েদের লেখা শিখানো মাক্রুহ নয়। আল্লাহ তাআলা ভাল জানেন।

ক্ষতিপূরণের তদ্‌বির

চিকিৎসা ঃ যদি কারো কোনো ক্ষতি হয়ে যায়, তবে নিম্নের দোয়াসমূহ পড়বে। আল্লাহ তাআলা তাকে উত্তম প্রতিদান দিবেন। ঐ দোয়াটি নিম্নরূপ ঃ

اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ - اَللّٰهُمَّ اَجِرْ نِىْ مِنْ مُصِيْبَتِىْ وَاخْلُفْ لِىْ خَيْرًا مِنْهَا -

"নিশ্চয়ই আমরা আল্লাহর জন্য এবং আমরা সকলেই আল্লাহর কাছে প্রত্যাবর্তন করবো। হে আল্লাহ! বিপদে তুমি আমাকে বিনিময় দান কর এবং এর পরিবর্তে আমাকে উত্তম প্রতিদান দাও।"

জ্ঞাতব্য ঃ হযরত উম্মে ছালামা (রা)-এর প্রথম স্বামীর মৃত্যু হলে রসূল (স) তাঁকে এ দুটি দোয়া শিখিয়ে দিয়ে বললেন যে, যার কোনো ক্ষতি হয়ে যাবে সে যদি এই দোয়া পড়ে তবে আল্লাহ তাআলা তাকে তার চেয়ে আরও উত্তম জিনিস দান করবেন। উম্মে ছালামা (রা) বলেন, আমি চিন্তা করতে থাকলাম যে, আবু ছালামা (রা) হতে উত্তম স্বামী আর কে মিলবে। এ ঘটনার কিছু দিন অতিবাহিত হবার পর রসূল (স) আমাকে বিয়ে করলেন। তখন আমার বুঝে আসল যে, এটি ঐ দোয়ার ফলশ্রুতি যা এখন প্রকাশ হল।

নজর লাগার চিকিৎসা

চিকিৎসা ঃ জ্ঞাতব্য যে, মানুষের চোখে এক প্রকার বিষ থাকে। যেমন বিচ্ছুর হুল ও সাপের জিহ্বায় বিষ থাকে। ঐ বিষ হল নজর লাগা। নজর

www.pathagar.com

শুধু মানুষের উপরেই লাগে তা নয়, বরং প্রত্যেক জিনিস, যেমন সন্তান, বাগিচা, ক্ষেত, সম্পদ, আসবাব ইত্যাদির উপরেও লাগে। এজন্য আল্লাহ তাআলা স্বীয় বন্ধু রসূলুল্লাহ (স)-এর মুখে এরও চিকিৎসা তাঁর উম্মতকে বলে দিয়েছেন। যাতে আল্লাহ তাআলার সৃষ্টি তা দ্বারা উপকার লাভ করে। হযরত হাসান বসরী (র) বলেছেন যে, যদি কারোর উপর নজর লাগে তবে ঐ ব্যক্তি সূরা নূনের নিম্নলিখিত আয়াত পড়ে তিনবার ফুঁক দিবে। আয়াতটি নিম্নরূপ ঃ

وَاِنْ يَّكَادُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَيُزْلِقُوْنَكَ بِاَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوْا الذِّكْرَ وَيَقُوْلُوْنَ

اِنَّهٗ لَمَجْنُوْنٌ وَمَا هُوَ اِلاَّ ذِكْرٌ لِّلْعٰلَمِيْنَ

"এই কাফের লোকেরা যখন উপদেশের কালাম (কুরআন) শুনে, তখন তারা তোমাকে এমন দৃষ্টিতে দেখে, যেন মনে হয়, তারা তোমার মূলোৎপাটন করে ছাড়বে। আর বলে যে, লোকটি নিশ্চয়ই পাগল ! অথচ এটাতো সমগ্র বিশ্বের জন্য একটি মহান উপদেশ মাত্র।"

যদি কারো কোনো জিনিস যেমন মাল, সন্তান সন্তুতি, বাড়ী অথবা বাগিচা ইত্যাদি দেখে পছন্দ হয় এবং দেখতে খুব ভাল মনে হয় তবে ঐ সময় এই দোয়া পড়বে। দোয়া ঃ

مَا شَاءَ اللّٰهُ لاَحَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ اِلاَّ بِاللّٰهِ ـ

"আল্লাহ যা চান–একমাত্র আল্লাহর সাহায্য ছাড়া কারো কোনো শক্তি-ক্ষমতা নেই।"

এ দোয়ার বরকতে ঐ জিনিসে নজর লাগবে না। যদি কোনো ব্যক্তির জানা থাকে যে, তার নজর খুব খারাপ এবং দ্রুত কোনো জিনিসের উপর লেগে যায়, তবে প্রথমে কোনো জিনিস দেখবে না এবং কোনো জিনিসে নজর লেগে গেলে তৎক্ষণাৎ بَارِكْ عَلَيْــهِ পড়বে তাহলে ইনশাআল্লাহ ঐ কালেমার বরকতে নজর লাগবে না। সিরাতে মুস্তাকীম কিতাবে আছে যে, ইমাম আবুল কাসিম তাশিরী (র) বলেন যে, একবার আমার ছেলের কঠিন অসুখ হয়ে গেল, অসুখের কারণে ছেলে মরণাপন্ন হয়ে গেলে আমি একদিন রসূল (স)-কে স্বপ্নে দেখে তাঁর খিদমতে ছেলের অসুখের কথা বললাম। তিনি বললেন যে, তুমি আয়াতে শিফা হতে কেন বেখেয়াল আছ, আয়াতে শিফা নিম্নে দেয়া হলো।

(١) وَيَشْفِ صُدُوْرَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِيْنَ ـ (٢) وَشِفَاءٌ لِّمَا فِى الصُّدُوْرِ ـ (٣)

www.pathagar.com

يَخْرُجُ مِنْ بُطُوْنِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ اَلْوَانُهُ فِيْهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ - (٤) وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْاٰنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَّرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِيْنَ - (٥) وَاِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِيْنَ - (٦) قُلْ هُوَ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا هُدًى وَشِفَاءٌ -

"(১) মুমিনদের অন্তরে রোগ নিরোগ করে (২) অন্তরের মধ্যে যে দুঃখ আছে তা দূর করে (৩) তাদের পেট হতে পান করার জিনিস বের করে, যার রং বিভিন্ন প্রকারের। যার মধ্যে মানুষের জন্য প্রতিষেধক রয়েছে। (৪) কুরআনে আমি আল্লাহ্ এমন জিনিস অবতীর্ণ করি, যা মু'মিনদের জন্য প্রতিষেধক ও রহমত। (৫) যখন আমি অসুস্থ হই, তখন তিনিই আমাকে রোগমুক্ত করেন। (৬) আপনি বলে দিন যে, মু'মিনদের জন্য এটি হিদায়াত ও ঔষধ।"

আমি এসব আয়াত লিখে পানিতে গুলে তখনই ছেলেকে পান করালাম। যার বরকতে ছেলে এরূপ সুস্থ হলো যে, তার যেন কোনো অসুখই হয়নি। একজন আল্লাহর বান্দা আলেম জানিয়েছেন যে, আমার একটি দ্রুতগামী, চতুর উট ছিল। ঘটনাক্রমে কোনো এক জায়গায় বিশ্রামের প্রয়োজনে যাত্রা বিরতি করায় সেখানে থাকলাম। এ অবস্থায় ঐ স্থানের এক ব্যক্তি আমার নিকট আগমনপূর্বক বর্ণনা করল যে, এ স্থানে এমন এক ব্যক্তি আছে, যে নজর লাগাতে বিখ্যাত। অপনার উটটি অত্যন্ত উত্তম। আমার আশঙ্কা হচ্ছে যে, ঐ ব্যক্তি আপনার উটের উপর নজর লাগাতে পারে, ফলে আপনার উট মারা যেতে পারে। উত্তরে আমি বললাম যে, আমার উটের উপর তার নজর লাগবে না। ঘটনাক্রমে ঐ ব্যক্তির নিকটে আমার উটের খবর পৌঁছলে তখনই তার আগমনপূর্বক আমার উটকে নজর ভরে দেখলো। তার দেখার পরক্ষণেই উঁট পড়ে গিয়ে ছটফট করতে লাগল। মানুষেরা বললো, উক্ত ব্যক্তি আপনার উটে নজর লাগিয়েছে। আমি ব্যক্তিটিকে ডেকে এনে আমার সামনে বসিয়ে এই দোয়া পড়লাম ঃ

بِسْمِ اللّٰهِ حَبَسَ حَابِسٍ وَشَجَرَ يَابِسٍ شِهَابٍ قَابِضٍ مَرَدَدْتُ عَيْنَ الْعَائِنِ عَلَيْهِ وَعَلٰى اَحَبِّ النَّاسِ اِلَيْهِ فَارْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرٰى مِنْ فُطُوْرٍ ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ يَنْقَلِبْ اِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِئًا وَهُوَ حَسِيْرٌ ط

www.pathagar.com

"দৃষ্টি আবার ফিরিয়ে দেখ, কোথাও কোনো দোষ-ত্রুটি দৃষ্টিগোচর হয় কি ? বারবার দৃষ্টি নিক্ষেপ কর ; তোমাদের দৃষ্টি ক্লান্ত-শ্রান্ত ও ব্যর্থ হয়ে ফিরে আসবে।"

এই দোয়া পড়ার পরক্ষণেই উক্ত ব্যক্তির চোখ বের হয়ে পড়ল এবং আমার উট সুস্থ হল। এ কাহিনী বর্ণনার উদ্দেশ্য এই যে, দোয়ায়ও নজর লাগায় উপকার হয়। যদি নজর লাগাবার ব্যক্তি সামনে উপস্থিতও থাকে। কারণ আল্লাহ তাআলার নামে বহু বরকত আছে। বস্তুত কোনো জিনিস হারিয়ে গেলে দূরে অবস্থিত জিনিসের উপর যখন যাদু ক্রিয়াশীল হয় তখন আল্লাহ তাআলার নামে কেন ক্রিয়া করবে না।

বদ নজর লাগার চিকিৎসা

চিকিৎসা ঃ ইমাম মালিক (র) লিখেছেন যে, হযরত আমর বিন রবিয়া (রা) হযরত সুহাইল বিন হানিফকে গোসল করতে দেখে বললেন যে, আল্লাহর শপথ এমন সুশ্রী অবয়ব আমি না কোনো পুরুষকে, না কোনো মেয়ে মানুষকে দেখেছি। একথা বলার সাথে সাথে হযরত সুহাইল (রা) তৎক্ষণাৎ বেহুশ হয়ে পড়ে গেলেন। রাসূল (স) এ খবর শুনে হযরত আমর বিন রবিয়া (রা)-এর উপর রাগান্বিত হয়ে বললেন যে, তুমি স্বীয় মুসলমান ভাইকে ধ্বংস করতেছ কেন ? তুমি তার জন্য কেন বরকতের দোয়া করনি ? তার সৌন্দর্যের উপর যখন তোমার নজর পড়ে তুমি اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلَيْهِ অর্থাৎ হে আল্লাহ তাকে বরকত দান কর। এ দোয়া কেন পড়লে না, যদি তুমি এ দোয়া পড়তে তবে তার নজর লাগত না। অতপর তিনি তাকে বললেন যে, এখন তুমি নিজের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ তার জন্য ধৌত কর। তারপর হযরত আমর (রা) উক্ত পানি দ্বারা তাঁর সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ মুখ, হাত, কনুই পা এবং ইস্তিঞ্জার অঙ্গ এক পাত্রে ধুলেন এবং সেই পানি হযরত সুহাইল (রা)-এর উপর ঢেলে দিলেন। এ আমলে হযরত সুহাইল (রা) ঐ সময়েই জ্ঞান ফিরে পেয়ে দণ্ডায়মান হলেন।

জ্ঞাতব্য ঃ মাওয়াহিব কিতাবে ধোয়ার নিয়ম এভাবে বর্ণনা করা হয়েছে যে, এক পাত্রে পানি নিয়ে নজর লাগা ব্যক্তিকে ডান হাতে পানি নিয়ে কুলি করে ঐ পাত্রে ফেলতে বলবে। অতপর ঐ পাত্রেই নিজের মুখ ধুবে। অতপর বাম হাত দ্বারা ডান পা ধুবে এবং ডান হাত দ্বারা বাম পা ধুবে। পুনরায় বাম হাত দ্বারা ডান কনুই ও ডান হাত দ্বারা বাম কনুই ধুবে। অতপর ইস্তিঞ্জার জায়গা ধুবে। কিন্তু পানির পাত্র মাটিতে রাখবে

www.pathagar.com

না। অতপর ঐ পানি নজর লাগা ব্যক্তির উপর ঢেলে দিবে। ইনশাআল্লাহ ঐ ব্যক্তি তখন সুস্থ হয়ে যাবে।

জ্ঞাতব্য ঃ এ অবস্থায় মানুষকে ঈমানের পথে দৃঢ়ভাবে থাকা দরকার। বুদ্ধির কোনো প্রকার দখল দিবে না। কারণ এ স্থানে বুদ্ধি সমাধান দিতে অপরাগ। বুদ্ধি কখনই আল্লাহ ও তাঁর রসূলের রহস্য জানে না। মুসলমানের জন্য আল্লাহ ও রসূলের আদেশের উপর দৃঢ় বিশ্বাস ও ভরসা রাখা অবশ্য কর্তব্য। কোনো দার্শনিক যদি প্রশ্ন করে যে, আলোচিত ব্যবস্থাটি জ্ঞান বহির্ভূত। তবে তার উত্তর এই যে, আল্লাহ তাআলার ঔষধ কোনো সময় স্বীয় বৈশিষ্ট্যে উপকারী হয় এবং অনেক হাকীম ও ডাক্তার যেমন অনেক ঔষধকে বৈশিষ্ট্যে উপকারী হওয়ার মত পোষণকারী। এরূপ খোদায়ী ঔষধকেও বিশেষ বৈশিষ্ট্যে উপকারী মনে করবে, বুদ্ধিকে তাতে দখল দিবে না। কোনো কোনো হাদীসে আছে যে, রসূল (স) হযরত উম্মে ছালামা (রা)-এর বাড়ীতে একটি বালককে দেখলেন যে, সে হলুদ বর্ণ হয়ে যাচ্ছে। তিনি বললেন যে, এ বালককে ঝাড় ফুঁক দিতে হবে। কারণ তার উপর জিনের নজর লেগেছে। এ থেকে জানা গেল যে, যেরূপে মানুষের নজর লাগে ঐরূপে জিনেরও নজর লাগে। এখানে প্রণিধানযোগ্য যে, নজর লাগা, সাপ, বিচ্ছুর দংশনে ঝাড়-ফুঁকের মন্তর ও তার ব্যবহার বৈধ, যার ভিতরে আল্লাহ তাআলার নাম আছে এবং মন্তরের অর্থ বুঝা যায়। যে মন্তরের অর্থ বুঝা যায় না এবং তাতে আল্লাহ তাআলার নামও নেই, এরূপ মন্তর ব্যবহার করা বৈধ নয়। কারণ তাতে কুফরি হওয়ার আশংকা আছে। কোনো কোনো মূর্খ আলেম এরূপ মন্তর ব্যবহার করে, যার অর্থ বুঝা যায় না এবং এর সাথে আল্লাহ তাআলার নামও যোগ করে। উদ্দেশ্য এই যে, যাতে লোকে ভাবে, এ মন্তর আল্লাহ তাআলার নাম দ্বারাই করা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে এ ধরনের মন্তরে মুসলমানের বিশ্বাস করা বৈধ নয়। কারণ শয়তানের কৌশল এই যে, রোগের আকার ধারণ পূর্বক মানুষের শরীরে ঢুকে যায়। কোন সময় সাপ ও বিচ্ছুর রূপ ধারণ করে মানুষকে দংশন করে। অতপর যখন তার নাম দ্বারা মন্তর করা হয়, তখন সে খুশী হয়ে মানুষের শরীর হতে বের হয়ে গিয়ে বলে যে, আমার নামের যিকিরকারী এখনও দুনিয়ায় বিদ্যমান আছে। মূর্খ লোকেরা মনে করে যে, অমুক ওঝার মন্তরে খুব উপকার হয়। আমাদের সন্তান-সন্ততি সুস্থ হয়ে যায়। বস্তুত ঐ সমস্ত লোক ঐ মন্তরকারী লোকের উপর পূর্ণ ভরসা করে এবং ঐ ব্যক্তিকে একজন বুযুর্গ তদবীরকারক মনে করতে থাকে। এ বিষয়ে সত্য সঠিক পন্থীদেরকে

www.pathagar.com

বাতিল ও মিথ্যা মনে করতে থাকে বরং কোনো সময় এমন কথাও বলে যে, আলেমগণ তো শুধু ইলমে যাহিরের পাঠক, তারা ইলমে বাতিন সম্পর্কে কি জানবে। আল্লাহ্ তাআলা সমস্ত মুসলমানকে এরূপ বিশ্বাস করা হতে বাঁচিয়ে রাখুন এবং তাওবা করার সামর্থ দান করুন। ইতিমধ্যে হাজার হাজার মুসলমান এই ব্যাধি ও চিন্তায় জড়িত হয়ে গেছে। এরূপ অবস্থাও হয়েছে যে, কোনো হিন্দুও যদি তাদেরকে বলে যে, তোমরা তপজপ কর তাহলে সুস্থ হয়ে যাবে, তাহলে তারা তাও করে বসবে এবং অন্তরে একথা বলে যে, কাফিরই যদি হতে হয়, তবে ঐ কাজ করনে ওয়ালাই হবে, আমরা কেন কাফির হব। আফসোস, এরা বুঝে না যে, কুফরকারী, কুফরী করতে সহযোগিতাকারী, কুফরীর সমর্থক সবাই কুফরীর অংশীদার। কোনো লোক নজর ও অসুখের জন্য কলিজা ও জবাইকৃত জন্তু চৌরাস্তায় ফেলে রাখে, কেউ চিড়া ও দই তিন রাস্তার মোড়ে ফেলে রাখে এবং কেউ কালো কুকুর খুঁজে খাওয়ায়। এ ছাড়াও বহু জঘন্য কাজ করে। মুসলমানদের এসব কর্ম হতে বিরত থাকা এবং কোনো মূর্খ ও কাফিরের কথা না শোনা একান্ত প্রয়োজন। নজর ইত্যাদির জন্য চিকিৎসা করা প্রয়োজন যা শরীআতের দৃষ্টিতে বৈধ। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) তাঁর স্ত্রীর গলায় মাদুলী দেখে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার গলায় এ মাদুলী কি জন্য? তিনি উত্তরে বললেন যে, আমার চোখে বেদনা ছিল। যে দিন অমুক ইহুদি আমাকে এ মাদুলী দিয়েছিল ঐ দিন হতে আমার চোখের বেদনা চলে যায়। হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ (রা) স্ত্রীকে বললেন, তোমার চোখে শয়তান খোঁচা দিত। সে যখন তোমার দ্বারা শিরক করাতে পারল, ঐ দিন হতে সে তোমার নিকট আসে না। তোমার অবশ্য কর্তব্য ছিল ঐ দোয়া পড়া, যা হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পড়তেন। দোয়াটি এই ঃ

اَذْهِبِ الْبَاسَ رَبَّ النَّاسِ اَنْتَ الشَّافِىْ لَاشِفَاءَ اِلاَّ شِفَاءُكَ شِفَاءً لاَيُغَادِرُ سَقَمًا ـ

"হে মানুষের প্রতিপালক! রোগ দূর করে দাও, সুস্থতা দান কর। তুমি রোগ মুক্তকারী, যিনি কোনো রোগীকে ছেড়ে দেয় না।"

কুদৃষ্টির ক্ষতের চিকিৎসা

চিকিৎসা ঃ যে ব্যক্তির কুদৃষ্টি লেগে যায়, তাকে এ দোয়া পড়তে হবে ঃ

بِسْمِ اللّٰهِ اَللّٰهُمَّ اَذْهِبْ حَرَّهَا وَبَرْدَهَا وَصَبَّهَا ـ

www.pathagar.com

"আল্লাহ তাআলার নামে আরম্ভ করছি, হে আল্লাহ! ঐ চোখের গরম, ঠাণ্ডা ও কষ্ট দূর করে দাও।"

যদি কোনো পশুর কুদৃষ্টি লাগে তবে উপরোক্ত দোয়া পড়ে চারবার ডান থুতনি ও তিনবার বাম থুতনিতে ফুঁক দিয়ে পরে নিম্নের দোয়া পড়বে ঃ

لَابَأْسَ اَذْهِبِ الْبَأْسَ رَبَّ النَّاسِ اِشْفِ اَنْتَ الشَّافِىْ لَايَكْشِفُ الضُّرَّ اِلاَّ اَنْتَ-

"হে মানুষের প্রতিপালক! কষ্ট দূর কর। রোগ মুক্ত কর। তুমিই রোগ মুক্তিদাতা। তুমি ছাড়া কষ্ট দূরকারী কেউ নেই।"

সকল প্রকার বালামুছিবত হতে পরিত্রাণের দোয়া

যে ব্যক্তি সকাল সন্ধ্যায় নিম্নের দোয়াটি পড়বে সে আল্লাহ তাআলার আশ্রয় ও নিরাপত্তায় থাকবে। ঐ মুবারক দোয়াটি এই ঃ

اَللّٰهُمَّ اَنْتَ رَبِّىْ لَآ اِلٰهَ اِلاَّ اَنْتَ عَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَاَنْتَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيْمِ مَا شَاۤءَ كَانَ وَمَا لَمْ يَشَاۤءْ لَمْ يَكُنْ اَعْلَمُ اَنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ - وَاَنَّ اللّٰهَ قَدْ اَحَاطَ بِكُلِّ شَىْءٍ عِلْمًا اَللّٰهُمَّ اَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّ نَفْسِىْ وَمِنْ شَرِّ كُلِّ دَابَّةٍ اَنْتَ اٰخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا اِنَّ رَبِّىْ عَلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ-

"হে আল্লাহ! তুমি আমার প্রতিপালক ! তুমি ছাড়া আর কোনো ইলাহ্ নেই। আমি তোমার উপরই ভরসা করি। তুমিই মহান আরশের অধিপতি। আল্লাহ্ যা চান, তাই হয়। যা চান না তা হয় না। নিসন্দেহে আল্লাহ তাআলা সমস্ত কিছুর উপর কর্তৃত্বশীল। নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলার জ্ঞান সমস্ত বস্তুকে বেষ্টন করে আছে। হে আল্লাহ! তোমার নিকট স্বীয় আত্মা ও প্রত্যেক ঐ জন্তুর অপকারিতা হতে আশ্রয় চাচ্ছি যার নিয়ন্ত্রণ তোমার কর্তৃত্বে। নিশ্চয়ই আমার প্রতিপালক সোজা সঠিক পন্থায় আছেন।"

বর্ণিত আছে একজন সাহাবীকে কেউ বলেছেন যে, আপনার ঘরে আগুন লেগে পুড়ে গেছে। শুনে তিনি বললেন যে, আমার ঘর পুড়তে পারে না। কারণ আমি উপরোক্ত দোয়াটি প্রতিদিন ঐ সময় হতে পড়ি, যখন হতে আমি হুযুর (স) হতে শুনেছি। তবুও আমার ঘর কিরূপে পুড়বে।

www.pathagar.com

অতপর তিনি বাড়ী গিয়ে দেখলেন যে, ঘরের চারপাশে আগুন লেগেছিল। কিন্তু ঘরের ভিতর দিকটা নিরাপদে আছে।

চিন্তাভাবনা দূর করার দোয়া

চিকিৎসা ঃ সীরাতে মুস্তাকীম কিতাবে আছে, যে ব্যক্তি সকাল সন্ধ্যায় নিম্নের দোয়াটি পড়বে আল্লাহ্ তাআলা তাকে দুঃখ ও চিন্তা হতে মুক্তি দান করবেন। দোয়াটি হলো–

حَسْبِيَ اللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلاَّ هُوَ اِنِّيْ اَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّ نَفْسِيْ وَمِنْ شَرِّ كُلِّ دَابَّةٍ اَنْتَ اٰخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا اِنَّ رَبِّيْ عَلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ۔

"আমার জন্য আল্লাহ্ তাআলাই যথেষ্ট। তিনি ছাড়া কোনো ইলাহ নেই। আমি আশ্রয় চাচ্ছি। আমার আত্মার ও সমস্ত জন্তুর অপকারিতা হতে, তুমি যার কপালের কেশ ধরে রেখেছ। নিশ্চয়ই আমার প্রতিপালক সঠিক পথে আছেন।"

চিন্তা-ভাবনা দূর করার (অন্য) দোয়া

চিকিৎসা ঃ সীরাতে মুস্তাকীম কিতাবে লিখা আছে, যে ব্যক্তি সাতবার সকাল-সন্ধ্যায় এ দোয়া পড়বে, আল্লাহ তাআলা তাকে দুঃখ ও চিন্তা-ভাবনা হতে মুক্তি দান করবেন। দোয়াটি হলো–

حَسْبِيَ اللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلاَّ هُوَ۔

"আমার জন্য আল্লাহ্ তাআলাই যথেষ্ট।"

শিশুদের নিরাপত্তার তদবীর

চিকিৎসা ঃ আল কওলুল জামীল কিতাবে আছে যে, এ তাবিজ লিখে শিশুদের গলায় দিলে আল্লাহ্ তাআলা ঐ শিশুদেরকে নিজের তত্তাবধানে নিরাপদে রাখবেন। ঐ দোয়া এই ঃ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمُ۔ اَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللّٰهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ كُلِّ شَيْطَانٍ وَهَامَّةٍ وَعَيْنٍ لاَمَّةٍ وَحَصَّنْتُ لِحِصْنِ اَلْفِ لاَحَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ اِلاَّ بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمُ۔

www.pathagar.com

"পরম করুণাময় দয়ালু আল্লাহর নামে আরম্ভ করছি। আমি আশ্রয় চাচ্ছি, আল্লাহ্ তাআলার পরিপূর্ণ বাক্য দ্বারা মরদুদ শয়তান ও কুদৃষ্টি হতে এবং সুরক্ষিত করছি হাজারও দুর্গে 'লা হাওলা ওয়ালা কুয়াতা'র।"

জিনের আছর দূর করার দোয়া

চিকিৎসা ঃ 'আল কওলুল জামীল' কিতাবে লিখা হয়েছে যে, জিনগ্রস্ত ব্যক্তি অথবা যে শিশুদেরকে শয়তান কষ্ট দেয়, অথবা জিনগ্রস্ত হয়, তার বাম কানে নিম্নের আয়াতটি সাত বার পড়ে ফুঁক দিবে। আয়াত ঃ

لَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ -

"আমি সুলাইমানকে পরীক্ষা করেছি এবং তার কুরছির উপর এক অপূর্ণ শরীর ফেলে দিলাম, অতপর সে নিবিষ্ট হল।"–সূরা সোয়াদ ঃ ৩৪

এ তদবীরে আছর দূর না হলে রোগীর বাম কানে আযান দিবে। যদি তাতেও দূর না হয় তবে রোগীর উপর সূরা ফাতিহা, মুয়াব্বিযাতাইন, আয়াতুল কুরছী, সূরা তারিক, সূরা হাশরের শেষ আয়াত ও সূরা সফ্ফাতের প্রথম আয়াত পড়ে ফুঁক দিতে থাকবে। ইনশাআল্লাহ্ ঐ আয়াতগুলোর বরকতে আছর দূর হবে এবং শয়তান পুড়ে যাবে। যদি এতেও না যায় তবে আয়াত أَفَحَسِبْتُمْ শেষ পর্যন্ত পড়ে তার কানে ফুঁক দিবে। একটি পাত্রে পানি নিয়ে তার উপর সূরা ফাতিহা, আয়াতুল কুরছি এবং সূরা জিনের প্রথম পাঁচ আয়াত পড়ে ফুঁক দিবে। অতপর মুখে পানি ছিটাবে। ইনশাআল্লাহ এ চিকিৎসায় রোগীর হুঁশ হবে। যদি কোনো বাড়ীতে জিনের আছর থাকে তবে ঐ পানি উক্ত বাড়ীতে ছিটিয়ে দিলে আছর দূর হয়ে যাবে। যদি কোনো বাড়ীতে জিন শয়তান পাথর নিক্ষেপ করে তবে চারটি লোহার পেরেক নিয়ে নিম্নের আয়াতটি পড়ে পেরেকের উপর ফুঁক দিবে। অতপর বাড়ীর চারদিকে পেরেকগুলোকে পুঁতবে। এতে পাথর নিক্ষেপ হওয়া বন্ধ হয়ে যাবে। প্রতি পেরেকের উপর আয়াতটি পঁচিশ বার পড়ে ফুঁক দিতে হবে। ঐ আয়াত এই ঃ

إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا ۝ وَأَكِيدُ كَيْدًا ۝ فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا ۝

"তারা গোপনে ষড়যন্ত্র করে আমিও গোপনে ষড়যন্ত্র করি। বস্তুত কাফিরদেরকে আপনি কিছু দিনের জন্য সামান্য ঢিল দিন।"–সূরা আত তারিক ঃ ১৭

www.pathagar.com

শরীরকে নিরাপদে রাখার দোয়া

চিকিৎসা ঃ আবু দাউদ শরীফে হাদীস বর্ণনা করা হয়েছে যে, রসূল (স) তাঁর কোনো কন্যাকে নিম্নোক্ত দোয়াটি শিখিয়ে বলেছিলেন, যে ব্যক্তি এ দোয়াটি সকাল-সন্ধ্যায় পড়বে, সে আল্লাহ্ তাআলার আশ্রয়ে থাকবে। দোয়াটি নিম্নরূপ ঃ

سُبْحَانَ اللّٰهِ بِحَمْدِهٖ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ مَا شَآءَ اللّٰهُ كَانَ وَمَا لَمْ يَشَآءْ لَمْ يَكُنْ اَعْلَمُ اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ وَاَنَّ اللّٰهَ قَدْ اَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا ـ

"হে পবিত্র এবং প্রশংসার উপযুক্ত আল্লাহ! আল্লাহ ছাড়া কারো শক্তি ও ক্ষমতা নেই। আল্লাহ যা চাচ্ছেন তা হয়েছে, যা চাননি তা হয়নি। আমি জানি, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সমস্ত জিনিসের উপর ক্ষমতাশীল এবং আল্লাহ স্বীয় ইল্‌ম দ্বারা সমস্তকে ঘিরে রেখেছেন।"

ঋণ পরিশোধের দোয়া

চিকিৎসা ঃ সুনানে আবু দাউদে হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) হতে বর্ণনা করা হয়েছে যে, এক ব্যক্তি হুযুর (স)-এর নিকট উপস্থিত হয়ে আরজ করল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! দুঃখ এবং ঋণ আমাকে খুব কষ্ট দিচ্ছে! আমাকে তার কোনো চিকিৎসার পরামর্শ দিন। রসূল (স) তাঁকে বললেন, আমি কি তোমাকে এমন বাক্য শিখিয়ে দিবো, যা পড়লে তোমার দুঃখ দূর হবে ও ঋণ পরিশোধ হবে। ঐ ব্যক্তি বললেন, জি হাঁ, হে আল্লাহর রসূল! আমাকে অবশ্যই এমন দোয়া শিখিয়ে দিন। রাসূল নিম্নের দোয়াটি শিখিয়ে দিলেন ঃ

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنَ الْهَمِّ وَالْحُزْنِ وَاَعُوْذُبِكَ مِنَ الْجُبْنِ وَالْبُخْلِ وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ غَلَبَةِ الدَّيْنِ وَقَهْرِ الرِّجَالِ ـ

"হে আল্লাহ! আমি দুঃখ ও চিন্তা, কাপুরুষতা ও কৃপণতা, ঋণগ্রস্থতা ও মানুষের অত্যাচার হতে তোমার আশ্রয় চাচ্ছি।"

ঐ ব্যক্তি বলে যে, যখনই আমি এ দোয়া পড়লাম তখনই তার বরকতে আল্লাহ্ তাআলা আমার দুঃখ ও চিন্তা দূর করে দিলেন, এবং আমার ঋণও পরিশোধ হয়ে গেলো।

www.pathagar.com

দুঃখ ও চিন্তা দূর করার দোয়া

চিকিৎসা ঃ রসূল (স) বলেছেন, যে ব্যক্তি সন্ধ্যায় নিম্নলিখিত দোয়াটি পড়বে আল্লাহ্ তাআলা তার দুঃখ ও ভাবনা দূর করে দিবেন। দোয়াটি নিম্নরূপ ঃ

اَللّٰهُمَّ اَصْبَحْتُ مِنْكَ فِى نِعْمَتٍ وَّعَافِيَةٍ وَسَتَرٍ فَاتْهِمْ عَلَىَّ نِعْمَتَكَ وَسَتْرَكَ فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ ـ

"হে আল্লাহ্! আমি তোমার নিয়ামতের ও ক্ষমার ভিতরে ভোরে উঠলাম। আমার উপর তোমার নিয়ামত ও আবরণ দুনিয়া ও আখিরাতে পরিপূর্ণ করে দাও।"

একদিন এক ব্যক্তি নবী করীম (স)-এর নিকট উপস্থিত হয়ে নিবেদন করল যে, আমাকে সর্বদা বিপদ মুছিবতে ঘিরে রাখে। নবী করীম (স) বললেন, তুমি প্রত্যেক সকালে নিম্নের দোয়াটি পড়বে ঃ

بِسْمِ اللّٰهِ عَلٰى نَفْسِىْ وَاَهْلِىْ وَمَالِىْ ـ

"হে আল্লাহ্ আমি তোমার নামে আরম্ভ করছি। আমার জান, মাল ও সন্তানদেরকে তুমি হিফাজতে রাখ।"

শয়তান হতে নিরাপদে থাকার দোয়া

চিকিৎসা ঃ আবু দাউদ শরীফে বর্ণিত আছে, যে ব্যক্তি মসজিদে প্রবেশ করে নিম্নের দোয়াটি পড়বে, শয়তান বলে এ ব্যক্তি আজকের দিন আমার প্রভাব হতে বেঁচে গেল। দোয়াটি নিম্নরূপ ঃ

اَعُوْذُ بِاللّٰهِ وَبِوَجْهِهِ الْكَرِيْمِ وَسُلْطَانِ الْقَدِيْمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ ـ

"আমি বিতাড়িত শয়তান হতে আল্লাহ্ তাআলার কাছে আশ্রয় চাচ্ছি। যিনি মহা সম্মানী ও আদি শক্তিধিপতি।"

শারীরিক কল্যাণের দোয়া

চিকিৎসা ঃ যে ব্যক্তি স্বীয় শরীরকে সার্বিক কল্যাণে রাখতে চায়, তাকে নিম্নের দোয়াটি সকাল-সন্ধ্যায় পড়তে হবে। ইনশাআল্লাহ্ তার বরকতে সে নিরাপদে থাকবে।

اَللّٰهُمَّ عَافِنِىْ بَدَنِىْ اَللّٰهُمَّ عَافِنِىْ فِى سَمْعِىْ اَللّٰهُمَّ عَافِنِىْ فِى بَصَرِىْ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اَنْتَ ـ

www.pathagar.com

"হে আল্লাহ! রক্ষা কর আমার শরীরকে, রক্ষা কর আমার শ্রবণশক্তিকে, রক্ষা কর আমার চক্ষুকে। তুমি ছাড়া আর কোনো ইলাহ্ নেই।"

সর্ব প্রকার বিপদ আপদ হতে নিরাপদে থাকার দোয়া

যে ব্যক্তি পানিতে ডোবা, পোড়া, মাটিতে পুঁতে যাওয়া, সাপ বিচ্ছুর দংশন এবং অন্যান্য বিপদাপদ হতে নিরাপদে থাকতে চায় তাকে প্রতিদিন নিয়মিত নিম্নোক্ত দোয়াটি পড়তে হবে। দোয়াটি নিম্নরূপ ঃ

اَللّٰهُمَّ اَعُوْذُبِكَ مِنَ التَّرَدِّىْ وَمِنَ الْغَرْقِ وَاَعُوْذُبِكَ مِنَ الْحَرْقِ وَمِنَ الْهَدَمِ وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ اَنْ يَتَخَبَّطَنِىْ الشَّيْطَانُ عِنْدَ الْمَوْتِ وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ اَنْ اَمُوْتَ فِىْ سَبِيْلِكَ مُدْبِرًا وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ اَنْ اَمُوْتَ لَدِيْغًا ـ

"হে আল্লাহ! আমি তোমার আশ্রয় চাই, দ্বিধা ও পানিতে ডুবা হতে এবং আশ্রয় চাই আগুনে পুড়ে যাওয়া হতে এবং ধ্বংস হতে এবং আশ্রয় চাই মৃত্যুর সময় শয়তানের ষড়যন্ত্র মূলক বক্তব্য হতে এবং আশ্রয় চাই তোমার রাস্তা হতে পিঠ ফিরিয়ে মরা হতে এবং আশ্রয় চাই সর্পদংশনে মৃত্যু হতে।"

রসূল (স) বলেছেন যে, যে ব্যক্তি সকাল-সন্ধ্যায় তিনবার নিম্নোক্ত দোয়াটি পড়বে সে কষ্ট হতে নিরাপদে থাকবে। দোয়া ঃ

بِسْمِ اللّٰهِ الَّذِىْ لَايَضُرُّ مَعَ اِسْمِهٖ شَيْئٌ فِى الْاَرْضِ وَلَا فِى السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ـ

"ঐ আল্লাহ্ তাআলার নামে আরম্ভ করছি, যাঁর নামের সাথে দুনিয়া ও আসমানের কোনো জিনিস কোনো ক্ষতি করতে পারে না। তিনিই শ্রবণকারী ও জ্ঞানী।"

অন্য এক বর্ণনায় আছে যে, এ হাদীসের রাবীর অর্ধাংগ রোগ হলে লোকেরা তাকে বলল যে, আপনি প্রতিদিন এ দোয়া পড়া সত্ত্বেও আপনার কি করে এই রোগ হল ? তিনি বললেন, আমি রোগাক্রান্তের দিন এই দোয়া পড়তে ভুলে গিয়েছিলাম।

www.pathagar.com

দুঃখ ও চিন্তা দূর করার (অন্য) দোয়া

চিকিৎসা ঃ হাদীস শরীফে আছে যে, যখন রসূল (স)-এর কোনো দুঃখ বেদনা হত, তখন তিনি নিম্নোক্ত দোয়াটি পড়তেন। দোয়াটি ঃ

لَآ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ الْكَرِيْمُ ـ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ الْعَظِيْمُ الْحَكِيْمُ ـ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ ـ

"মহান আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ্ নেই। মহাজ্ঞানী আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ্ নেই। আসমান যমীনের প্রতিপালক ও মহান আরশাধিপতি আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই।"

জ্ঞাতব্য ঃ জামে' তিরমিযীতে আছে যে, রসূল (স)-এর জীবনে যখন কোনো কষ্ট আসতো তখন তিনি নিম্নোক্ত দোয়াটি পড়তেন। দোয়া ঃ

يَا حَىُّ يَا قَيُّوْمُ بِرَحْمَتِكَ اَسْتَغِيْثُ ـ

"হে চিরঞ্জীব, চিরস্থায়ী তোমার রহমত দ্বারা দুঃখ ও চিন্তা হতে পানাহ চাই।"

কোনো কোনো বর্ণনায় আছে যে, কোনো কোনো সময় তিনি বলতেন, চিন্তা ভাবনাযুক্ত ব্যক্তির জন্য এ দোয়াটি ঃ

اَللّٰهُمَّ بِرَحْمَتِكَ اَرْجُوْا فَلاَ تَكِلْنِىْ اِلٰى نَفْسِىْ طَرْفَةَ عَيْنٍ وَّاَصْلِحْ لِىْ شَانِىْ كُلَّهُ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اَنْتَ ـ

"হে আল্লাহ! আমি তোমার রহমত প্রাপ্তির জন্য আশান্বিত। তুমি আমাকে এক মুহূর্তও আমার নিজের দায়িত্বে ছেড়ে দিও না। আমার অবস্থাকে সংশোধন কর। তুমি ছাড়া কোনো ইলাহ নেই।"

(অন্য বর্ণনা) রসূল (স) হযরত আসমা বিনতে আমীছ (রা)-কে বলেছেন যে, আমি কি তোমাকে এমন বাক্য শিখিয়ে দিব, যা তুমি শোকের সময় পড়বে ? হযরত আসমা (রা) বললেন জী, হ্যাঁ, হে আল্লাহর রসূল! রাসূল (স) বললেন, নিম্নোক্ত দোয়াটি সাতবার পড়বে। দোয়াটি নিম্নরূপ ঃ

اَللّٰهُ رَبِّىْ لاَ اُشْرِكُ بِهٖ شَيْئًا ـ

"আল্লাহই আমার রব, তাঁর সাথে আমি কাউকে শরীক করি না।"

www.pathagar.com

তিনি আরও বললেন, দোয়ায়ে যুন্নুন অর্থাৎ

لَآ اِلٰهَ اِلاَّ اَنْتَ سُبْحٰنَكَ اِنِّىْ كُنْتُ مِنَ الظّٰلِمِيْنَ۔

"তুমি ছাড়া কোনো ইলাহ্ নেই। সব প্রশংসা তোমারই। আর আমি যালেমদের অন্তর্ভুক্ত।"

প্রত্যেক দুঃখ কষ্ট দূর করে। তিনি আরও বললেন যে, যদি কোনো ব্যক্তি এ ইস্তিগফার নিয়মিত পড়ে আল্লাহ্ তাআলা তাকে সর্বপ্রকার দুশ্চিন্তা হতে পরিত্রাণ দিবেন। ঐ ইস্তিগফার এই ঃ

اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ الَّذِىْ لَآ اِلٰهَ اِلاَّ هُوَ الْحَىُّ الْقَيُّوْمُ وَاَتُوْبُ اِلَيْهِ۔

"আমি ক্ষমা চাচ্ছি ঐ আল্লাহ্ তাআলার নিকট, যিনি চিরস্থায়ী ও চিরঞ্জীবি। আমি তাঁর প্রতি নিবিষ্ট হচ্ছি।"

তিনি আরও বলেছেন যে, যাকে নানাবিধ দুঃখ-কষ্ট ঘিরে রাখে তা তার জন্য বেহেশতের ভাণ্ডারসমূহের মধ্যের একটি ধনভাণ্ডার।

সর্বপ্রকার অনিষ্ট ও বিপদ হতে নিরাপদে থাকার দোয়া

চিকিৎসা ঃ আল্লামা ছুয়ুতি (র) স্বীয় লিখিত কিতাব 'ইত্কানে' হযরত আনাস বিন মালিক (রা) হতে হাদীস উদ্ধৃতি করেছেন যে, রসূল (স) বলেছেন, যখন তোমরা শয়ন করতে যাবে ঐ সময় তোমরা সূরা ফাতিহা ও কুলহুআল্লাহু পড়বে তাহলে ঐ আয়াতের বরকতে আল্লাহ্ তাআলা তোমাদের প্রত্যেক বিপদাপদ হতে নিরাপদে রাখবেন। সহীহ্ মুসলিম শরীফে হযরত আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণনা করা হয়েছে যে, যে ঘরে সূরা বাকারা তিলাওয়াত হয় ঐ ঘরে শয়তান প্রবেশ করে না। দারিমি হযরত ইবনে মাসউদ (রা) হতে মাওকুফ হাদীস বর্ণনা করেছেন যে, সূরা বাকারার চার আয়াত অর্থাৎ প্রথম হতে মুফলিহুন পর্যন্ত এবং আয়াতুল কুরছির খালিদুন পর্যন্ত এবং সূরা বাকারার শেষে আমানার রাসূলু হতে শেষ পর্যন্ত পড়বে, তাহলে তার নিজের ও তার পরিবার পরিজনের নিকট ঐ দিন শয়তান আসে না এবং কোনো অনিষ্টতা তাকে স্পর্শ করতে পারে না। যদি এ আয়াতগুলো কোনো পাগল ব্যক্তির উপর পঁড়া হয় তবে পাগল রোগ সেরে যায়।

দোয়ায়ে যুন্নুন্ পড়ার নিয়ম

জ্ঞাতব্য ঃ যুন্নুন্ হযরত ইউনুস (আ)-এর উপাধি। তিনি যেহেতু মাছের পেটের মধ্যে অবস্থান কালে এই দোয়া পড়েছিলেন, সেহেতু

www.pathagar.com

আল্লাহ তাআলা তাঁকে উক্ত মুছিবত হতে তাঁকে পবিত্র নাম দান করেছিলেন। এ কারণে এ দোয়ার নাম যুন্নুন্। তা পড়ার নিয়ম এই যে, প্রথমে ওযু করে অন্ধকার ঘরে কিবলা মুখী হয়ে বসে এক পাত্র পানি সামনে রাখবে। অতপর এ দোয়াকে তিন শতবার করে তিন, পাঁচ, সাত অথবা চল্লিশ দিন পড়ে ফুঁক দিবে। তারপর মুহূর্তে মুহূর্তে ঐ পানিতে হাত ডুবিয়ে নিজের মুখে ও শরীরে মালিশ করবে। আল্লাহ্ তাআলা স্বীয় মেহেরবানীতে উক্ত দুঃখ ও চিন্তা দূর করে দিবেন। ইন্শাআল্লাহ।

স্বীয় পরিবার ও প্রতিবেশীর হিফাজতের জন্য দোয়া

চিকিৎসা ঃ কাওয়ায়িদ কিতাবের লিখক মুহায়মিন হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, এক ব্যক্তি হযরত রাসূলে করীম (স)-এর নিকট নিবেদন করেন যে, আমাকে এমন জিনিস শিখিয়ে দিন, যার বরকতে আল্লাহ্ তাআলা আমাকে কল্যাণ দান করবেন। রসূল (স) তাঁকে বললেন যে, আয়াতুল কুরছি পড়। এর বরকতে আল্লাহ তাআলা তোমার সন্তানদের ও তোমার প্রতিবেশীর ঘরবাড়ীর প্রতি তাঁর কুদরতি দৃষ্টি দান করবেন।

ভুল না হওয়ার দোয়া

সুনানে দারিমীতে হযরত ইবনে মাসউদ (রা) হতে বর্ণনা করা হয়েছে যে, যে ব্যক্তি শোবার সময় সূরা বাকারার ছয় আয়াত পড়বে, তার কুরআন শরীফ স্মরণে থাকবে, ভুলে যাবে না। ঐ আয়াত হল আয়াতুল কুরছির প্রথম তিন আয়াত, খালিদুন পর্যন্ত এবং শেষ তিন আয়াত।

ঋণ পরিশোধের দোয়া

চিকিৎসা ঃ ইমাম তিবরানী হযরত মুয়ায ইবনে জাবাল (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, রসূল (স) বলেছেন, আমি তোমাদেরকে এমন দোয়া বলছি যে, এর বরকতে তোমাদের ঋণ যদি পাহাড় সমান থাকে তাহলেও আল্লাহ্ তাআলা পরিশোধ করে দিবেন। এ দোয়া قُلِ اللّٰهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ হতে بِغَيْرِ حِسَابٍ পর্যন্ত। তারপর এই দোয়া পড়বে ঃ

رَحْمٰنُ الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ وَرَحِيْمُهُمَا تُعْطِيْ مَنْ تَشَاءُ مِنْهُمَا وَتَمْنَعُ مَنْ تَشَاءُ

اِرْحَمْنِيْ رَحْمَةً تُغْنِيْنِيْ فِيْهَا مِنْ رَّحْمَةٍ مِنْ سِوَاكَ۔

www.pathagar.com

"দুনিয়া ও আখিরাতে রহমান ও রাহীম তুমি যাকে ইচ্ছা তাকে দান কর। যার প্রতি অনিচ্ছা তাকে দান কর না। হে আল্লাহ! তুমি আমাকে এমন বিশেষ রহমত দান কর, যাতে আমি মুখাপেক্ষীহীন হতে পারি।"

অবাধ্য পশু বাধ্য করার দোয়া

চিকিৎসা ঃ ইমাম বায়হাকী হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, যদি কোনো ব্যক্তি পশু হতে কষ্ট পায় অর্থাৎ অবাধ্যতার কারণে সাওয়ার হতে না দেয় অথবা বোঝা বহন না করে তবে তার কর্তব্য হলো, এ দোয়া পড়ে ফুঁক দেয়া ঃ

اَفَغَيْرَ دِيْنِ اللّٰهِ يَبْغُوْنَ وَلَهُ اَسْلَمَ مَنْ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ طَوْعًا وَّكَرْهًا وَّاِلَيْهِ يُرْجَعُوْنَ ○

"আল্লাহর দীন ছাড়া কি খুঁজছো। বস্তুত আসমান যমীনে যাবতীয় বস্তু তাঁরই আনুগত্য করে। ইচ্ছা অনিচ্ছা উভয় অবস্থাতেই তারই দিকে প্রত্যাবর্তন করে।"–সূরা আলে ইমরান ঃ ৮৩

চিকিৎসা ঃ ইমাম তিবরানী 'মুজামুল আওছাত' কিতাবে হযরত আনাস বিন মালিক (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, যদি কোনো ব্যক্তির বাদী বা গোলাম অবাধ্য হয়ে যায়, মালিকের অনুগত্য না করে অথবা কারো সন্তান অবাধ্য হয়ে যায় তবে তার কানে উপরোক্ত দোয়া পড়ে ফুঁক দিবে। ইন্‌শাআল্লাহ গোলাম, বাদী বা সন্তান অবাধ্যতা পরিহার করে বাধ্য ও অনুগত হয়ে যাবে।

প্রত্যেক ব্যাধী হতে মুক্তি

চিকিৎসা ঃ ইমাম বায়হাকী হযরত আলী (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, যে ব্যক্তির অসুখ হবে তার উপর সূরা আন্‌আম পড়বে। আল্লাহ তাআলা তার বরকতে ব্যাধি হতে মুক্তি দান করবেন।

পানি ডুবি হতে হিফাজত

চিকিৎসা ঃ ইব্‌নুস সুন্নী হযরত হুসাইন ইবনে আলী (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, রসূল (স) বলেছেন, যদি আমার উম্মতের কেউ নৌকারোহণের সময় নিম্নোক্ত দোয়াটি পড়ে, তবে সে নৌকাডুবি হতে নিরাপদে থাকবে। দোয়াটি নিম্নরূপ ঃ

www.pathagar.com

بِسْمِ اللّٰهِ مَجْرٖهَا وَمُرْسٰهَا اِنَّ رَبِّىْ لَغَفُوْرٌ الرَّحِيْمٌ - وَمَا قَدَرُوْا اللّٰهَ حَقَّ قَدْرِهٖ - وَالْاَرْضُ جَمِيْعًا قَبْضَتُهٗ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَالسَّمٰوٰتُ مَطْوِيّٰتٌ بِيَمِيْنِهٖ - سُبْحَانَهٗ وَتَعَالٰى عَمَّا يُشْرِكُوْنَ -

"তার চলন ও স্থিরতা আল্লাহ্ তাআলার নির্দেশে। নিশ্চয়ই আমার প্রতিপালক ক্ষমাকারী ও দয়ালু। তিনি যেরূপ সমাদরের প্রাপক, মানুষ তাঁকে সেরূপ সমাদর করেনি। কিয়ামতের দিন সমস্ত যমীন তার মুষ্ঠিতে এবং আসমানসমূহ্ সোজা তার দক্ষিণ হাতে নিবদ্ধ থাকবে। আল্লাহ্ তাআলার সাথে মানুষ যেরূপ শির্ক করে তিনি তা হতে পবিত্র।"

যাদু দূর করার দোয়া

চিকিৎসা ঃ ইবনে আবী হাতিম লাইছ হতে বর্ণনা করেছেন যে, যে ব্যক্তি যাদুগ্রস্থ হয় তাকে নিম্নোক্ত আয়াত দ্বারা পানিতে ফুঁক দিয়ে ঐ পানি রোগীর উপর দিবে, তাহলে ইনশাআল্লাহ্ তার রোগ মুক্তির সৌভাগ্য হবে। আয়াতগুলো সূরা ইউনুসের দুই আয়াত فَلَمَّا اَلْقَوْا হতে مُجْرِمُوْنَ পর্যন্ত, সূরা আল আ'রাফের এক আয়াত فَوَقَعَ الْحَقُّ হতে رَبِّ مُوْسٰى وَهَارُوْنَ পর্যন্ত, সূরা ত্বা-হার এক আয়াত اِنَّمَا صَنَعُوْا كَيْدُ سٰحِرٍ ط وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ اَتٰى পর্যন্ত।

অস্থিরতা ও কষ্ট দূর হওয়ার দোয়া

চিকিৎসা ঃ হাকেম হযরত আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, রসূল (স) বলেছেন, আমার উপর যখন কোনো কঠোরতা অথবা অস্থিরতা আসে তখন হযরত জিবরাঈল আমাকে বলেন, হে মুহাম্মাদ (স) এ দোয়া পড়তে থাকুন ঃ

تَوَكَّلْتُ عَلَى الْحَيِّ الَّذِىْ لَايَمُوْتُ - وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا - وَلَمْ يَكُنْ لَهٗ شَرِيْكٌ فِى الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهٗ وَلِىٌّ مِنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيْرًا -

"আমি ঐ চিরঞ্জীব সত্তার উপর ভরসা করছি যাঁর মৃত্যু নেই। প্রশংসা ঐ আল্লাহ্ তাআলার যিনি কাউকেও সন্তান বানাননি, তাঁর রাজত্বে

www.pathagar.com

কোনো অংশীদার নেই। তাঁর কোনো সাহায্যকারী নেই অপদস্থ অবস্থায়। সম্মান জ্ঞানে তাঁকে সম্মান কর।"

চুরি হতে নিরাপদে থাকার দোয়া

চিকিৎসা ঃ ইমাম ছুয়ুতি তার কিতাব 'ইতকানে' হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হতে হাদীস উদ্ধৃত করেছেন যে, রসূল (স) বলেছেন, যে ব্যক্তি নিম্নোক্ত দোয়া পড়বে তার ঘর চুরি হতে নিরপদে থাকবে। দোয়াটি নিম্নরূপ ঃ

সূরা কাহাফের قُلِ ادْعُوْا اللّٰهَ اَوِ ادْعُوا الرَّحْمٰنَ اَيَّامًا تَدْعُوْا হতে সূরার শেষ পর্যন্ত পড়বে।

জ্ঞাতব্য ঃ কোনো কোনো কিতাবে লিখিত হয়েছে যে, রাতে এ দোয়া পড়ে স্বীয় ঘরে ফুঁক দিবে। যদি কোনো ব্যক্তি কোনো স্থান হতে কোনো জিনিস আনে অথবা কোনো স্থানে কোনো জিনিস পাঠায় তবে এ আয়াতকে লিখে ঐ মালের মধ্যে রেখে দিবে। আল্লাহ্ তাআলা তাঁর কৃপায় ঐ জিনিস চুরি হওয়া হতে রক্ষা করবেন।

রোগ মুক্তির দোয়া

চিকিৎসা ঃ যদি কোনো ব্যক্তি অসুস্থ হয়ে পড়ে, তবে নিম্নোক্ত আয়াতটি পড়ে তার কানে ফুঁক দিবে, ইনশাআল্লাহ্ তার রোগ আরোগ্য লাভ হবে। দোয়া ঃ সূরা মু'মিনের اَفَحَسِبْتُمْ اَنَّمَا خَلَقْنٰكُمْ عَبَثًا হতে শেষ পর্যন্ত।

ইমাম বায়হাকী হযরত ইবনে মাসউদ (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, রসূল (স) বলেছেন, যে ব্যক্তি এ আয়াতকে দৃঢ়বিশ্বাসের সাথে পড়বে তবে পাহাড়ও নিজের জায়গা হতে হেলে যাবে।

জ্ঞাতব্য ঃ তাৎপর্য এই যে, ব্যাধি তো সাধারণ জিনিস, পাহাড়ও হেলতে পারে।

অন্তরের কাঠিন্য দূর করার দোয়া

চিকিৎসা ঃ মুস্তাদরাক কিতাবে ইমাম মুহাম্মাদ হতে বর্ণিত হয়েছে, যে ব্যক্তি অন্তরে কাঠিন্য অনুভব করে (অর্থাৎ আখিরাতের চিন্তাহীনতা) আল্লাহর সৃষ্ট জীবের প্রতি ভালবাসা ও দয়া অন্তরে না থাকে এবং কারো উপদেশ গ্রহণ না করে তবে এরূপ ব্যক্তির উচিত যে, একটি থালায় সূরা ইয়াসীন জাফরান দ্বারা লিখে (ধৌত করত) পান করবে।

www.pathagar.com

জ্ঞাতব্য ঃ হাদীসের কিতাবসমূহে সূরা ইয়াসীন সম্পর্কে বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য বর্ণিত হয়েছে। যথা–মৃত্যুর সময় পড়লে মৃত্যু সহজ হয়, কোনো প্রয়োজনে পড়লে প্রয়োজন পূরণ হয়, যদি কোনো উন্মাদ-পাগলের উপর পড়ে ফুঁক দেয়া হয় তবে সে সুস্থ হয়ে যায়। যদি প্রত্যূষে পড়া হয় তবে সন্ধ্যা পর্যন্ত তার মানসিক প্রফুল্লতা বজায় থাকে। এছাড়াও ওলামাগণের বক্তব্য এই যে, শান্তি ও আন্তরিক প্রফুল্লতার জন্য তাকে আমরা সঞ্জীবনী রূপে পরীক্ষিত পেয়েছি। এরূপে কোনো ব্যক্তি যদি ভোরে সূরা দুখান পড়ে তাহলে সন্ধ্যা পর্যন্ত সে আল্লাহ্ তাআলার রক্ষণাবেক্ষণে থাকবে। দারিমী বর্ণনা করেছেন যে, যে ব্যক্তি ভোরে সূরা দুখান পড়বে, সন্ধ্যা পর্যন্ত ঐ ব্যক্তি কোনো মাকরূহ কাজে নিমগ্ন হবে না।

চিন্তা ও ক্ষুধা দূর করার উপায়

চিকিৎসা ঃ ইমাম বায়হাকী হযরত ইবনে মাসউদ (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, যে ব্যক্তি প্রতিদিন সূরা ওয়াকিয়া পড়বে, তার কখনও অভুক্ততা আসবে না অর্থাৎ কখনও খাদ্য সংকট হবে না।

সহজে প্রসবের দোয়া

ইমাম বায়হাকী হযরত ইবনে মাসউদ (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, যদি কারো প্রসব কষ্ট হয় ও বেদনা বেশি হয় তবে নিম্নোক্ত কালেমাগুলো লিখে ধৌত করত ঐ পানি তাকে পান করাতে হবে। কালেমা ঃ

بِسْمِ اللّٰهِ لَآ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ الْحَكِيْمُ الْكَرِيْمُ - سُبْحَانَ اللّٰهِ تَعَالٰى رَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمُ - اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ - كَاَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَثُوْٓا اِلاَّ عَشِيَّةً اَوْ ضُحٰهَا كَاَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُوْعَدُوْنَ لَمْ يَلْبَثُوْٓا اِلاَّ سَاعَةً مِنَ النَّهَارِ بَلَاغٌ فَهَلْ يُهْلَكُ اِلاَّ الْقَوْمُ الْفَاسِقُوْنَ -

"ঐ আল্লাহ্ তাআলার নামে আরম্ভ করছি, যিনি ছাড়া আর কোনো ইলাহ্ নেই। তিনি মহাজ্ঞানী ও মহাসম্মানী। আল্লাহ্ পবিত্র মহান আরশের অধিপতি যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহ্ তাআলার যিনি সমগ্র বিশ্বের প্রতিপালক। যেদিন কিয়ামত দেখবে সেদিন এরূপ মনে হবে যে, দুনিয়ায় তারা এক সকাল অথবা এক সন্ধ্যা ছাড়া সময় অবস্থান করেনি। সেদিন তারা ওয়াদার বিষয় দেখবে, তখন এরূপ মনে হবে

www.pathagar.com

যে, দিনের এক ঘণ্টা ছাড়া অধিক সময় দুনিয়ায় অবস্থান করেনি। এদিন কাফির ছাড়া কেউ ধ্বংস হবে না।"

ইতকানের লিখক ইবনে ছাখি (র) হতে বর্ণনা উদ্ধৃত করেছেন, হযরত ফাতিমাতুজ্ জোহরা (রা)-এর প্রসবের সময় নিকবর্তী হলে রসূল (স) উক্ত আয়াতগুলো এবং সূরা আরাফ হতে اِنَّ رَبَّكُمُ اللّٰهُ الَّذِىْ رَبُّ الْعٰلَمِيْنَ পর্যন্ত এবং মুয়াব্বিযাতাইন লিখে দিতেন যে কারণে তাঁর প্রসব সহজ হতো ।

কু-কল্পনা হতে বাঁচার দোয়া

চিকিৎসা ঃ আবু দাউদ শরীফে হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণনা করা হয়েছে যে, যখন তোমরা অন্তরে কোনো প্রকার কু-কল্পনা অনুভব করবে তখন নিম্নোক্ত দোয়াটি পড়বে। দোয়াটি নিম্নরূপ ঃ

هُوَ الاَوَّلُ وَالاٰخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَئٍ عَلِيْمٌ ـ

"তিনি (আল্লাহ) আদি, তিনি অন্তত। তিনি প্রকাশ্য, তিনি গোপন। আর তিনি সমস্ত বিষয় অবগত।"

নিরুদ্দিষ্ট বস্তু ফিরে পাওয়ার উপায়

চিকিৎসা ঃ আল্লামা জাযরী স্বীয় কিতাবে লিখেছেন যে, যদি কারো কোনো বস্তু নিরুদ্দিষ্ট হয়ে যায়, দাসদাসী পালিয়ে যায়, তবে তার কর্তব্য ওযু করে দু রাকআত নামায পড়া। অতপর নিম্নোক্ত কালেমাগুলো পড়ে দোয়া করা। কালেমাগুলো ঃ

بِسْمِ اللّٰهِ هَادِىَ الضَّلَالِ وَرَادَّ الضَّلَّةِ اُرْدُدْ عَلَىَّ ضَالَّتِىْ بِقُوَّتِكَ وَسُلْطَانِكَ فَاِنَّهَا مِنْ عَطَائِكَ وَفَضْلِكَ ـ

"ঐ আল্লাহ তাআলার নামে আরম্ভ করছি, যিনি পথভ্রষ্টের পথ দেখান, নিরুদ্দিষ্টকে ফেরত দান করেন। আমার নিরুদ্দিষ্ট জিনিসকে ফিরিয়ে দাও, তোমার শক্তি ও প্রভাব দ্বারা। কারণ তা তোমার দান ও দাক্ষিণ্য।"

বাজারের অপকারিতা হতে পরিত্রাণের উপায়

চিকিৎসা ঃ জ্ঞাতব্য যে, বাজারে বিভিন্ন প্রকার নিকৃষ্টতা থাকে। এজন্য একজন মুসলিমের উচিত ততক্ষণ পর্যন্ত বাজারে না যাওয়া যতক্ষণ পর্যন্ত

www.pathagar.com

রসূল (স) নির্দেশিত চিকিৎসা না করে। এ বিষয়ে ইমাম জায়রী বর্ণনা করেছেন যে, কোনো ব্যক্তির বাজারে যাওয়ার প্রয়োজন হলে সে প্রথমে নিম্নোক্ত দোয়া পড়বে ঃ

بِسْمِ اللّٰهِ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ خَيْرَ هٰذَا الْيَوْمِ وَخَيْرًا هٰذَا السُّوْقِ وَخَيْرُ مَا فِيْهَا وَاَعُوْذُبِكَ اَنْ اُصِيْبُ فِيْهَا يَمِيْنًا فَاجِرَةً وَصَفْقَةً خَاسِرَةً۔

"আল্লাহর নামে আরম্ভ করছি। হে আল্লাহ্ তাআলা! তোমার নিকট আজকের দিনের কল্যাণ, বাজার ও তার দ্রব্যের কল্যাণ পাওয়ার প্রার্থনা করছি, এবং আমি আশ্রয় চাচ্ছি বাজারে মিথ্যা কছম খাওয়া ও ক্ষতিকারক কারবার হতে।"

রোগ মুক্ত থাকবার দোয়া

চিকিৎসা ঃ যদি কারো রোগগ্রস্ত দেখে নিম্নোক্ত দোয়া পড়ে, আল্লাহ তাআলা ঐ ব্যক্তিকে ঐ রোগ হতে মুক্তি দেন ঃ

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ۔ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ عَافَانِىْ مِمَّا ابْتَلَاكَ بِهٖ وَفَضَّلَنِىْ عَلٰى كَثِيْرٍ مِمَّنْ خَلَقَ تَفْضِيْلًا۔

"হে আল্লাহ ! আমি তোমার আশ্রয় চাচ্ছি। সেই আল্লাহ্ তাআলার শোকর, যিনি আমাকে ব্যাধি হতে মুক্ত রেখেছেন এবং অন্য সৃষ্টির উপরও আমাকে সম্মান দান করেছেন।"

অশ্লীল কথা বলা হতে মুক্ত থাকার দোয়া

যদি কোনো ব্যক্তির অশ্লীল কথা বলার অভ্যাস হয়ে যায় তবে তার চিকিৎসা এই যে, বেশি বেশি ইস্তেগফার পড়বে। বস্তুত রসূল (স)-এর খিদমতে এক ব্যক্তি উপস্থিত হয়ে নিবেদন করল যে, আমার মুখে অশ্লীল বাক্য এসেছে। রসূল (স) বললেন, তুমি ইস্তেগফার কেন করো না। আমি তো প্রতিদিন সত্তর বার ইস্তেগফার পড়ি।

জ্ঞাতব্য ঃ হুযুর (স) নিষ্পাপ ও রহমাতুল্লিল আলামীন হয়েও আল্লাহ তাআলার দরবার হতে মাগফিরাত কামনা করেন। এ হিসেবে আমরা গুনাহ্গারদের সর্বদা ইস্তেগফার করতে থাকা দরকার।

www.pathagar.com

কুমন্ত্রণা দূর করার দোয়া

চিকিৎসা ঃ হাদীস শরীফে আছে, যদি কারো কুমন্ত্রণা আসে, তবে সে اٰمَنْتُ بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ শেষ পর্যন্ত পড়বে।

কোনো কোনো হাদীসে আছে ঃ

اَللّٰهُ اَحَدٌ اَللّٰهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ كُفُوًا اَحَدٌ ـ

"আল্লাহ্ এক। আল্লাহ্ মুখাপেক্ষহীন, সবই তাঁর মুখাপেক্ষী। না আছে তার কোনো সন্তান, আর না তিনি কারো সন্তান। আর কেউই তাঁর সমতুল্য নয়।"–সূরা ইখলাস

কোনো কোনো হাদীসে আছে, যে শয়তান মানুষের অন্তরে কুমন্ত্রণা দেয় তার নাম খিন্‌জীর। ঐ اَعُوْذُ পড়ে বাম দিকে থুথু দিবে।

নিয়ামত বৃদ্ধির দোয়া

চিকিৎসা ঃ রসূল (স) বলেছেন, আল্লাহ্ তাআলা কাউকে নিয়ামত দান করলে তখন ঐ ব্যক্তি اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ পড়বে। তাহলে আল্লাহ্ তাকে ঐ নিয়ামতের চেয়ে অধিক ও উত্তম নিয়ামত দান করবেন।

সম্পদ বৃদ্ধির দোয়া

চিকিৎসা ঃ কোনো ব্যক্তি সম্পদে বরকত চাইলে তাকে নিম্নোক্ত দোয়াটি পড়তে হবে। দোয়াটি নিম্নরূপ ঃ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُوْلِكَ وَعَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنٰتِ وَعَلَى الْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمٰتِ ـ

"হে আল্লাহ্! তোমার বান্দা ও রসূল মুহাম্মাদ (স)-এর উপর রহমত অবতীর্ণ কর এবং মুমিন ও মুসলিম নারী-পুরুষের উপরও রহমত অবতীর্ণ কর।"

দরূদ শরীফ পড়ার গুণাগুণ ও উপকারিতা

জ্ঞাতব্য ঃ দরূদ শরীফের উপকারিতা অসংখ্য। কিন্তু যে সমস্ত উপকারিতা বিশুদ্ধ হাদীসের বর্ণনায় স্বীকৃত, এখানে সংক্ষিপ্তভাবে তা বর্ণনা করা হচ্ছে। যাতে রসূলুল্লাহ (স)-এর চিকিৎসা পদ্ধতির পরিপূর্ণ উপকার লাভ সম্ভব হয়। দরূদ শরীফ পড়ার সবচেয়ে বড় উপকার এই

www.pathagar.com

যে, যে ব্যক্তি রসূলুল্লাহ (স)-এর প্রতি একবার দরূদ শরীফ পড়ে, আল্লাহ তাআলা এবং ফেরেশ্‌তাগণ ঐ ব্যক্তির প্রতি দশবার দরূদ পাঠান এবং ঐ ব্যক্তির জন্য দশ প্রকার সম্মান সমুন্নত হয়, দশটি পুণ্য লেখা হয়, দশটি পাপ মোচন হয়। এ ব্যক্তির দোয়াসমূহ কবুল হয়। রসূলুল্লাহ (স)-এর শাফায়াত ঐ ব্যক্তির জন্য আবশ্যিক হয়ে যায়। কিয়ামতের দিন ঐ ব্যক্তি রসূল (স)-এর সংগে থাকবে। ইচ্ছা ছাড়াও দরূদ শরীফ পড়লে দ্বীন দুনিয়ার কাজ সম্পন্ন হয়, গুনাহ্ মাফ হয়। দরূদ শরীফ পড়লে তা ছদকায় রূপান্তরিত হয়, তার বরকতে কষ্ট ও কাঠিন্য বিদূরিত হয়, রোগমুক্তির ভাগ্য হয়, শত্রুর উপর বিজয়ী হয়, দরূদ পাঠকের জন্য সর্বদা ফেরেশতাগণ রহমত কামনা করেন এবং অন্তর পরিশুদ্ধ হয়, বাড়ি ও সম্পদে বরকত হয়; দরূদ শরীফ পাঠকের বংশে কয়েক পুরুষ পর্যন্ত বরকতের প্রভাব বজায় থাকে। মৃত্যুর আযাব হতে পরিত্রাণ পায়। এরূপ কিয়ামতের ভয়ানক অবস্থায় নিশ্চিন্তে থাকবে। দরূদ শরীফের বরকতে ভুলে যাওয়া স্বপ্ন স্মরণে আসে, দারিদ্রতা বিদূরিত হয়। এর পাঠক কৃপণ থাকে না। যে সমাবেশে দরূদ শরীফ পড়া হয়, আল্লাহ্ তাআলার রহমত তাকে ঢেকে নেয়। রসূল (স)-এর সম্মুখে ঐ ব্যক্তির আলোচনা হয়। ফলে তার ভালবাসা ঐ ব্যক্তির প্রতি নিবদ্ধ হয়। ফলে তাঁর সাথে ঐ ব্যক্তির বন্ধুত্ব হয়। তার পাঠককে স্বপ্নে রসূল (স)-কে দেখা এবং কিয়ামতে তাঁর সাথে মুসাফাহা করার সৌভাগ্য হবে এবং ঐ ব্যক্তির সংগে ফেরেশতাগণও মুসাফাহা করবে এবং মারহাবা বলবে। পঠিত দরূদ শরীফকে ফেরেশতাগণ সোনা ও রূপার কলম দিয়ে কার্যালয়ে লিখে ঐ ব্যক্তির জন্য আল্লাহ তাআলার নিকট নেকী ও মাগফিরাত প্রার্থনা করে। রাসূল (স)-এর নিকটে ঐ ব্যক্তির দরূদ পৌছিয়ে বলে যে, আপনার অমুক উম্মত অপনার প্রতি দরূদ শরীফ পাঠাচ্ছে। যদি কেউ হুযুর (স)-এর কবরের নিকট গিয়ে সালাম দেয়, তবে হুযুর (স)-ও তার প্রতি সালাম পাঠান। দরূদ শরীফের বৈশিষ্ট্য এই যে, তিন দিন পর্যন্ত তার পাঠকের গুনাহ্ লিখা হয় না। কারণ এই যে, যদি ঐ ব্যক্তি তাওবা করে তবে তার গুনাহ্ই থাকবে না। দরূদ শরীফ পাঠক তার বরকতে আরশের ছায়ায় দাঁড়িয়ে যাবে। তার পাঠকের আমলের পাল্লা কিয়ামতের দিন ভারী হয়ে যাবে। কিয়ামতের দিন পানি পিপাসা হতে মুক্ত থাকবে। রসূল (স) স্বপ্নে কোনো কোনো বুযুর্গের মুখে চুমা দিয়েছেন কারণ তাঁরা সর্বদা দরূদ শরীফ পড়তেন। যে ব্যক্তি কানে শোরগোলের শব্দ শুনতে পায় তার বেশি পরিমাণ দরূদ শরীফ পাঠান্তে এ দোয়াটি পড়া উচিত।

www.pathagar.com

ذَكَرَ اللّٰهُ بِخَيْرٍ مَنْ ذَكَرَنِىْ -

"যে আমার স্মরণ করে, আমি তাকে ভালোয় ভালোয় স্মরণ করি।"

আল্লাহ্ তাআলা সমস্ত মুসলমানকে দরূদ শরীফ পড়ার তাওফীক দান করুন এবং তার বরকত দান করুন। আমীন।

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّاٰلِهٖ وَاَزْوَاجِهٖ وَذُرِّيَّتِهٖ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ -

❒

www.pathagar.com

আমাদের প্রকাশিত কিছু বই

- তাফহীমুল কুরআন (১-১৯ খণ্ড)
  - সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী (র)
- শব্দে শব্দে আল কুরআন (১-১৪ খণ্ড)
  - মাওলানা মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান
- শব্দার্থে আল কুরআনুল মজীদ (১-১০ খণ্ড)
  - মতিউর রহমান খান
- সহীহ আল বুখারী (১-৬ খণ্ড)
  - ইমাম আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল বুখারী (র)
- সুনান ইবনে মাজা (১-৪ খণ্ড)
  - আবু আবদুল্লাহ ইবনে মাজা (র)
- শারহু মাআনিল আছার (তাহাবী শরীফ) (১-২ খণ্ড)
  - ইমাম আবু জাফর আহমদ আত তাহাবী (র)
- সীরাতে সরওয়ারে আলম (১-২ খণ্ড)
  - সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী (র)
- আল কুরআনের শিক্ষা (১-২ খণ্ড)
  - আল্লামা ইউসুফ ইসলাহী
- মহিলা ফিক্‌হ (১-২ খণ্ড)
  - আল্লামা মুহাম্মদ আতাইয়া খামীস
- ফিক্‌হী বিশ্বকোষ (১-৮ খণ্ড)
  - ড: মুহাম্মদ রাওয়াস কালা'জী
- বিশ্ব নবীর সাহাবী (১-৬ খণ্ড)
  - তালিবুল হাশেমী
- মহানবীর সীরাত কোষ
  - খান মোসলেহউদ্দীন আহমদ

www.pathagar.com